স্যিক্ক্যাল ইয়াফ্রিকা

উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিসার্স
এম-টি ২৫/২৬, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ় ১৩৭১

প্রকাশক :
উৎপলকান্তি ভট্টাচার্য
পুরোগামী গ্রন্থনা
৩৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
বীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স
১১৫-এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
অরুণ গুপ্ত

স্মরণ করি তাঁদের

বাঙ্গালী জাতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার
মহত্তর ঐতিহাসিক সংগ্রামে
সংগ্রামরত মুক্তি যোদ্ধাদের
উদ্দেশে…

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

নীল সমুদ্রের পাণ্ডুলিপি

লুসি ও হ্যারির কাহিনী (যন্ত্রস্থ)

যে যাত্রার শেষ নেই „

সবুজ উপনিবেশ „

গল্প সংকলন „

॥ এক ॥

দিগন্ত রেখা ক্রমেই বিসারিত হতে হতে অদৃশ্য হলো। দূরে··· ভেসে উঠলো অস্পষ্ট পাহাড়রাশি। ধোঁয়াচ্ছন্ন কুয়াশার আবরণে ঢাকা সবুজ পাহাড়রাশি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ক্রমেই স্পষ্ট থেকে হলো স্পষ্টতর। রৌদ্রের আলোকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। তবু এক অজানা আকর্ষণে চেয়ে থাকি। চেয়ে থাকে আরো অনেকে···জাহাজের আপার ডেক্···লোয়ার ডেক্‌-এর···পোর্ট-হোল দিয়ে চেয়ে আছে···দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখই যেন উৎসুক···সবার মনেই যেন আকর্ষণ··· এই সে প্রতীক্ষিত শহর···ডার্বান্—দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম বন্দর-শহর। জাহাজ থেকে দেখে মনে হয় যেন এ আমার বাঙলারই কোন বন্দর···এই জল···এই আকাশ যেন আমার বাঙলারই আকাশ আর জল। একই নীলিমায় ঘেরা। বাঙলার শীতল হাওয়ার মতোই এই হাওয়া···এই জল। অজানা কাউকে যদি কেউ বলে···ওই যে দেখা যায়···দূরে ···সে আমার চির-সবুজ বাঙলার সমুদ্রতট, অকাতরে মেনে নেবে তাই। ওই দূরের সবুজ···এই আকাশ···এই বাতাস··· যেন বাঙলারই প্রতিবিম্ব!

এবার সমুদ্রতট আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আর একটু পরেই আমাদের নাগালের মধ্যে এসে যাবে এই বিখ্যাত বন্দর-শহর ডার্বান। এখান থেকে পেছনে তাকিয়ে জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না···পেছনে-রেখে-আসা আমার বাঙলা এখান থেকে কতোদূর···পেছনে দিগন্ত-প্রসারিত অগাধ সমুদ্র শুধু!

সমুদ্র থেকে বয়ে-আসা এই প্রশস্ত ছোট খাল ধরে এগিয়ে চললো আমাদের জাহাজ। সামনে-পেছনে টাগবোট ···পথের নিশানা দিচ্ছে তারাই। বাঁ-পাশে আধা-সবুজ লালমাটির পাহাড়রাশি···ডান-পাশে সমুদ্রসৈকত। সে সৈকতে মানুষে মানুষে ভীড়···কেউ বড়শী ফেলে মাছ ধরছে··· কেউ রোদের আমেজে জুড়িয়ে নিচ্ছে দেহ। কেউ কেউ প্রেয়সীকে নিয়ে চেয়ে আছে দূর সমুদ্রে। থেকে থেকে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে সৈকতে। আমাদের জাহাজ বন্দরের ভেতর আসতেই ওদের অনেকেই আমাদের জাহাজ দেখতে লাগলো। কেউ কেউ আকাশে হাত উঁচিয়ে আমাদের স্বাগত জানায়। জাহাজ থেকেও অনেকেই প্রত্যুত্তর দেয় আকাশে হাত উড়িয়ে।

কয়েক পলকেই এই প্রশস্ত খাল পেরিয়ে জাহাজ এলো বন্দরের ভেতরে। বন্দরের চারপাশে ছড়িয়ে আছে আমাদের জাহাজেরই মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমুদ্রগামী জাহাজ। একখানা বড় ওয়েল-ট্যাঙ্কারের পাশ কেটে জেটির কাছে এসে···ক্রমে

জেটির পাশ ভিড়ে স্থির হলো আমাদের জাহাজ। এবার আমাদের চোখের সামনেই সেই প্রতীক্ষিত শহর ডার্বান। রঙ-বেরঙের আকাশছোঁয়া অতিআধুনিক দালান-মঞ্জিল আমাদের দু'চোখের সামনে। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখি শুধু।

আমাদের জাহাজ দেখতে কতো মানুষের সমাবেশ। যাত্রীবাহী জাহাজ এলে যে-কোনো বন্দরে এমনি ভীড় জমে। উৎসুক চোখে ওরা চেয়ে আছে···কতো লোক···কয়েক শতই হবে হয়তো। ইউরোপীয় আর ভারতীয়দের ছড়াছড়ি সমগ্র জেটি জুড়ে। ওদের সবার চোখ যেন কিছু খুঁজে বেড়ায়··· হয়তো পরিচিত মুখ দেখতে চায়···অথবা নতুনের মাঝে আবিষ্কার করতে চায় নতুন কিছু। কিন্তু একজনও নিগ্রো এই শত মানুষের ভীড়ে দেখা গেলো না। অথচ আমার মন চাইছিল নিগ্রো আর নিগ্রোতে ভরে উঠুক এই বন্দর। কেননা, ওরাই আসলে এই মাটির মালিক।

জাহাজ থেকে গ্যাঙওয়ে নামিয়ে দেয়া হলো। তারপরেই জেটি থেকে উঠে এলো কোম্পানীর এজেন্ট—সরকারী কাস্টমস্-অফিসার ··· এবং আরো অনেকে। জেটির ওপরে গ্যাঙওয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো কোম্পানীর পোষাকধারী দু'জন শ্বেতাঙ্গ শান্ত্রী।

যে ক'জন যাত্রী বয়ে এনেছিলাম আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একে একে নেমে গেলো ওরা। সবার শেষে সেই বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা যাত্রী দু'জনেও নেমে গেলো তাদের অষ্টাদশী

কন্যাকে নিয়ে। এতোদিন যার সৌন্দর্য দেখে দেখে কেটেছে আমাদের এই জাহাজী জীবন—অনেকে এই অষ্টাদশী কন্যাকে নিয়ে নিজের মনে স্বপ্নের জাল বুনেছে···আমাদের চোখের সামনে দিয়েই তারা চলে গেলো। যাওয়ার আগে ওরা কেউ একবারও ফিরে চেয়ে দেখলো না এই জাহাজকে···এই জাহাজের জীবনকে···যে জাহাজ আর জীবনের সঙ্গে তাদের জীবনের অনেক কিছু জড়িয়ে ছিলো এতোদিন। জাহাজকে এমনি সবাই ভুলে যায়···বিগত ত্রিশ বছর ধরে কতো না যাত্রী পারাপার করেছে এই জাহাজ ··· এতোদিনে সবাই ভুলে গেছে···এই যাত্রীরাও ভুলে যাবে একদিন ···জাহাজী জীবনকে এমনি ভুলে যায় সবাই।

এমনি সময় আমার পেছন থেকে এসে কাঁধে হাত রাখলো উইলিয়াম। চোখ ইসারায় বললো : "চল···বসি।"

আমি এতোক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিলাম আপার ডেকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সব···ভাবছিলাম এই নতুন দেশের কথা···এই সব নতুন মানুষের কথা···যাদের আমি জানতাম না···যাদের আমি চিনতাম না। উইলিয়ামের কথায় আমার ভাবনায় বাধা পড়লো। তার দিকে চেয়ে নীরবে ক্যাপস্টানটার ওপরে বসলাম ··· উইলিয়ামও বসলো আমার পাশের ক্যাপস্টানে। এই জাহাজে আসার পর বিগত ক'মাস থেকে এই ক্যাপস্টান দু'টির ওপরে আমরা বসি···গল্প করি। আজো

বসলাম আবার। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি জেটির ওপর…এই সব আগন্তুক দর্শনার্থীদের ভীড়ে।

"আমাদের স্বপ্ন বুঝি চলে গেলো…না?" উইলিয়াম বললো।

"হ্যাঁ, তোমার স্বপ্নের নায়িকা চলে গেলো, উইলি।" আমি বললাম।

"চলে গেলো…যাবে কোথায়…ঘানির জোয়াল ছেড়ে যাবে কোথায়!" হেসে উঠলো উইলিয়াম। বললো: "চল স্যানি… বেরিয়ে পড়বো তাড়াতাড়ি…কতোক্ষণ জাহাজে ইঁদুর মারতে বসে থাকবো…বুঝলে। স্যানি …তোমাকে নিয়ে যাবো…দি হেভেন ডার্বান…আহাঃ…কিন্তু খাঁটি জ্যুলু মাল একটা দেখতে পাবে না…শহরে থেকে ওরাও আমাদের মতো সাহেব হয়ে গেছে…তবে রঙটা আর বদলাতে পারেনি…এই যা। যদি দূর জঙ্গলে যেতে তাহলে হয়তো…কিন্তু স্যানি, তোমাকে নিয়ে ভয়। তুমি তো রাজনীতির গন্ধ পেলে পাগল হয়ে উঠবে…সে চেষ্টা এখানে তুমি করো না, স্যানি। এখানকার আইন-কানুন বড় কড়া…বিশেষ করে তোমাদের জন্যে…আর নিগ্রোদের জন্যে…তবে হ্যাঁ… ।"

বলেই হঠাৎ থেমে গেলো উইলিয়াম। ডুবে গেলো গভীর ভাবনায়। অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না সে। একটা সিগারেট ওকে এগিয়ে দিলাম…নিজেও ধরালাম একটা। নিরাসক্তের মতো সিগারেটটা হাতে নিলো সে। লাইটার

জ্বালাতেই সমাধিগ্রস্ত উইলিয়াম যেন ফিরে এলো। সিগারেটটা জ্বালিয়ে মুখ-ভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে তাকালো আমার চোখে চোখে।

"বেশ আছো, স্যানি।" উইলিয়াম বললো: "আমাকে কি সেণ্ট পিটার বানাতে চাও···সে চলবে না দোস্ত···চুপটি করে বসে আমার বারোটা বাজানো চলবে না···মনে রেখো দোস্ত···এটা জাহাজ···জাহাজী জীবন···মদ আর মাল ব্যস—তাছাড়া আর কিছু নেই···নেই···বুঝলে স্যানি। আরে···আরে স্যানি···ওই যে···ওই দেখো···নিগ্রো মাল···ওই যে···খাসা মাল! বড় জোর আঠারো। আহা···বুকটা···চেয়ে দেখো স্যানি ···কেমন জমাট বেঁধে উঁচিয়ে আছে! আহাঃ, খাসা হবে স্যানি ···ডাকবো নাকি···"

"কি যে করছো উইলি, চুপ করে বসো।" বাধা দিতেই বসে পড়লো সে।

"চেয়ে দেখো তো···খারাপ হলো কি! ···খাঁটি নিগ্রো মাল পাওয়া যায় না স্যানি ··· দেখো না ··· দেখো ··· কেমন তাকাচ্ছে আমাদের দিকে···ডাকবো নাকি স্যানি···"

"চুপ করো উইলি।"

"না দোস্ত, চুপ করার কথা নয়···চেয়ে দেখো।"

সে ভীড়ের মাঝে একটি মাত্র নিগ্রো···তাও আবার মেয়ে ···সেই দুরন্ত ভীড়ের মাঝে মেয়েটি হারিয়ে ছিলো এতোক্ষণ। এবার সে ভীড় অনেকটা হালকা হয়ে গেছে···এবং মেয়েটিও

নিজের। স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ওই বড় গুদামের বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। নিগ্রো···হয়তো জ্যুলু। বয়স ষোল থেকে কুড়ির মধ্যেই হবে···এর বেশী নয়। যৌবনে ভরা তার দেহ। সাদা গাউনটা বেশ মানিয়েছে এই কালো দেহের সঙ্গে। খুব মিশমিশে কালো নয় মেয়েটি। এই রঙ আমাদের দেশেও দেখা যায় অনেক। মাথার চুলগুলো কিছুটা কোঁকড়ানো হলেও চুলগুলো কাঁধ অবধি টেনে এনে লম্বা করে রেখেছে···খোঁপার বদলে লাল ফিতে দিয়ে বেঁধে চুলগুলোকে ঝুলিয়েছে কাঁধের ওপর। সুঠাম সমর্থ দেহ। বাঙলার মেয়েদের মতোই লম্বা। সুগোল পুষ্ট স্তনযুগল। চোখ উজ্জ্বল···চঞ্চল নয়···ধীর স্থির। গাউনের হাতা কুনুই অবধি ঢাকা। পায়ে কালো মোজা··· কালো জুতো। মেয়েটির সঙ্গে আট-দশ বছরের একটি ছোট্ট নিগ্রো ছেলে। সেও ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখছে। মেয়েটি নীরবে তখনো লক্ষ্য করছে আমাদের।

"খাসা মাল···বলে দিলাম স্যানি। এতো খাসা নিগ্রো মাল খোলাখুলি পাওয়া যায় না···কালার্ড···ধ্যত···পাঁচ-মেশালী মাল আর ভালো লাগে না···খাসা জ্যুলু···স্যানি··· তুমি যদি না চাও···আমি দেখছি।" বলতে বলতে উইলিয়াম উঠে দাঁড়ালো। তাকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে বসালাম। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে ওঠলো সে।

"কিন্তু উইলি···এখন যাবে কোথায়?" আমি বললাম: ওকে তো আর এখন পাচ্ছো না··· ।"

"বলো কী স্যানি···কেবিনে এনে রেখে দেবো···বুঝলে দোস্ত ···তা হলে আর বাইরেই যাবো না···শুয়ে-শুয়ে কাটিয়ে দেবো··· দিন আর রাত···বাইরে গিয়ে কি হবে···এই স্যানি···দেখো···দেখো কেমন তাকাচ্ছে আমাদের দিকে···আহাঃ ···খাসা হবে স্যানি।"

বলতে বলতে ডান হাত তুলে ঠোঁট ছুঁয়ে চুমু ছুড়লো মেয়েটির দিকে। বলে উঠলো : "অ-মাই-ডার্লিং ফর ইউ।···"

কিন্তু গম্ভীর মেয়েটি নীরবে চোখ ফিরিয়ে নিলো। তারপর ধীরে ছেলেটির হাত ধরে গুদামের বারান্দা থেকে নেমে পথ চলতে শুরু করলো। চলতে চলতে আর একবারও ফিরে তাকালো না আমাদের দিকে।

"অ-ডার্লিং···আরে···আরে স্যানি···ও চলে যাচ্ছে যে!" ব্যথিত কণ্ঠে উইলিয়াম বললো। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটি পথের বাঁক ঘুরে পাথরের বড় পুলটার আড়ালে হারিয়ে গেলো।

"হায়রে স্যানি···চলে গেলো।"

"যাবে না তো তোমার জন্যে বসে থাকবে নাকি!"

"সব তুমি:মাটি করলে স্যানি···সব মাটি করলে।"

উইলিয়ামের কথার মাঝেই স্টুয়ার্ড এসে জানালো যে বরফ আর হুইস্কির বোতল কেবিনে রেখে এসেছে সে।

"অঃ···ভেরী গুড।" চেঁচিয়ে উঠলো উইলিয়াম: "চলো স্যানি···এবার হুইস্কি দিয়ে মনের দুঃখটা শেষ করে চাঙ্গা হয়ে বেরিয়ে যাবো।"

"তাই চলো উইলিয়াম।" আমি বললাম

॥ দুই ॥

আমরা দু'জন বেরিয়ে এলাম জাহাজ ছেড়ে। রাত্রির অন্ধকার ততোক্ষণে ঢেকে ফেলেছে চারপাশ। নিয়ন লাইটের কৃত্রিম আলোয় রাত্রির অন্ধকার যেন চমকে উঠছে। আমাদের নেশা চাপা পড়ে গেছে উৎফুল্লতার আড়ালে। একটা বড় গুদামের পাশ কাটিয়ে আমরা পথে এলাম। এই সব পথ-ঘাট উইলিয়ামের চেনা। চলতে চলতে সে বললো: "ওই যে টেলিফোন বুথ্...একটা ট্যাকসি ডেকে নি...দেরী হয়ে গেলো স্যানি।"

আমি নীরব রইলাম। আমাদের সামনেই টেলিফোন বুথ। উইলিয়াম এগিয়ে গেলো। আমি বারান্দার সিঁড়িতে উঠে এসে দাঁড়ালাম। আমার দেহে কেমন এক রোমাঞ্চ জাগানো শিহরণ। কেমন এক দুর্দমনীয় শক্তি আমার দেহ জুড়ে। মনে হয় ছুটে যাই। এমনি সময় ফোন সেরে বেরিয়ে এলো উইলিয়াম। নিজের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো সে। দু'জনেই অপেক্ষা করতে লাগলাম...ট্যাকসি এখুনি আসবে। কিন্তু উইলিয়ামের যেন তর সইছে না। ক্রমেই সে বিরক্ত হয়ে উঠছে...ব্যস্ত হয়ে উঠছে। হঠাৎ জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুড়ে ফেললো সে। আরেকটা সিগারেট

বের করে ধরালো তখুনি। যেন পেছনে তার তাড়া। চঞ্চল হয়ে দেখছে চারদিকে।

ডক অঞ্চল প্রায় নিশ্চুপ। ছু'একজন নাবিককে দেখা যায়…কেউ গুনগুনিয়ে গাইতে গাইতে চলেছে…একা। গুদামের ওপাশে দেখা যায় কোনো জাহাজের চিমনি…অথবা মাস্তুল। প্রশস্ত পথ ধরে একখানা মোটরগাড়ী ছুটে আসছে আলো জ্বালিয়ে। আমরা সিঁড়ি থেকে নেমে এসে পথে দাঁড়ালাম। গাড়ীখানা আমাদের কাছ দিয়ে চলে গেলো। আরোহী। রয়েছে তাতে। কিন্তু ক্ষেপে উঠলো উইলিয়াম। আপন মনে বলে উঠলো: "বাস্টারড…এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।"

আমি কোনো সাড়া দিলাম না। আবার দেখা গেলো ছু'টো আলো ছুটে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সামনে এসে থেমে গেলো ট্যাকসিখানা। জ্বলে উঠলো ভেতরের আলো।

"কেন…কেন…এতো দেরী কেন?" ধমকে উঠলো উইলিয়াম।

"স্যরি … স্যরি স্যার।" বলে ক্ষমা চাইলো শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভারটি।

নীরবে আমরা উঠে বসলাম। কোথায় যেতে হবে সেকথা ড্রাইভারকে জানিয়ে দিলো উইলিয়াম। ট্যাকসিখানা

ঘুরিয়ে নিয়ে আবার প্রশস্ত পথ ধরে ছুটে চললো। খানকয়েক পাথরের সেতু পেরিয়ে মোড় ঘুরে ট্যাকসিখানা চলে এলো বন্দর-শহরের রাজপথে। এখান থেকে বন্দর-বেসিনের ওপারে আমাদের জাহাজ স্পষ্ট দেখা যায়। দেখা যায় জাহাজের রূপালী চিমনি। আমি চেয়ে চেয়ে বন্দর দেখতে লাগলাম।

"খবরদার স্যানি।" হঠাৎ বলে উঠলো উইলিয়াম: "মোম্বাসার মতো কেলেঙ্কারী করে বসো না যেন ··· তাহলে সোজা বেঁধে নিয়ে যাবে পুলিশ···স্যানি···মনে থাকে যেন··· এটা দক্ষিণ-আফ্রিকা। এখানে ব্যাপার সবই আলাদা।"

"ভয় পেয়ো না উইলি···আমি সাবধান থাকবো।" আমি বললাম।

"হাঁ···সাবধান স্যানি···ভুলে যেও না এটা দক্ষিণ-আফ্রিকা ···যার তার সঙ্গে কথা বলো না···রাজনীতির কথা তো একটিও নয়।"

"আচ্ছা···আচ্ছা উইলি।" আমি তাকে অভয় দিয়ে বলি যে ভয় নেই···আমি সাবধান থাকবো। কথা বলতে বলতে উইলিয়াম আরো উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

"শোনো স্যানি।" উইলিয়াম বলতে লাগলো: "আমরা যাচ্ছি হিমালয়ে···এভারেস্ট বিজয়ই বলতে পারো···তবে তোমার ঐ পর্বত হিমালয় নয়···ওটা বিরাট হোটেল···কালো আদমীদের জন্যে···কালো আদমীর এতো বড় হোটেল দক্ষিণ-আফ্রিকার আর কোথাও নেই। তবে মজা কি জানো···

হোটেলটির মালিক একজন খাস সাদা আদমী···ইউরোপীয়ান··· পয়সার মাঝে কিন্তু কলার-বার নেই। কিন্তু স্যানি···আইনত আমি ওখানে যেতে পারি না···তবুও আমি যাই···ওরা হয়তো ভাবে আমি কালার্ড···আরে···কালার্ড-ফালার্ড কি··· মাল পেলে যেখানে খুসি যাওয়া যায়। এই ড্রাইভার··· ডান দিকে···ওই যে স্যানি···ওই হলো স্মীৎ স্ট্রীট···আমাদের এজেন্টের অফিস ওখানে···রাতে আর কি দেখবে স্যানি··· কি-ই বা দেখার আছে। এই সব দালান-দোমালা তোমার ক্যালকাটাতেও আছে। তবে···হাঁ স্যানি···এমন খাসা মাল তোমার ক্যালকাটায় নেই···এই ড্রাইভার···আরো জোরে··· সোজা হিমালয়···"

"ইয়েস স্যার।" সাড়া দিলো ড্রাইভার।

"স্যানি···ওই হলো ফিল্ড স্ট্রীট···ওই যে ডার্বানের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। বাঁ-দিকে ড্রাইভার ··· আরো জোরে চালাও ম্যান···শেষে যে সব পাখী উড়ে যাবে!"

"ইয়েস স্যার।" আবার সাড়া দিলো ড্রাইভার।

"আরে স্যানি···তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে।"

"না উইলি···ডার্বানকে দেখছি···উইলি।"

"ইয়েস স্যানি।" বলে সে ফিরে চাইলো আমার দিকে।

"ভারত রাষ্ট্রের ফাদার করমচাঁদ গাঁধীর রাজনৈতিক শিক্ষা এই ডার্বান থেকেই···গাঁধী-দর্শন এই ডার্বান থেকেই পেয়েছিল দার্শনিক ভিত।" হঠাৎ আমি বলে উঠলাম। আমার মনে

হল···কতো না ইতিহাস···কতো না স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়াম ধমকে উঠলো।

"স্যাট আপ স্যানি···আমরা দার্শনিক হতে আসিনি··· এসেছি মেয়ে আর মদ নিয়ে ফূর্তি লুটতে···কিন্তু···খবরদার স্যানি···আবার বলছি···রাজনীতির ধারে কাছেও যেও না··· তাহলে মরবে। ড্রাইভার ···এবার সোজা···স্যানি···ওই যে··· ওই হলো ইণ্ডিয়ান মার্কেট···বলতে পারো সমস্ত অঞ্চলটাই ইণ্ডিয়ান রিজার্ভ। এখানে সব ইণ্ডিয়ান বিজনেসম্যান··· বাণিয়ারাই থাকে এখানে। স্যানি ··· এই সব ইণ্ডিয়ান্সদের সঙ্গে মিশতে যেও না ··· একবার ওদের পাল্লায় পড়লে তোমাকেও বাণিয়া তৈরী করে ছাড়বে···হ্যাঁ···পয়সা আছে ওতে···সোনা-রূপা-ডায়মণ্ড···সব তোমাকে দিয়ে পাচার করতে চাইবে···তোমাকে নিয়ে আমার ভয় স্যানি···ওই···ওই যে··· দি হেভেন···গ্র্যাণ্ড হিমালয়।"

আকাশচুম্বী চারতলা দালান···আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। ট্যাকসিখানা থামলো তারই সামনে এসে। ট্যাকসি থামলেই আমরা নেমে পড়লাম দু'জনে। ট্যাকসির পয়সা উইলিয়ামই মিটিয়ে দিলো। আমি ততোক্ষণ চারপাশে দেখতে লাগলাম।

"আরে···চলো স্যানি···দেখার সময় পাবে আরো···ওদিকে যে পাখীরা উড়ে যাবে।" বলতে বলতে আমাকে প্রায় টানতে টানতে এগিয়ে চললো উইলিয়াম।

ওপর থেকে ভেসে আসছে মধুর বাজনার শব্দ···উচ্ছ্বাস-জাগানো ছন্দ। ওপরে বিরাট লাউঞ্জ। আনন্দ আর উচ্ছলতায় ভরে উঠেছে সব। গেটে দাঁড়িয়ে আছে তু'জন নিগ্রো দারোয়ান। বাঁপাশে কাউণ্টার। সামনে সিঁড়ির পাশে লিফট। সিঁড়ির পাশে দেয়াল-ঘেঁষে মস্ত বড় আয়না। সে আয়নায় আমাদের তু'জনের চেহারা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। লিফটের সামনে এসে উইলিয়াম ফিরে দাঁড়ালো···লিফট নেমে আসতে যেটুকুই সময়ের প্রয়োজন···সেটুকুও অপেক্ষা করার সময় নেই উইলিয়ামের। সে আমাকে হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো। অনেকেই আমাদের চেয়ে চেয়ে দেখলো। আসলে উইলিয়ামের ব্যস্ততার হেতু···নিজেকে কালার্ড বলে পরিচিত করা। এখানে কালো আর কালার্ড ছাড়া শ্বেতাঙ্গের প্রবেশ নিষেধ।

দোতলায় প্রশস্ত হলঘর। হলঘরের সামনেই উন্মুক্ত আকাশের নিচে সেই বিরাট লাউঞ্জ। হলঘরের প্রবেশদ্বারে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ালাম আমরা। যেন এই পরিবেশকে উপলব্ধি করে নিতে চাই। হলঘরের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়মও তার দেহ দোলাতে লাগলো। গুনগুনিয়ে গাইতে লাগলো গান।

তুরন্ত ভীড় এখানে। ভারতীয়···তু'একজন নিগ্রো···আর কালার্ড পুরুষ-মেয়ের সমাবেশ। এই সমাবেশ স্বচ্ছন্দ বাজনার মত্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। চলছে টুইস্ট···আমেরিকান

নৃত্য। সে ছন্দ আর বাজনায় এক উন্মত্ততা। সে উন্মত্ততা ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি মানুষের দেহে…হয়তো হৃদয়েও। যারা বসে আছে…পা…হাত…অথবা মাথা নেড়ে তালের সঙ্গে সমতাল রাখছে। শাড়ী পরে একজন ভারতীয় নারীকে দেখা গেলো…বয়স ত্রিশও হতে পারে…পঞ্চাশও হতে পারে…রঙ ঢেলে তার যৌবনকে জাগিয়ে রেখেছে। মেদ-ভরা ওই দেহ অসম্ভব স্থূল। নাচের তালে তালে সমস্ত দেহও নেচে নেচে উঠছে। নাচের সঙ্গে সমতাল রাখতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে। আর অন্য সবাই ইউরোপীয় পোষাকে আচ্ছাদিত। শুধু বর্ণ থেকেই চেনা যায় এদের … কালার্ডদের দেখে অনেক সময় ভ্রম জাগে…কাউকে দেখে মনে হয় ভায়তীয়…কাউকে নিগ্রো… কারো দেহ-গঠন আর বর্ণ একেবারে ইউরোপীয়। উইলিয়ামকে তাই এই ভীড়ে কালার্ড বলেই মনে হবে।

“চলো স্যানি … দু’রাউণ্ড ক্যাইন মারা যাক আগে… তারপর অন্য কথা।” উইলিয়াম বললো চাপাস্বরে।

এখন আর তার ব্যস্ততা নেই। নীরবে আমরা ভেতরে লাউঞ্জে এসে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম দু’জনে। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় চারদিক। লাউঞ্জে বসে আছে অনেকে…কেউ সহযোগিনী নিয়ে…কেউ একা…বসে বসে মদ খাচ্ছে…অথবা কথা বলছে…কথা বলছে আপন মনে…একা! বেয়ারা এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে।

“টু ডবল ক্যাইন…এণ্ড আইস।” হলঘরের দিকে তাকিয়ে

থেকে উইলিয়াম বললো : "স্যানি···কোনটা চাই তোমার··· ওই শাড়ীপরা ইণ্ডিয়ান মুটকী···পছন্দ করে বলো স্যানি··· তোমার হাওলা করে দিচ্ছি···এক পাউণ্ড থেকে পঁচিশ পাউণ্ড ···বয়স যাতো কম হবে ···টাকাটা ততো বাড়বে···ওই যে বুড়ী মাগী···দশ শিলিং-এ কাজ সারা যাবে···দেখিয়ে দাও স্যানি ···কোনটা চাই তোমার।"

"আচ্ছা···বলবো পরে।" আমি বললাম।

"বুঝেছি···তুমি এড়িয়ে যেতে চাইছ ···"

উইলিয়ামের কথার মাঝেই বেয়ারা এলো। ট্রে থেকে ক্যাইন-ভরা তু'টো গ্লাস নামিয়ে রাখলো টেবিলের ওপরে··· আর বরফ-ভরা একটি পাত্র। বিলটাও সেই সঙ্গে চাপা দিয়ে চলে গেলো। গ্লাস তু'টোতে কয়েক টুকরো বরফ ঢাললো উইলিয়াম। তারপর গ্লাস ছোঁয়াছুয়ি করে চুমুক দিলাম তু'জনে।

"ইট ইজ এ ফার্স্ট ক্লাস স্টাফ্ স্যানি ··· দক্ষিণ আফ্রিকার একেবারে নিজস্ব জিনিস। আখ থেকে তৈরী ··· এতো কড়া মাল যে তু' ডবলেই নেশায় বুঁদ হয়ে যাবে। কিন্তু মজাটা হলো···সে নেশা বেশীক্ষণ থাকে না স্যানি ··· ব্যস ··· তারপর মনেই হবে না যে তুমি মদ খেয়েছিলে।"

কথা বলতে বলতে পরপর আরো তু'টো ডবল ক্যাইন খেলাম আমরা···তারপরই উঠে দাঁড়ালো উইলিয়াম।

বললো : "স্যানি ··· তুমি তো আর নাচতে যাবে না··· বসে বসে ক্যাইন খাও ··· দেখে দেখে নাচটাও শেখার চেষ্টা

করো…যেও না কোথাও…পছন্দ করে আঙ্গুল ইসারায় শুধু দেখিয়ে দিও।” বলতে বলতে আমার কানের কাছে ঝুঁকে পড়লো উইলিয়াম। বললো: “খবরদার স্যানি…কারো সঙ্গে রাজনীতির কথা বলো না…বেফাঁস কথা বলে ফেলো না… পুলিশের ফেউ আছে এখানে…হুঁসিয়ার স্যানি…আমি নাচতে চললাম।”

“আচ্ছা উইলি…তুমি যাও।” আমি বললাম।

আমার কথার অপেক্ষা না করেই উইলিয়াম ছুটে গেলো আসরের কাছে। গিয়েই সে কোমর ঝুঁকিয়ে দাঁড়ালো…হাত দু'টো দিয়ে উরুতে তাল রেখে নাচের মাঝে মিশে গেলো সে। সে একক…একা। কয়েক মুহূর্তেই সে সঙ্গিনী পেয়ে গেলো। নাচের ছন্দে উদ্দাম হয়ে উঠলো উইলিয়াম।

আমার রক্তও নেচে নেচে উঠতে লাগলো। মনে হলো আমিও মিশে যাই নাচের ভীড়ে। তালে তালে…ছন্দে ছন্দে…। এক রোমাঞ্চকর শিহরণ জাগে আমার রক্তে। উইলিয়াম আর এ দুনিয়ায় নেই যেন। কখনো একে…কখনো ওকে কাছে টেনে নিয়ে নেচে যাচ্ছে সে। সেই শাড়ী-পরা মোটা মেয়েটিকেও কাছে নিয়ে নাচতে লাগলো। নাচতে নাচতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে মুচকি হেসে চোখ টিপলো। আমি নীরবে হাসলাম শুধু।

ক্যাইনের গ্লাস শেষ করে এবার ভরা-গ্লাস সাম্পেন আনালাম। সে সচ্ছন্দ বাজনা হঠাৎ উত্তুঙ্গে উঠে থেমে

গেলো···। এক লহমার জন্যে নেমে এলো এক নিথর স্তব্ধতা। তারপর এক উচ্ছল হাসির হুল্লোড়ে ভরে উঠলো হলঘর। ভরে উঠলো হাততালির সঙ্গতে।

একটি কালার্ড মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাজনদারদের মঞ্চের কাছে গিয়ে বসলো উইলিয়াম। গল্পে গল্পে মসগুল হলো তারা দু'জনে। কথার মাঝে মেয়েটির হাত তুলে চুমু খেতে লাগলো সে। আমি বসে আছি একা। লাউঞ্জে ভীড় জমেছে। আমার টেবিল ঘিরে চেয়ারগুলো এখনো খালি। এমনি একা আর কতোক্ষণ বসে থাকা যায়।

আবার বেজে উঠলো বাজনা। আবার এক···দুই করে আসরের মাঝে জমে উঠতে লাগলো ভীড়। আবার শুরু হলো বাজনা···নাচ। সে ছন্দোবদ্ধ তালে আবার জেগে উঠলো গ্র্যাণ্ড হিমালয়। আবার সেই রোমাঞ্চ···আবার সেই শিহরণ।

আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। স্যাম্পেনের গ্লাসটা তুলে চুমুক দিলাম। কেমন এক অনুভূতি জাগলো আমার মনে। নেশার আচ্ছন্নতা যেন ক্রমেই আমাকে অবশ করে ফেলতে লাগলো।

হলঘরে যে বিচ্ছিন্নতা ভরে উঠেছিলো···মিলিয়ে গেলো মুহূর্তে···নাচ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। সে নাচের ভীড়ে উইলিয়াম হারিয়ে গেছে। আমার দিকে চেয়েও দেখছে না সে। হঠাৎ তার সঙ্গিনীকে ছেড়ে ছুটে এলো উইলিয়াম। সেই চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়লো আমার মুখোমুখি। আমার হাত থেকে স্যাম্পেনের গ্লাসটা টেনে নিলো।

তিন

এক চুমুকে সাম্পেনটুকু নিঃশেষ করে গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। তারপর হলঘরের দিকে চেয়ে আমাকে খুঁচিয়ে উঠলো সে। আমি চোখ ফিরিয়ে চাইলাম।

"ওই দেখো স্যানি।" উৎফুল্ল হয়ে উইলিয়াম বললো : "ঘানির জোয়াল ছেড়ে যাবে কোথায়···ওই দেখ···ওই যে···"

"কি···কি দেখব!" হলঘরের দিকে চেয়ে বললাম।

"ওই যে বাঁ-পাশে···মঞ্চের কোণায়···বলছিলাম না···যাবে কোথায়···আসতেই হবে···ওই যে স্যানি···দেখতে পেলে না এখনো ···ওই যে।···"

"হ্যাঁ, এবার দেখেছি।" আমি বললাম।

দেখেই চিনতে পারলাম···সেই নিগ্রো মেয়েটি···আমরা পৌঁছনোর পরই যাকে দেখেছিলাম গুদামের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে। সেই মেয়েটি···এক কোণায় একটি চেয়ারে চুপ করে বসে আছে। নিরাসক্ত চোখে চেয়ে আছে নৃত্যরত মানুষগুলোর দিকে। যেন কোন এক গভীর ভাবনায় ডুবে আছে মেয়েটি। এই প্রখর আলোকে তার চোখ হু'টো স্পষ্ট দেখা যায়। স্তব্ধ দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে যেন ধরা পড়ছে না কিছুই। কেমন নির্লিপ্ত সেই চাহনি। সেই সাদা গাউন এখনো তার পরনে। রঙ

মেখে তার মুখাবয়বে কোনো কৃত্রিম সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেনি। এই পরিবেশে মেয়েটিকে যেন কেমন বেমানান মনে হলো। এই পরিবেশে যেন নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে পারেনি সে।

"দেখতে পেলে স্যানি।" উইলিয়াম বললো আবার।

"হ্যাঁ···ওই তো।" আমি বললাম।

"এবার টস করছি···কার·বরাতে জোটে ও দেখি।"

উইলিয়াম বললো: "রাজার মাথা আমার।" বলেই একটি সেণ্ট বের করে টস করলো। কিন্তু তার নিজের বাজীতে নিজেই হেরে গেলো সে। হেসে উঠলো উইলিয়াম। বললো: "যাও স্যানি···বাজী জিতলে···মাল নিয়ে এসো···আমার আপত্তি নেই।"

"আমি যাচ্ছি না।" আমি বললাম।

"আচ্ছা দোস্ত···তোমার জন্যে না হয় একবার দালালই হলাম।"

"যেও না উইলিয়াম···ছেড়ে দাও ওসব।"

"আরে দোস্ত···মালের ব্যাপারে আমার লজ্জা নেই।"

ততোক্ষণে উইলিয়াম চলে গেলো। কোনো দিকে না তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। হয়তো বললোও কিছু। উইলিয়ামের হাত ধরে মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। তারপর দু'জনেই মিশে গেলো নাচের ভীড়ে। মেয়েটির চেহারায় কোনো আনন্দ···কোনো ফূর্তি দেখা গেলো না। নাচতে হবে বলেই যেন সে নেচে চলেছে। উইলিয়াম কখনো চেয়ে দেখছে

আমার দিকে। কখনো চোখ টিপছে···কখনো মুচকি হাসছে কখনো কথা বলছে মেয়েটির সঙ্গে। নাচতে নাচতে মেয়েটিও আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। তার চোখে জেগে ওঠে উৎসুক··· জিজ্ঞাসা। নাচ থেকে হঠাৎ সন্তর্পণে মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে এলো উইলিয়াম। এসে বসলো আমার মুখোমুখি চেয়ারে। মেয়েটি পলকহীন চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

"হেই বেয়ারা।" হেঁকে উঠলো উইলিয়াম। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা এলো। উইলিয়াম উৎফুল্ল হয়ে বললো : "থ্রি ডবল ক্যাইন।"

"অঃ···ইয়েস স্যার।" বেয়ারা চলে গেলো।

উইলিয়াম ফিরে চাইলো আমার দিকে। তারপরেই চোখ ফিরিয়ে নিলো মেয়েটির দিকে। বললো : "হ্যাঁ···আপনার নামটা আগেই জেনে নিই।"···

"ডিঠিবি ক্যুমালো।" ধীর কণ্ঠে মেয়েটি বললো।

'আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।" বলে উইলিয়াম বানিয়ে বানিয়ে আমাকে চিত্রিত করতে লাগলো এক মহাগুণী ব্যক্তি বলে। উইলিয়াম বললো : "হয়তো দেখবেন···যার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিলাম···হয়তো আপনাদের জ্যুলু জীবন নিয়ে কোনো উপন্যাসই লিখে ফেলবে একদিন···হয়তো দেখা যাবে যে সে উপন্যাসের নায়িকা আপনিই···হ্যাঁ তখন বলবেন আমাকে···।" বলে ঠোঁট চেপে উইলিয়াম হাসতে লাগল।

উইলিয়ামের কথা শুনতে শুনতে মেয়েটির চোখে জাগলো প্রখর জিজ্ঞাসা···এক বিস্মিত উৎসুক নয়নে সে চেয়ে থাকলো, আমার দিকে।

"হ্যাঁ···তখন বলবেন···এ চান্স ছাড়বেন না···সাগর পাড়ি দিয়ে দশ সহস্র মাইল দূরে···সেই সুদূর বাঙলা দেশে··· আপনি হবেন তার উপন্যাসের নায়িকা। বাঙলার ঘরে ঘরে এই জ্যুলু যুবতীকে জানবে সবাই···কম কথা নয়···কি বলো স্যানি···তুমি লিখবে না!"

"কে জানে!" আমি বললাম।

"কে জানে মানে কি···তোমাকে লিখতেই হবে দোস্ত··· হ্যাঁ···বলে দিলাম।" উইলিয়ামের কথার মাঝেই বেয়ারা ক্যাইন নিয়ে এলো। গ্লাসগুলো তুলে নিয়ে উইলিয়াম বললো: "এই যে ··· আসুন ··· ক্যাইন ··· না সাম্পেন চলবে।"

"না···ধন্যবাদ···আমি ওসব খাই না।" বিনীত হয়ে মেয়েটি বললো: "কিছু মনে করবেন না।"

"এঁ্যা···সে কী কথা···কি ধরনের জ্যুলু আপনি···এই ক্যাইন যে আপনাদের জিনিস।"

"আমি অভ্যাস করিনি···তাই।" আবার মেয়েটি বললো। তারপরই আমার মুখোমুখি হয়ে শুধালো: "আপনি বুঝি বাঙালী-ইণ্ডিয়ান?"

"হ্যাঁ ··· বাঙলা আমার দেশ।" আমি বলি।

"আপনি কতোদিন দেশ ছেড়ে এসেছেন?" মেয়েটি শুধালো।

"খুব বেশী দিন নয় ··· এই কয়েক মাস।" আমি বলি।

"আবার কবে দেশে ফিরবেন?"

"আমাদের ফিরে যাওয়া মানে ফিরে গেলেই ফেরা হল।"

"ওঃ।" বলে মেয়েটি চুপ করলো। কি যেন ভাবতে লাগলো। এক গভীর চিন্তার ছায়া ফুটে উঠলো তার চোখে ··· তার মুখে।

উইলিয়াম উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ। ক্যাইনটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো।

বললো: "স্যানি তোমরা কথা বলো, আমি নাচতে চললাম।"

হেসে হেসে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে উইলিয়াম চলে গেলো হলঘরের দিকে। আমাদের একা থাকার সুযোগ-টুকু দিয়ে গেলো সে। কিন্তু অনেকক্ষণ আমরা কোনো কথা বললাম না। মেয়েটিও যেন কোন গভীর এক ভাবনায় ডুবে থাকলো। কি বলে যে আবার কথা শুরু করি ··· ভেবে পেলাম না। উইলিয়াম হলে এতোক্ষণে জমিয়ে তুলতো। আমার ইচ্ছে হলো যে নতুন করে আবার কথা বলি।

"আপনার নামটা যেন কি বললেন!" হঠাৎ বলে ফেললাম আমি।

"ডিঠিবি ক্যামালো।" ধীরে স্পষ্ট করে নামটা উচ্চারণ করলো মেয়েটি। যাতে বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়, তাই এক একটা অক্ষর আলাদা করে বললো: "ডি-ঠি-বি ...ক্যা-মা-লো।"

"কি কাজ করেন আপনি?" আবার আমি বললাম। কি যে আর বলবো ... ভেবে পেলাম না। কথাটা বলে নিজেই লজ্জিত বোধ করলাম।

"কাজ!" যেন বিব্রত বোধ করলো সে। আবার খানিক ভাবলো। ভেবে ভেবে বললো: "আপনি কি কখনো এখানে আসেন নি!"

"না ... এই প্রথম এলাম।" বললাম আমি।

"ওঃ!" মেয়েটি আবার গম্ভীর হলো। তার চোখে জিজ্ঞাসা আরো প্রখর হয়ে উঠলো। চোখের গভীর দৃষ্টি আমার চোখে চোখে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

সে বললো: "সহরে থাকতে হয় বলে আমাকে একটা কাজ করতে হয় ... কিন্তু ... আপনি একথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?"

"না ... এমনি।" আমি সাড়া দিলাম।

"হ্যাঁ ... আমি কাজ করি ... বিজনেস গার্ল ... তাই লেখা আছে গভর্নমেণ্টের খাতায়...কিন্তু।" থেমে গেল মেয়েটি।

"ওঃ!" কথা শুনে আমি চুপ করে গেলাম। বিজনেস গার্ল কি ... আমি জানি ... দেহ আর দৈহিক সৌন্দর্যই যার

একমাত্র মূলধন ··· জীবনের সম্বল। কেন জানি না আমার মন এক সহানুভূতিতে ভরে উঠলো। আমি ভাবলাম, মেয়েটি কেন সত্য গোপন করতে চাইলো না।

"আপনি আমাকে খুব খারাপ ভাবছেন, না?" আমাকে নিশ্চুপ দেখে মেয়েটি বললো: "এই না হলে যে আমি শহরে থাকতে পারি না।"

"না···না আপনি কিছু মনে করবেন না।" আমি বললাম।

"কেন, খারাপ ভাবলেন না ··· আপনি তো একজন সাহিত্যিক।"

"আপনি ভুল ভাবলেন।" আমি বললাম: "আমি মানুষকে এমন করে বিচার করি না ··· আমি আপনাদের দেশের কথা অনেক শুনেছি।"

"কি ··· কি শুনছেন।" উৎসুকভরা কণ্ঠে মেয়েটি বললো।

"হাঁ ··· সে অনেক কথা ··· আপনাদের কথা। কিন্তু দেখার সুযোগ কখনো হয়নি ··· সে সুযোগ হয়তো হবেও না।"

আমার কথার মাঝেই ফিরে এলো উইলিয়াম। সঙ্গে দু'জন পুরুষ সঙ্গী। দু'জনেই বেজায় উৎফুল্ল ··· বেজায় রসিক। একজন ভারতীয় ··· অন্যজন কালার্ড। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে নিজেরাই হেসে উঠলো ··· মেতে উঠেছে আনন্দে। ওদের সঙ্গে নিয়ে উইলিয়াম বসলো আমাদের পাশে। বসেই উইলিয়াম পরিচয় করিয়ে দিলো। সত্য মিথ্যা

মসলা চড়িয়ে আমার পরিচয় দিলো সে। কালার্ড ভদ্রলোকটি একটি ট্রেড ইউনিয়নের সম্পাদক ··· মিঃ লেসলী। আর ভারতীয় যিনি মিঃ নাইডু···একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক। ওরা দু'জনেই নেশাগ্রস্ত। উইলিয়ামের সঙ্গে ওদের পরিচয় অনেক দিনের। উইলিয়াম এই দক্ষিণ-আফ্রিকায় এসেছে বহু-বার! তাই আন্তরিকতা গড়ে উঠতে দেরী হয়নি। উইলিয়ামের কথা শেষ হতেই শুরু হলো আমাদের কথা। দুই দেশের জৈবিক প্রশ্ন নিয়েই শুরু হলো আমাদের আলাপ।

"আপনারা ধন্য ······ আপনারা ধন্য।" লেসলী বলতে লাগলো: "আমাদের হিংসে হয় ··· মিঃ গাঁধীকে যদি আপনারা কেড়ে না নিতেন দক্ষিণ···আফ্রিকায় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতো ··· আপনারা।"

"অঃ!" বাধা দিয়ে উইলিয়াম বলে উঠলো: "তোমাদর নিয়ে যতো জ্বালা ··· সব রস মাটি করতে চাইছো তোমরা ··· একে তো জানো না ··· রাজনীতির গন্ধ পেলেই মেতে উঠবে। ··· হেই বেয়ারা ··· ক্যাইন ··· ডবল।"

আমার ভালই লাগলো উইলিয়াম আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিলো বলে। এই আলোচনায় উৎসাহ বোধ না করলেও ভাবলাম অন্ততঃ একটা কথা তাদের বলি। আমি বললাম: "হ্যাঁ মিঃ লেসলী ··· আমরা তাকে যতোটুকু জানি তা বোধ হয় এই পৃথিবীর আর কেউ জানে না···"

"অ্যাঁ।" চমকে উঠে লেসলী বললো: "কি বলতে চাইছেন!"

"হঁ্যা ··· তাই ···' ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসত্তা তাকে ভালো করেই জানে ··· আপনাদের এদেশের কথা আমি বলতে পারবো না ··· তবে এরই মধ্যে আমি অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পেরেছি মিঃ লেসলী"। আমি বললাম: "কাজ নেই এসব আলোচনায় ··· ফূর্তি করতে এসেছি···তাই ভালো ··· জীবনটাকে আরো জানা যাবে। জীবনের গভীর অনুভূতির মাঝেই ডুবে যাওয়া যাক।"

"বলেন কী!" লেসলী আশ্চর্য কণ্ঠে বলে উঠলো। হয়তো বা আমার কথায় ব্যথিত হল।

"হঁ্যা··· তাই ··· কিছু নয়।"

আমার কথা ফুরোলো না। হঠাৎ থেমে গেল এই উদ্দাম বাজনা ··· নাচ ··· নেমে এলো এক গভীর থমথম স্তব্ধতা। আমরা সচকিত হয়ে ফিরে চাইলাম। হঠাৎ এই ছন্দপতনে আমরা উদগ্রীব হলাম। কোনো কথা সরলো না কারো মুখে খটখট শব্দ ··· প্রায় কুড়ি জন শ্বেতাঙ্গ আর ভারতীয় পুলিস এসে ঢুকলো হলঘরে। জনাকয়েক দাঁড়িয়ে রইলো দোরের সামনে। কাউকে বাইরে যেতে দিলো না ওরা। কেমন এক ভীতিবিহ্বল মুহূর্ত নেমে এলো চারপাশে। এখানকার প্রত্যেককে নির্বাক করল ওদের উপস্থিতি। পুলিশের প্রতি এক ঘৃণিত অবজ্ঞা যেন প্রত্যেক দেশেই সমান।

কোন এক সময়ে ডিঠিবি তার চেয়ারখানা ঠেলে ঠেলে

আমার কাছঘেঁষে বসলো। ধীরে আমার ডান হাত তুলে নিলো তার দু'হাতের মাঝে। আমি ফিরে চাইলাম তার দিকে। কেমন ভীত ··· কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো সে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

"আপনারা নাচ বন্ধ করলেন কেন···ক্যারি অন মিউজিক।" ওয়ার্ডেন ছুটে এসে গর্জে উঠলো : "নেচে যান ··· নেচে যান।"

আবার তালে তালে শুরু হলো ড্রামের শব্দ ··· ধীরে সুর উঠলো অন্যান্য বাজনার। যারা সঙ্গিনী সহ থমকে দাঁড়িয়ে ছিলো ··· আবার শুরু হলো সেই নাচ। যেন দমহীন পুতুল-গুলো নেচে চলেছে একসারে। সে জৌলস ··· সে জমক আর নেই ···সে উদ্দামতা ··· সে হাসি হারিয়ে গেছে ··· নেমে এসেছে এক অজানা শঙ্কা।

উইলিয়াম বলেছিলো যে এখানে পুলিশের ফেউ আছে ··· এবার পুলিশের অগ্রদূত হিসেবে সেই ছদ্মবেশী ফেউগুলো তৎপর হয়ে উঠলো। এতোক্ষণ এই উদ্দামতায় মিশে ছিলো এরা ··· কেউ ভারতীয় ··· কেউ কালার্ড। তারা ঘুরে ঘুরে একে ওকে প্রশ্ন করতে লাগলো। অনেককে ধরে নিয়ে একপাশে জড়ো করে রাখলো। তিনজন পুলিশ এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। উইলিয়াম এবং আমাকে ওরা প্রশ্ন করলো না। হয়তো আমাদের নৌ-পোষাক দেখে ওরা বিরত রইলো।

ডিঠিবির দিকে চেয়ে জানতে চাইলো তার পরিচয়। ভীতা ডিঠিবি উঠে দাঁড়ালো। ভয়ে যেন তার মুখখানা শুকিয়ে

গেছে … ঠোট দু'টো যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। তবু তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একখানা ভাঁজ করা কার্ড এগিয়ে দিলো ওদের হাতে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। তার মুখে কোনো কথা নেই। পুলিশরা সেই কার্ডখানা দেখতে লাগলো … দেখতে লাগলো ডিঠিবিকেও। এমনি সময়ে এক অদ্ভুত কণ্ঠে হেসে উঠলো উইলিয়াম।

"হায় … হায় … ডায়মেট।" বলে উঠলো সে: "ব্রাদার একটানা পঁচিশ দিন কাটিয়ে এলাম সমুদ্রে … একটু ফূর্তি … একটু আনন্দ … কে জানে কখন ডুবে মরবো সমুদ্রে ব্রাদার … সে ফূর্তিটুকু কেড়ে নিতে চাও কেন … এই যে … জাহাজী সিগারেট, এ ফাইন স্টাফ্! আর যদি এ না চলে তাহলে…"

চোখ ইসারায় ডিঠিবিকে দেখিয়ে মুচকি হেসে চোখ টিপলো উইলিয়াম। উইলিয়ামের প্রাণখোলা ব্যবহারে পুলিশরা যে কি ভাবলো কে জানে। উইলিয়ানের কথায় তারাও হেসে উঠলো। তারপর ডিঠিবির কার্ডখানা ফেরত দিয়ে হেসে তারা চলে গেলো আমাদের সামনে থেকে। হয়তো ভাবলো নাবিকরা তো মদ আর মেয়ের সন্ধানেই আসে … তাই হয়তো তারা চলে গেলো।

আমরা বসলাম আবার। পরস্পরের চোখে চোখে চাইলাম। তারপরই খেয়াল হলো যে লেসলী আর নাইডু কখন কোন ফাঁকে সরে পড়েছে … আমরা টেরও পাইনি।

"ভালোই হয়েছে।" উইলিয়াম বললো: "তাহলে স্যানি,

রাতে আর ফিরে যাবো না। আমিও একজন জুটিয়ে নেবো ... কি বলো?"

"ঠিক আছে।"

"হেই বেয়ারা।" হেঁকে উঠলো উইলিয়াম: "তিন ডবল ক্যাইন।"

॥ চার ॥

ডিঠিবি তখনো আমার কাছে···আমার দেহ ঘেঁষে। কেমন এক শঙ্কা তার দু'চোখে। উইলিয়ামও কেমন ঝিমিয়ে গেছে। সমস্ত হলঘরেই এই আচ্ছন্নতা। চারপাশে চোখ বুলিয়ে ডিঠিবির দিকে চাইলাম।

"ভয় পেলে ডিঠিবি ?" আমি বললাম।

"এঁ্যা···ভয়···না···না।" সে বললো।

কিন্তু তার কণ্ঠে ভয়ের জড়তা জেগে আছে। চোখ দু'টোয় সে কাতরতা আরো স্পষ্ট। তার কমনীয় আভাকেও ম্লান করে দিয়েছে। কোন এক দুশ্চিন্তায় ছেয়ে আছে তার মুখাবয়ব।

"কি হয়েছে তোমার ?" আবার বললাম আমি।

"কিছু নয়···কিছু নয়।" ভাবনা জড়িত কণ্ঠে বললো সে।

হলঘরের দিকে এখনো সে দেখছে আড়চোখে। পুলিশরা ঘুরছে তখনো। পুলিশ প্রহরায় বেশ ক'জন দাঁড়িয়ে আছে দোরের সামনে। আমাদের কথা আর জমলো না। সমস্ত হলঘর আর লাউঞ্জ জুড়ে এক বিমর্ষতা। বাজনা এখনো বাজছে তেমনি···তেমমি নাচছে অনেকে···কিন্তু আগের সে মনখোলা আনন্দ যেন আর নেই। আমরা নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। ক্যাইনের গ্লাস মুখের সামনে ধরে বসে আছে উইলিয়াম।

এই পরিবেশ যে তার ভালো লাগছে না, তার মুখমণ্ডলে তা স্পষ্ট ভেসে উঠেছে।

তারপর পুলিশরা একসময়ে জনকতককে ধরে নিয়ে চলে গেলো। পুলিশরা চলে যাওয়ার খানিক পর আবার থেমে গেলো বাজনা···থেমে গেলো নাচ। আবার নেমে এলো সেই থমথম নীরবতা। নেমে এলো নির্বাক ব্যস্ততা। সবাই যেন এখান থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচে। দোরের সামনে জমে উঠলো ভীড়। সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে যেতে উদ্যত। ছোট দোর···তাই এক এক জন করে বেরিয়ে যেতে লাগলো। ভীষণ যুদ্ধের পর যেভাবে স্তিমিত হয়ে ওঠে রণাঙ্গণ তেমনি স্তব্ধতায় ভরে উঠলো এই গ্র্যাণ্ড হিমালয়।

এখন এই আমরা জন কয়েক ছাড়া আর কেউ নেই। লাউঞ্জের ওপাশে আমাদের মুখোমুখী বসে আছে একটি কালার্ড মেয়ে ··· বসে আছে নিঃসঙ্গ। মাঝে মাঝে আমাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তার চোখ ছ'টোয় নেশার ঘোর। উইলিয়াম হঠাৎ উঠে এগিয়ে গেলো মেয়েটির কাছে। গিয়ে বসলো ওর পাশে। খাণিকক্ষণ কথা বললো। তারপর মেয়েটিকে নিয়ে ফিরে এলো উইলিয়াম। এসেই সে হেঁকে উঠলো : "এই বেয়ারা!"

বেয়ারা আসতেই আবার ক্যাইন আনার কথা বললো সে। এখন আর ক্যাইনের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। চোখের পলকে ছু বোতল ক্যাইন নিয়ে ফিরে এলো বেয়ারা।

"এতো ক্যাইন দিয়ে কি হবে?" হঠাৎ বলে উঠলো ডিঠিবি।

"কি হবে মানে…খাবো…খেয়ে নেশায় বুঁদ হব।" গ্লাসে গ্লাসে ক্যাইন ঢালতে ঢালতে উইলিয়াম বললো: "শালা বাস্টারড্…আমাদের রাতটাই মাটি করে গেলো।" গ্লাস তুলে উইলিয়াম চুমুক দিলো।

"আপনি খাবেন না?" ডিঠিবিকে উদ্দেশ করে বললাম।

"আমি খেতে পারবো না।" কেমন চঞ্চল মনে হলো তাকে।

"ওহে স্যানি…বসে রইলে যে…চালাও।" উইলিয়াম বললো: "তোমার ডার্লিং একেবারে ভেজিটেরিয়ান।" বলে একটি গ্লাস তুলে ক্লালার্ড মেয়েটির হাতে এগিয়ে দিলো। বললো: "কাম্ অন্ ডার্লিং…শালা পুলিশরা সব মাটি করে গেলো।"

যতোক্ষণ বোতল দু'টি শেষ হলো না…আমরা একের পর এক ডবল খেতে লাগলাম। কেউ কোনো কথা বললাম না আর। ক্রমেই নেশার আচ্ছন্নতায় ভরে উঠলো আমার দেহ। ডিঠিবি বসে আছে নীরবে। নীরবে সে লক্ষ্য করছে আমায়। আমার দেহ ধরে রাখার সংগতি যেন আমি হারিয়ে ফেলছি।

"না…না…আর খাবেন না আপনি।" বলে হঠাৎ আমার গ্লাসটা ডিঠিবি ধরে ফেললো। আমি তার চোখে চোখে তাকালাম।

"আর খাবেন না…আর খাবেন না।" ডিঠিবি বললো। গ্লাসটা আমার হাত থেকে নামিয়ে রাখালো। আমি চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়লাম।

"ওহে স্যানি…মেয়েটি তোমার প্রেমে পড়েছে।" নেশা জড়িত কণ্ঠে হেসে উঠে উইলিয়াম বললো: "আপনি থাকবেন…থাকবেন পুরো রাত…"

"থাকবো…থাকবো…হ্যাঁ…হ্যাঁ।" ব্যস্ত কণ্ঠে ডিঠিবি বললো।

"রেট কতো?" নিরুদ্বেগ কণ্ঠে শুধালো উইলিয়াম।

"পরে বলবো…কাল ভোরে।"

"ভোর-টোর নয়….পরে ঝামেলা বাঁধাবে।"

"আপনাদের যা খুশী।" ডিঠিবি বললো।

"তুই পাউণ্ড।"

"আচ্ছা।" ডিঠিবি সম্মতি জানালো।

আমি চোখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালাম। মনে মনে ভাবলাম…সে হয় না…এ আমি চাই না।

"উইলি।" আমি বললাম: "আমি জাহাজে ফিরে যাবো।"

"স্যাট আপ স্যানি।" তেড়ে উঠলো উইলিয়াম: "জাহাজে ফিরে যাবো না…কোনো রকমেই…হ্যাঁ…তোমাকে থাকতে হবে।"

"না…আমি থাকবো না…তোমার যা খুসী করো।" বলে

উঠে দাঁড়ালাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতখানা ধরে ফেললো মেয়েটি। আমি আবার বসলাম। চাইলাম ওর চোখে চোখে।

মেয়েটি বললো : "আমাকে পছন্দ হলো না···আমি জ্যুলু··· খাঁটি জ্যুলু···দোহাই···আপনি থাকুন··· ।"

"এ্যাঁ।" ওর কথায় আমি চমকে উঠলাম। স্তব্ধ চোখে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। সে চোখে আর উদ্বেগ নেই··· বিমর্ষতা নেই। মনে হলো যেন···এই চোখ ছুটো আমার কতোকালের চেনা। ডিঠিবির হাত ধরে আমি উঠে দাঁড়ালাম নীরবে।

'সাবাস স্যানি ··· সাবাস।" প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো উইলিয়াম।

তারপর কালার্ড মেয়েটিকে তার কাছে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমরা ধীরে বেরিয়ে এলাম। আমাদের ছু'পাশে ছু'টি মেয়ে। মানব জীবনের সব চেয়ে রহস্যান্বিত আকর্ষণ।

"স্যানি।" আমার কানের কাছে মুখ এনে উইলিয়াম বললো : "স্যানি ··· হাঁটতেই পারছো না যে ··· এতো নেশা না করলেও জীবনকে চিনতে পারতে স্যানি।"

আমি কোনো সাড়া দিলাম না। ডিঠিবির হাতখানা শক্ত করে ধরলাম। ফিরে চাইলাম উইলিয়ামের দিকে একবার। বারবার সে ঢলে ঢলে পড়ছে তার সঙ্গিনীর ওপরে। কিন্তু আমার পদক্ষেপ তখনো সচেতন।

॥ পাঁচ ॥

একট ফিসফিসানি শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ঘরখানা আবছা অন্ধকার। এই অন্ধকারে কিছুই অনুমান করতে পারলাম না। এখন আর নেশার অবসন্নতা নেই। মনে এলো সব ··· মনে আসতেই এক বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো আমার মন। আমার পাশেই সে শুয়েছিলো···আমার কাছেই ··· যেন আমারই দেহের একাংশ। কেমন এক অশান্ত ঝড় বইতে লাগলো আমার মনে। সেই ফিসফিসানি শব্দ। যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেউ। আমি কান পাতলাম। তুর্বার এক শিহরণ খেলে গেলো আমার দেহে। হাত বাড়িয়ে দেখলাম ··· সে আমার পাশে নেই। মনে হলো হয়তো সেই মেয়েটিই কাঁদছে। মনে হতেই হাত বাড়িয়ে আলো জ্বাললাম।

মেয়েটি বসে আছে মাথা গুঁজে ··· খাটের ওপাশে ··· আমার পায়ের দিকে। তার পরণে সেই ছোট্ট নিকার··· আবরণী জুড়ে আছে বক্ষে। মাথা নুয়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার দেহ। বুকের পাঁজর-গুলোয় সে কান্নার শিহরণ। কেন যে ·সে কাঁদছে ··· আমি বুঝতে পারি না ··· বুঝতে পারলাম না। আমি ধীরে উঠে

এলাম তার কাছে ··· তার পাশে ··· তার কাঁধে হাত রাখলাম···তবুও যেন টের পেলো না সে।

"কাঁদছো কেন ?" আমি শুধালাম।

আমার কথা শুনে ধীরে মুখ তুললো সে। তার চোখ হু'টো জলে ভরা। সেই জল ভরা চোখে পলকহীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো সে আমার দিকে।

"কি হয়েছে তোমার···বলো।" আবার বললাম আমি।

সাড়া দিলো না মেয়েটি। হঠাৎ ··· পলক ফেলার আগেই আমার বুকে ঢলে পড়লো সে। অঝোরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। মনে মনে ভাবলাম ··· এ কোন ফ্যাসাদে পড়লাম আমি। আমি বুঝি না। এক দেহ-ব্যাবসায়িণীর সঙ্গে যেখানে ঘণ্টা কয়েকের পরিচয় ··· যার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু অর্থের সেখানে এই কান্না কেন ··· তার হেতু খুঁজে পাই না আমি। তবু মনে এলো ··· এমন জীবন তো চাইনি আমি ··· তবু ··· তবু ··· কেন এমন হলো !

"আমাকে ক্ষমা করো ··· না··· না ···এ আমি চাইনি ··· কিন্তু · · কিন্তু ···আমি কি করতে পারি এখন।" আপন মনে বললাম আমি।

কিন্তু মেয়েটি তবু নিরুত্তর রইলো। তেমনি আমার বুকে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগলো। তার এই ব্যবহারে নিজেকে মনে হতে লাগলো অপরাধী। মনে মনে ভাবি ··· এমন উন্মাদনা কেন আসে। ওর মতো কান্না কেন এলো না

আমার মনে। ধীরে ওর মুখখানা তুলে ধরলাম। সে কাঁদছে ••• ধারা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল।

"তুমি কাঁদছো কেন ··· আমি জানি না কেন এমন হলো।"

"না ··· না ···।" অস্ফুষ্ট কণ্ঠে মেয়েটি বললো: "না ··· আমি কাঁদছি না ··· আমি কাঁদবো না।"

থেমে গেলো সে। নিস্পলক চোখে চেয়ে থাকলো আমার চোখের গভীরে। হাত বাড়িয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। তবু তার পাষাণ দৃষ্টির কোনো পরিবর্তন হলো না। তার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমে শান্ত হয়ে এলো। আমাকে এতো করে কি দেখছে সে ··· আমি বুঝি না। মনে মনে ভাবলাম ··· হায় ··· এ কী ফ্যাসাদ হলো আমার জীবনে। ডার্বানে আমার জীবনের এই প্রথম রাত্রি···এই মুখ-বোজা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ··· কোথায় নিয়ে চললো আমাকে! মনে মনে শপথ করলাম ··· আর নয় ··· জীবনে আর এমন করে জড়িয়ে পড়বো না কোথাও।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ··· রাত্রি চারটে ··· ভোর হতে আর দেরী নেই। ভাবলাম··· এই মিছে অভিনয় থেকে আমি সরে যাই। উঠে দাঁড়ালাম আমি। মেয়েটি আমার হাত ধরলো ··· আমার হাতখানা টেনে নিলো তার দুই হাতের মাঝে। আমি আবার তার পাশে বসলাম। আবার কোন এক উন্মাদনা জেগে উঠলো আমার শিরায়। আমি হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলাম।

সূর্যের আলোয় আলোয় ভরে উঠেছে এই কক্ষ। প্রশস্ত জানালাগুলো পর্দায় ঢাকা। এই পর্দাগুলোও সূর্যের আলোয় আলোকিত। আমি চোখ কচলে আবার চাইলাম। ঘড়ি দেখলাম ··· বেলা দশটা। কেমন এক ঘৃণা আর ক্ষোভে ভরে উঠলো আমার মন। চোখ ফিরিয়ে দেখলাম ··· মেয়েটি বসে আছে একটি চেয়ারে ··· আমার শিয়রে। আমি ঝট করে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চাইলো আমার দিকে। তার চোখে কোনো ক্লান্তি নেই এখন ··· কান্নার আভাষও নেই। কিন্তু চোখ দু'টোয় ভরা রয়েছে জিজ্ঞাসা।

"আমার অনেক দেরী হয়ে গেলো।" আমি বললাম।

"আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ··· তাই ডাকিনি।" মিষ্টি স্বর তার কণ্ঠে।

কিন্তু ক্ষোভে কোনো কথা বলতে পারলাম না আমি। জাহাজে গিয়ে কি জবাব দেবো। এতো দেরী হয়ে গেলো। আমাকে কি না ডেকেই চলে গেলো উইলিয়াম। ওদিককার একটি কামরায় তার থাকার কথা। একবার দেখে এলে হয়। কোনো দিকে না তাকিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম আমি। হাত-মুখ ধুয়ে মুহূর্তে বেরিয়ে এলাম। এখন আর সময় নেই একটুকুও। পোষাক পরতে পরতে মেয়েটিকে একবারও চেয়ে দেখলাম না। তবু আমার নজর এড়ালো না যে মেয়েটি গভীরভাবে লক্ষ্য করছে আমায়।

"তোমাকে কতো দিতে হবে?" শুধালাম সরাসরি।

"আমি তো টাকার জন্য আসিনি।" শান্ত কণ্ঠে মেয়েটি বললো।

"মানে?"

"হ্যাঁ … আমি টাকা চাই না … কিছু চাই না।"

"বলছো কি তুমি … তাহলে এসেছ কেন?" বলে চেয়ার থেকে টিউনিকটা তুলে নিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে মেয়েটি উঠে এলো আমার সামনে। আমার হাত থেকে টিউনিকটা নিয়ে পরিয়ে দিলো সে। তারপর ফিরে এসে আমার মুখোমুখী দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে টিউনিকের বোতামগুলো আটকে দিতে লাগলো। তার মুখখানা ক্লান্তির ছায়ায় ভরে উঠেছে। চোখে অনিদ্রার আভাস স্পষ্ট। যেন অনিচ্ছায় চোখ দু'টো খুলছে সে। বোতাম আঁটতে আঁটতে সে বলতে লাগলো:

"আমাকে ভুল বুঝবেন না … আমি টাকার জন্যে আসিনি … আজ কতোদিন অপেক্ষা করছি … যেন আপনারই অপেক্ষায় ছিলাম … আপনাকে … আপনাকে।"

"মানে … কি বলতে চাইছো তুমি!" বাধা দিয়ে বললাম।

"হ্যাঁ … তাই … আমি বুঝতে পারছি না … এমন ভুল আমি কখনো করিনি … নিজেকে এমন করে কোনোদিন হারিয়ে ফেলিনি · হয়তো তাই … যার অপেক্ষায় আমি ছিলাম … তাকে পেয়েছি … নাহলে … এমন আমার কখনো

হয়নি ··· আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছি ·· এমন এক সময়ে আপনাকে পেলাম ···”

“এসব কি বলছো ··· আমি বুঝতে পারছি না।” আমি বললাম।

“তাই তো ··· বলতে পারছি না ··· অথচ ··· এ আমি কি করলাম ··· এতো কিছুর পরও কেন আমি বলতে পারছি না।”

“কি সব হেঁয়ালী কথা ··· আমার আর সময় নেই।”

“কিন্তু ··· এ আমি কি করলাম ··· আমি তো আমার নিজের জন্যে আসিনি ··· কেন এমন হলো ··· আমার ব্যক্তি-স্বার্থ কেন এমন ভাবে দেখা দিলো!”

আমার চোখে চোখে চেয়ে সে বললো। আমি অচেতনের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটি আমার টিউনিকের বোতামটা ধরে আছে। তার চোখ দু'টো স্বচ্ছ ··· পরিষ্কার। সে দৃষ্টিতে কোনো ভাবালুতা নেই।

“তুমি কে ··· কি তুমি বলতে চাইছো?” আবার আমি বলি।

“না ··· না ··· আপনাকে দুঃখ দিতে এমন কথা বলিনি ··· আমি তো নিজেই এসেছি ··· আমার আসা সার্থক হয়েছে ··· আপনাকে আমি বলবো ··· সব বলবো ··· আর কোনো দ্বিধা নেই আমার ··· তাই তো আমার আসা ··· না হলে যে আপনাকে আমি পেতাম না।”

মেয়েটি বলে চলেছে এক মনে। সব যেন কেমন রহস্যময়

হয়ে উঠেছে। কি যে চায় ও … আমি বুঝি না। ওর নির্লিপ্ত মুখের দিকে চেয়ে মনে হয় … বুঝি উন্মাদ সে। এমনি সময় মেয়েটির কথায় বাধা পড়লো … বেজে উঠলো কলিং-বেল্। কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো মেয়েটি … কেমন এক ভয় … ভীতি দেখা দিলো তার মুখাবয়বে। বন্ধ দোরের ওপর বাইরে থেকে আঘাত হানলো কেউ। আমার দিকে চেয়ে এগিয়ে গেলো সে। দোর খুলে পর্দা সরাতেই দেখা গেলো উইলিয়াম। উইলিয়ামকে দেখে মেয়েটি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা করলো তাকে।

"গুড-মর্ণিং … কি হে স্যানি … জাহাজে ফেরার ইচ্ছে নেই বুঝি।" হেসে হেসে উইলিয়াম বললো: "কি হে দোস্ত … রাতে ঘুম হয়েছে তো?"

"আমি এই…এলাম উইলি।" আমি বললাম।

"না … না দোস্ত … একটু পরে এসো … আমি অপেক্ষা করছি নীচে … ব্যাপারটা সেরে ফেলেই এসো স্যানি।"

বলেই ফিরে গিয়ে উইলিয়াম লিফ্‌টে চড়লো। পর্দাখানা ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি সরে এলো আবার। এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। মেয়েটি আসতেই বললাম: "তাহলে বলো আমি কি করবো … তুমি টাকা নেবে না?"

"না।" স্পষ্ট স্বর ধ্বনিত হলো তার কণ্ঠে। সে বললো: "টাকা নেবার জন্যে আমি আসিনি … আমি বিজনেস গার্ল নই … শহরে থাকতে হয় বলে এই নাম নিয়ে আমি আছি …

আমাকে ভুল বুঝবেন না ··· আজ এর বেশী আমাকে প্রশ্ন করবেন না আপনি ··· আপনি ভুলে যান ··· বিগত রাত্রির সব কথা ভুলে যান আপনি ··· ব্যক্তিস্বার্থে আমি উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম ··· তাই আমিও ভুলে যাবো সব ··· আমি এতোদিন যাকে খুঁজছিলাম ··· তাকে পেয়েছি ··· সেই আমার আনন্দ আজ ···· একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?"

"বলো।" আমি বললাম।

"আপনি লেখেন ··· সাহিত্যিক ··· না ?"

"কখনো কখনো লিখি ··· তবে আমি নাবিক ··· এই আমার পরিচয় ··· আমি ঠিক সাহিত্যিক হতে পারিনি।"

"আপনি কেন লেখেন ··· কার জন্যে লেখেন ?"

"এ-তো বড় কঠিন প্রশ্ন !" আমি বললাম।

"কঠিন কেন হবে ?" মেয়েটি বললো : "আপনি কি ··· আপনি কি নিজের আনন্দের জন্যে লেখেন ?"

"আনন্দ !" আমি বললাম : "লিখে নিজের আনন্দ ··· তা তো নয় ··· তা নয় ··· আমি লিখি ··· অনেক সময় আমার মনকে সামলাতে পারি না ··· আমি শুধু বলতে পারি ··· আমি লিখি ··· আগামী দিনের মানুষের জন্যে !···"

"আপনি আজ বিকেলে আসবেন ?" সে বললো হঠাৎ। আমার কথা যেন তার কানেও গেলো না। যেন শুনতে পেল না সে। আমি তার এই হঠাৎ পরিবর্তনে ইতস্ততঃ বোধ করলাম।

"কি বললে ?" আমি বলি।

"আজ বিকেলে আসবেন।" অনুনয় এবং আন্তরিকতা ভরা কণ্ঠে মেয়েটি বললো : "লর্ন-স্ট্রাটের মোড়ে লাইফ-হেভেন বলে যে বইয়ের দোকান … সেই দোকানে আপনার জন্যে আমি অপেক্ষা করবো। আপনি না আসা অবধি আমি অপেক্ষা করবো।"

"আমাকে আসতে বলছো ?" আমি শুধালাম।

"হ্যাঁ … আপনি এলে সত্যিই আমি আনন্দিত হবো।"

"আচ্ছা … আমি আসবো।" আমি বললাম।

তারপর দু'জনে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম গ্র্যাণ্ড হিমালয় থেকে। পেছনে রেখে এলাম এক অলিখিত স্মৃতি। আর মনে হল … নেশা … নেশা মানেই নগ্নতা। জীবনকে নগ্ন করা … উন্মুক্ত করা। যেখানে কোনো বাঁধন নেই … কোনো আবরণ নেই। এই উন্মুক্ত নগ্নতাকে আজ প্রথম উপলব্ধি করলাম।

॥ ছয় ॥

জাহাজে পৌঁছলাম এক সংকোচ ··· এক জড়তা নিয়ে। কেমন এক লজ্জাও দেখা দিলো আমার মনে। যদিও জানি এ এক অহেতুক লজ্জা।

"হেই স্যানি।" হঠাৎ উইলিয়াম বললো: "যেন একেবারে ঘাবড়ে গেল ··· যাই বলো দোস্ত ··· এবার তুমি আমাকে মনে রাখবে আজীবন। আর আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারলে না স্যানি ··· স্নান করে ফেলো ··· তারপর দাও লম্বা ঘুম ··· চারটেয় উঠবো ··· বুঝলে।"

"আচ্ছা উইলি।"

বলে আমি ফিরে এলাম আমার কেবিনে। ক্লান্তি এবং জড়তা যেন হঠাৎ আমায় আচ্ছন্ন করে ফেললো। ডিঠিবি জুড়ে আছে আমার সারা মন। তার কথাগুলো বারবার আমার মনে ভেসে আসতে লাগলো। বারবার মনে এলো ··· সমস্ত রাত ধরে কেন কাঁদলো সে। তার সে কান্না ··· সব কথা আমাকে কেমন এক রহস্যে ঠেলে নিয়ে চললো।

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে পোষাক বদলালাম। তারপর সোজা এলিয়ে পড়লাম সেটীতে। ক্লান্তি আর জড়তায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এক সময়ে। গভীর নিদ্রায় ডুবে গিয়েও

ডিঠিবিকে স্বপ্ন দেখলাম। আমি দেখলাম ··· সে আমায় ঘুম থেকে জাগালো। চোখ কচলে উঠে বসলাম। চোখ খুলে ইতস্ততঃ বোধ করলাম ··· না ··· না ··· ডিঠিবি আমাকে জাগায়নি। উইলিয়াম এসেছে। চেয়ারে বসে হো হো করে হেসে উঠলো সে।

"তাহলে স্ট্যানি", উইলিয়াম বললো : "শেষ অবধি জীবনটাকে চিনতে পারলে ··· কেমন লাগলো ··· এবার বলো স্ট্যানি ··· খাঁটি জ্যুলু ··· ভালো না হয়ে যায় না!"

"সত্যই সব অদ্ভুত উইলি।" আমি বললাম।

একে একে সব কথা বলে গেলাম তাকে। লুকোলাম না কিছুই। আমার কথা শুনে হেসে উঠলো উইলিয়াম।

বললো : "স্ট্যানি ··· মজাটা হলো এই ··· এ দোষ তোমার নয় দোস্ত ··· মেয়ে মানুষকে যারা ভয় করে ··· তারা বাঁধা পড়ে এমনি ··· তোমাকে বলছি স্ট্যানি ··· দক্ষিণ আফ্রিকা জায়গাটা মোটেই ভালো নয় ···· শুধু দক্ষিণ কেন পুরো আফ্রিকাটাই এমনি ··· তাছাড়া স্ট্যানি ··· যতো মেয়ের সঙ্গেই তোমার পরিচয় হোক না কেন ··· এমনি হাজার কাহিনী বলবে ··· যেন সবাই নাইটেঙ্গল ··· ও সব গ্যাড়াকলে পা দিতে যেও না স্ট্যানি ··· ভুলিয়ে-ভালিয়ে এমন সব করবে যে নেঙ্গটা হয়েও রক্ষা পাবে না ··· আমার আগেই ভয় ছিলো ··· তুমি ভালো করলে না স্ট্যানি ··· পয়সাটা তোমার দিয়ে আসা উচিত ছিলো।"

"আমি কি করবো উইলি!" আমি বললাম: "আজ না হয় জোর করেই দিয়ে আসবো।"

"আজ জোর করে দিয়ে আসবে!" হো হো করে হেসে উঠলো সে। বুক পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললো: "এই নাও সেইলিং-ওর্ডার ··· ছ'টায় জাহাজ সেইল করছে ··· অ্যাংগোলা ··· গিনি ··· নাইজেরিয়া ··· তারপর দোস্ত ··· আবার ফিরে আসছি এই হেভেনে।"

"অঃ।" সেইলিং-ওর্ডারে আমি চোখ বুলালাম।

"এতো ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন স্যানি?" উইলিয়াম স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো: "মনে রেখো আমরা জাহাজী ··· বন্দরে ঘর বাঁধতে আসিনি ··· জাহাজে যখন নাম লিখিয়েছ ··· কতো আসবে ··· কতো যাবে ··· সবাইকে কি আর মনে রাখা যায় স্যানি ··· যায় না ··· যায় না বলেই খুব ভালো হলো ··· আমি বুঝতে পারছি স্যানি···জ্যুলু মেয়েটা তোমাকে পাগল করেছে।"

"তা নয় উইলি···তবু কি জানি···ওকে ভুলতে পারছি না।"

"ওই ভাবনাই তোমাকে পথে বসাবে ··· চলো স্যানি ···। চলো দেখি ··· আমার কেবিনে চলো ··· হুইস্কি খাই ···· তাহলেই সব ভাবনা চাপা পড়বে।" ঘড়ি দেখে উইলিয়াম বললো: "এক ঘণ্টা মাত্র বাকী ··· চলো স্যানি ··· দেরী নয়।"

"তাই চলো।"

দু'জনেই উঠে এলাম। হুইস্কির বোতল নিয়ে বসলাম আমরা। কিন্তু আজ আর নেশা করতে ভাল লাগছে না।

শুধু মনে হচ্ছে ··· এই নেশাই আমাকে টেনে নিয়েছিলো সেখানে। আর এই নেশাই একটি মেয়েকে কাঁদিয়েছে শুধু।

"কি স্যানি ··· মুষড়ে পড়লে যে!"

"না ··· না··· আমরা তো আর বন্দরে ঘর বাঁধতে আসিনি।"

"এক রাতে তোমার মনে এতো প্রেম জমা হলো কোথা থেকে স্যানি ··· এমন তো কখনো মনে হয়নি তোমাকে ··· সত্যি স্যানি ··· এই ডার্বানে আর না আসাই ভালো ··· না হলে কোন্ ঝামেলায় তুমি জড়িয়ে পড়বে।"

"আমরা কবে ফিরবো উইলি?"

"ধরো তিন মাস ··· তার আগে তো নয়ই।"

"তিন মাস!"

"হ্যাঁ ··· মানে নব্বই দিন ··· যদি প্রোগ্রাম বদল হয় স্যানি ··· তাহলে কবে ফিরবো ··· কে জানে ··· জাহাজী ব্যাপারটাই এই স্যানি ··· মনটা তাই পাথর করে নাও ··· সব যাবে ··· আসবে ··· তাতে যেমন দুঃখ নেই ··· তেমনি সুখও নেই স্যানি! হুইস্কি খাও।"

"অঃ ··· হ্যাঁ।"

গ্লাস তুলে নিয়ে দু'জনেই চুমুক দিলাম এক সঙ্গে। উইলিয়ামের ঠোঁটে ··· চোখে জাগলো মৃদু হাসি। আমাকে হয়তো বোকা ভেবে হাসছে সে। তবু ··· সেই মেয়েটি ··· ডিঠিবি ক্যুমালো···জেগে আছে আমার মনে।

॥ সাত ॥

নাবিক-জীবনে সবচেয়ে নিশ্চিত বস্তু হলো … জীবনের অনিশ্চয়তা। একথা আজ এতো বেশী করে অনুভব করলাম যে এর চেয়ে অন্য কোনো সত্য নেই এই পৃথিবীতে। আমার সব ভাবনা … ভাবনাই রইলো। ডার্বান ছেড়ে ভাসবার আগে আমার মন সামান্য চঞ্চল হলো … অধীর হলো। আর কিছু না। আমাদের অতীত তাই দূরে সরে যায় … শুধু সম্মুখ … যা আছে আমাদের জীবনে … অনিশ্চিত … অনাগত দিন।

আবার নেমে এলো সেই আবর্তিত জীবন। কখনো অবসর বিনোদনের কামরা … কখনো কথা আর কথা … কখনো নেশার মাদকতায় ডুবে গিয়ে উজাড় করে জীবনকে উপলব্ধি করা।

কেপ-টাউনে থাকলাম দু'দিন। জাহাজ ছেড়ে গেলাম না কোথাও। জাহাজে দাঁড়িয়ে থেকেই দেখলাম কেপ-টাউনের সৌন্দর্য। বন্দরে প্রহরারত প্রকাণ্ড টেবিল-মাউণ্টেন … শক্ত পাথরের একটি পাহাড়…টেবিলের মতোই সমতল তার ওপর। কতো সহস্র যুগ আগে মাথা তুলে উঠেছিলো এই শক্ত কালো পাথরের পাহাড়। আজো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে … যুগান্তের সাক্ষীর মতো। ভূমণ্ডলের দক্ষিণাংশে প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান।

সমগ্র আফ্রিকা জুড়ে এমনি কতো প্রহরী .... হয়তো এরা ঘুমিয়েছিলো এতোদিন ··· তাই বিদেশীর কাছে পরাভূত হয়েছে আফ্রিকা ··· আজ বুঝি সেইসব প্রহরীর নিদ্রা ভঙ্গ হলো। তাই বুঝি মুক্তির আহ্বানে গর্জে উঠলো অ্যাংগোলা !

অ্যাংগোলার বন্দর এই ব্যাংগুয়েলায় আমাদের কাউকে যেতে দেয়া হলো না। মনে মনে ভাবলাম ··· বাঙলার প্রতিটি মানুষের কথাই যেন ভেসে এলো আমার মনে : পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন হোক সবার। বাঙলা তাই চায় ··· আমিও চাই : তুমি মুক্ত হও অ্যাংগোলা।

আবার আমরা ভাসলাম ··· আবার আমরা থামলাম ··· আবার ভাসলাম। এবার আর অন্য কোথাও থামবার নয় ··· সোজা ডার্বান। আমি দিন গুনলাম ··· দুই মাস আটাশ দিন পেরিয়ে গেছে। আমরা টেরও পাইনি। সে সব নতুন জীবন ··· নতুন মুখ ··· নতুন বন্দর ··· আবার অতীতে মিশে গেলো।

আবার ফিরে এলাম ডার্বানে।

॥ আট ॥

এতোটুকুও পরিবর্তন হয় নি কোথাও। উঁচু সবুজ পাহাড়টি যেমন ছিলো এখনো তেমনি আছে। তবে আগের মতো পাঁজর বের করা লাল মাটির পাহাড় নয়। ভরে উঠেছে ঘন সবুজে। মন-আকর্ষণী সবুজে যেন ভরা যৌবন। এখনো এই খালে বয়ে আসে জরা-মৃত্যু, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা। বন্দরের রূপেও কোনো পরিবর্তন হয় নি। শুধু রঙ-বেরঙের জাহাজের যাওয়া-আসায় যেটুকু বদল। বাঁ-পাশে সমুদ্র-সৈকতে তেমনি ভীড় এখনো। খালের স্বাতন্ত্র্য রাখার জন্যে যে প্রশস্ত দীর্ঘ বাঁধ ··· তেমনি আছে ··· তেমনি আছে এখনো বঁড়শি ফেলে মাছ ধরতে-বসা নিশ্চিন্ত মানুষের ভীড়। কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই ··· পরিবর্ধন নেই। ওপাশে··· ওই দূরে ··· শহরের পথটা এখনো তেমনি আছে। তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ওই গগনচুম্বী প্রাসাদগুলো।

এই পরিচিত পরিবেশের মাঝেই জাহাজখানা এগিয়ে এলো। এগিয়ে এলো জেটির পাশে। হয়তো দেখতে চায় ··· পরিচিত চেনা-জানা মুখ। ওরা আসে জাহাজের কাছে···দাঁড়ায় খানিক ··· তারপর ধীরে ধীরে আবার চলে যায়। এমনি সুদূর অতীতকাল থেকেই ··· আসে ··· যায় ··· জাহাজ থামে বন্দরে

… দু'দিন … একদিন … কতো স্মৃতি … কতো ছবি … বেঁধে নেয় জীবনের সঙ্গে, তারপর … সে স্মৃতি হারিয়ে যায় অতীতে

না … না … এ ভীড়ে সে মুখ … সেই অতিচিহ্নিত মুখখানা দেখা যায় না। দু'টি উদ্‌গ্রীব চোখ কতো খোঁজে … খোঁজে একটি মুখ। কিন্তু এই সহস্র মানুষের ভীড়ে সেই মুখখানা নেই … নেই … আসে নি। একখানি পরিচিত মুখ… সৌন্দর্য ছিলো না সেখানে … আনন্দিত কলমুখর অথবা উদ্বেলিত জীবন-শঙ্কা … কিছুই ছিলো না সে মুখে। কেবলমাত্র এক মহাজিজ্ঞাসার বৃহৎ চিহ্ন!

ডিঠিবি ক্যুমালো আসে নি … আসবে না সে। আমি জানি … সেও জানে। সে জানে … নাবিকরা এমনি আসে বন্দরে … আসে শুধু স্মৃতির ব্যথায় অন্যের জীবন ভরে তোলার জন্যে। যে স্মৃতির ব্যাথার দহনে দহনে শুধু জ্বালা। কিন্তু নাবিকের মন যে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতোই ক্ষিপ্ত আর স্তব্ধ … ভুলে যায় সে সব … ভুলে যেতে পারে বলেই পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে না সে।

না, একথা সত্য নয়। আমি মানতে পারি না তা। ডিঠিবি … তোমাকে আমি ভুলে যাই নি। ভুলে যেতে পারি নি তোমাকে এখনো।

"হেই … স্যানি" …

"এ্যাঁ … অঃ" ডাক শুনে ফিরে চাইলাম। বললাম: "ইয়েস ক্যাপটেন …"

"তোমার নিগ্রো মেয়েটা বুঝি এলো না।" পিঠে চাপড় দিয়ে ক্যাপটেন বললো : "দু'রাত হয়তো থাকবো স্যানি ··· অন্য মাল ধরে ফূর্তি করো, নিগ্রো মেয়ের পাল্লায় পড়ে পালিয়ে যেও না যেন ··· তোমার যা হাল্ হয়েছে দোস্ত ··· আচ্ছা স্যানি গুড নাইট।"

"থ্যাঙ্কস্ ক্যাপটেন।" আমি বললাম : "গুড নাইট।"

ব্যস্ত পায়ে কোম্পানীর এজেন্টের সঙ্গে বেরিয়ে গেলো ক্যাপটেন। জেটিতে মোটরখানা দাঁড়িয়ে ছিলো। সেই গাড়ীতে করে পাথর-বাঁধানো পুলের আড়ালে হারিয়ে গেলো ওরা।

এতোক্ষণ যেন কোন্ এক দূর পৃথিবীতে চলে গিয়েছিলাম ··· ক্যাপটেন যেন আমায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলো এই পৃথিবীতে।

"হেই রবিন্দ্ ··· তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তোর জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই ··· আর ··· এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ··· হ্যাঁরে স্যানি নিগ্রো মেয়েটাকে বুঝি এখনো ভুলতে পারলি না ··· কিরে, তার জন্যে বুঝি গ্যাঙ-ওয়েতে দাঁড়িয়ে আছিস ! ও আসবে না রে ··· এক রাতের দোস্তি ··· শ্যালা ··· একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে এই অবস্থা ··· হুঁ ···" উইলিয়ম আমাকে ঠেলে দিলো।

"না, এমনি দাঁড়িয়ে আছি।" আমি বললাম।

"এতোক্ষণে খেয়াল হলো তোমার!" উইলিয়াম বললো: "চল···চল···পার্টিতে চল···তু'পেগ পেটে পড়লে সব ঠিক হয়ে' যাবে···দেখো।"

"পার্টি···কিসের?"

"তোর বিয়ের পার্টি ইন্ এ্যাডভান্স···

তু'জনে পাশাপাশি এসে সেলুনে ঢুকলাম। ভেতরে আসতেই আনন্দের হুল্লোরে ভরে উঠলো সেলুন।

"হোই···হোই···রবিন্দ্ স্যানাল জিন্দাবাদ···"

চিৎকার করে উঠলো কেউ। সেকথার প্রতিধ্বনি করলো সবাই।

"হঠাৎ জিন্দাবাদের কি হলো!" বললাম আমি।

"কেন না···এই তু'বোতল হুইস্কি যে আনা হয়েছে তোমার নামে।" উইলিয়াম বললো: "টাকাটা যে তোমাকেই দিতে হবে।"

"ও···তাই বলো।"

মুহূর্তে শুরু হলো গ্লাসের টুংটাং শব্দ···বোতলের ছিপি খোলা। আর অব্যক্ত আবদ্ধ উল্লাসের উন্মত্ত প্রকাশে সমস্ত সেলুন যেন বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

"হোই···হোই···হো···হো।" শুরু হলো তালে তালে আমেরিকান টুইস্ট···যৌন-নগ্নতার দৈহিক প্রকাশ।

আমার স্বাতন্ত্র্য যেন আজ প্রকট হয়ে উঠলো। এই উদ্দামতায় আজ মিশে যেতে পারলাম না। কোন এক অব্যক্ত

আকাঙ্ক্ষা আমার মনে। এক কোনায় নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নেশার মাদকতা দুরন্ত হয়ে উঠলো। এবার শৃঙ্খল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চায় এই আবদ্ধ জীবন। কোথায়···একথা কোনো নাবিককে বলে দিতে হয় না। তাই মুহূর্তে সবাই এক ডাকে তৈরী হয়ে গেলো। আমরা বেরিয়ে এলাম জাহাজ ছেড়ে মাটির মুক্ত হাওয়ায়। একখানা ট্যাকসি পেয়ে গেলাম পথেই···উঠে বসলাম আমরা। কেউ গলা ছেড়ে গাইতে লাগলো : "তারে···লাপ্‌লাম্‌ পাম্‌···পা।"···

বন্দর অঞ্চল ছেড়ে শহরের ভেতরে এলো ট্যাক্‌সিখানা। এসব পথঘাট আমার চেনা। মনে মনে ভাবছি, পথেই নেমে যাবো আমি। আজ ওদের সঙ্গে গেলে চলবে না।

"কিন্তু স্যানি"। নেশা-ঘোর কণ্ঠে বললো উইলিয়াম : "তোমাকে গা ঢাকা দিতে দেবো না আজ কেউ। আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে দোস্ত।"

"হু উঃ···আজ যাচ্ছি না···আমার কাজ আছে।"

"যাচ্ছি না মানে···"

"হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ···মানে···"

"তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি না···আমাকে লর্ন-ষ্ট্রীটের মোড়ে নামিয়ে দাও।" আমি বললাম।

"তোমার কাজটা শুনি ?"

"কাজ আছে।" আমি সাড়া দিলাম।

"শোন হে...কান খুলে শোন...বিদেশী বন্দরে বিশেষ কাজ আছে নাবিকের...সে কোন কাজ...ওহে সে কোন কাজ।"

"একটি অন্ধকার কামরা...আর একটি হো...হো।"

তাদের বাধা আমি মানলাম না। লর্ন-ষ্ট্রীটের মোড়ে আসতেই ট্যাকসি থামিয়ে আমি নেমে পড়লাম। ওদের বিদায় জানালাম।

"হারিয়ে যেও না...পালিয়ে যেও না...ভোরের আগেই জাহাজে ফিরে এসো স্যানি...নিগ্রো মেয়ের ফাঁপড় কিন্তু সাংঘাতিক...তোমার জন্যে এখানে আসবো নাকি স্যানি—রাত্রি ছু'টো—তিনটে—চারটে"—

"লাগবে না, আমি একাই যেতে পারবো।" আমি বললাম।

ট্যাকসিখানা চলে গেলো। তারপর ওরা চোখের আড়াল হতেই বড় পথটা পেরিয়ে ফুটপাত ধরে এগিয়ে চললাম।

॥ নয় ॥

সেই স্মৃতি আমাকে দহন করছে। চিন্তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি আমি। পথের দু'পাশে তাকালাম···কখন আমি ভুল পথে চলে এসেছি। হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালাম। এই কৃত্রিম উজ্জ্বল আলোকেও আমার চোখে ভ্রান্তি। আমি হাসলাম—একাগ্রতা কেন মানুষকে বাস্তব থেকে সরিয়ে নেয়, এই ভেবে।

মেয়েটি বলেছিলো পথের মোড়ে বইয়ের দোকান। লাইফ হেভেন দোকানটার নাম—মনে আছে। আমি পায়ে পায়ে আবার পথ চলি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে দাঁড়ালাম সেই দোকানের সামনে। বড় দোকান। বই-এ বই-এ ঠাসা চারদিক। জনকতক গ্রাহক এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে বই দেখছে। একজন শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধা বসে আছে ভেতরের দিকে। মাথা নুইয়ে কোনো বই পড়ছে মনে হয়। চোখে সোনালী ফ্রেমের ভারী কাচ-আঁটা চশমা। মাথায় শনের মতো সাদা চুল। আমি দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। ভাবলাম এই বইপত্রের রাজ্যে কোথায় খুঁজে পাবো মেয়েটিকে। কি জানি —হয়তো এমনিই ফিরে যাবো—তাঁকে এখানে পাবো না। সেই রহস্যের আঁধারেই তলিয়ে থাকবে নিগ্রো মেয়েটি।

থরে থরে সাজানো বইগুলোর ওপরে চোখ বুলোতে বুলোতে এগিয়ে এলাম বৃদ্ধার সামনে।

"গুড ইভিনিং।" বলে উঠে দাঁড়ালো বৃদ্ধা : "আপনার জন্যে কি করতে পারি ?"

আমি যে বইয়ের গ্রাহক নই—সোজাসুজি ওকে বললাম। সংকোচ হলেও যার জন্যে এসেছি আমি—তাকে চাই। তাই কোনো ভূমিকা ছাড়াই বললাম : "দেখুন—আপনার এখানে একজন জ্যুলু—নিগ্রো মেয়ে—তার নাম ডিঠিবি ক্যমালো—সে আমাকে এই ঠিকানা দিয়েছিলো—তাই—মানে ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।"

"অঃ।"

আমার কথায় বৃদ্ধা যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো। এক গভীর উৎসুক ভরা চোখে চেয়ে দেখলো আমাকে। বললো : "আপনি তো জাহাজে কাজ করেন—এ্যা ফরেইনার—"

"হ্যাঁ—ঠিকই ধরেছেন আপনি।" আমি বললাম।

"আপনি তো চলেই গিয়েছিলেন—আবার কেন এলেন ?" রূঢ় স্বরে বৃদ্ধা বললো : "সে তো মাস দেড়-দুই আগে— তারপর —তারপর তো পালিয়ে গেলেন।"

"পালিয়ে গেলাম!" ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম : "কি বলতে চাইছেন আপনি।"

"যা বলছি—তা ঠিকই।" বৃদ্ধা বললো : "আপনি ভেতরে

এসে বসুন—ফোন করে দেখি ওকে পাই কি না। আমার সঙ্গে আসুন এদিকে।"

বৃদ্ধার সঙ্গেই এগিয়ে গেলাম। ভেতরের একটা কামরা। অপিস বলে মনে হয়।

"আপনি তো পালিয়েই গিয়েছিলেন।" ভেতরে আসতেই বৃদ্ধা বললো আবার: "আপনি আসবেন বলে আর ফিরে আসেন নি। টাকা দিয়ে সব হয় না। মেয়েটিকে আপনি কতটুকুই বা জানেন—আপনি কি ভেবেছিলেন যে মেয়েটি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো টাকার জন্যে?"

"আমি কি তা বলেছি! কিন্তু আপনি কি বলতে চাইছেন—আমি বুঝতে পারছি না।" আমি বললাম।

"না—আমার আর বলার দরকার নেই।" বৃদ্ধা বললো: "আপনি যখন ফিরে এসেছেন—তখন আর আমার এসব কথা বলা উচিত নয়। তবে একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না যে এই মেয়েটি যা করতে গিয়ে যা করছে তা ওর কোনো ব্যক্তিগত আকাঙ্খা পূরণের জন্যে নয়। আর···আর···আপনার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতেই তার জীবনের গতি বদলে গেছে··· সে আর কুমারী নয়···"

"এ্যাঁ···কি বলছেন আপনি?" চমকে উঠলাম আমি।

"আপনি বসুন। খবরটা নিয়ে আসি। আপনি এসেছেন শুনলে সে আত্মহারা হয়ে উঠবে হয়তো। কে জানে সেই আনন্দে তার হৃদস্পন্দনের গতি···আপনি বসুন···এই এলাম আমি।"

বলে বৃদ্ধা চলে গেলো। আমি স্তব্ধ বিমূঢ়ের মতো বসে রইলাম। আমি সত্যিই একটি জীবনের ধারাকে বদলে দিলাম? কিন্তু আমার অদ্ভুত লাগলো এই ভেবে যে এই বৃদ্ধার কাছে আমি অপরিচিত নই। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গের যে বৈষম্য…তাতে এই বৃদ্ধা যেন বেমানান। মেয়েটির সঙ্গে এই বৃদ্ধার কি সম্পর্ক আমি ভেবে পেলাম না। এক রহস্য যেন সব।

এমন সময়ে ফিরে এলো বৃদ্ধা। তার মুখে সে গঞ্জনার চিহ্ন আর নেই। সোনালী চশমায় ঢাকা চোখ দু'টো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এ যেন সেই বৃদ্ধা নয় যাকে সত্যিই আমি ভয় পেয়েছিলাম মুহূর্তকাল আগে। আমার দিকে তাকাতে তাকাতে টেবিলের ওপাশে সে বসলো আমার মুখোমুখি।

"হ্যাঁ … ওকে পেয়েছি।" বৃদ্ধা বললো: "সে আসবে…তবে খানিক দেরী হতে পারে…আসছে সে…কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে।"

"আপনি কি বললেন তার কিছুই বুঝি নি।" আমি বলি।

"অঃ … হ্যাঁ … থাক ওসব কথা।" বৃদ্ধা বললো: "আপনি ভারতবর্ষ ছেড়ে এসেছেন কতোদিন?"

"বছর খানেক হয়ে গেলো।"

"কবে ফিরবেন?"

"দু'তিন মাসের মধ্যে হয়তো ফিরবো।"

"এখানে ক'দিন থাকবেন ?"

"জানি না ··· মনে হচ্ছে পরশুই চলে যাবো হয়তো।"

"পরশু ··· ভেরী সর্ট টাইম।" চিন্তিত হলো বৃদ্ধা। বললো : "তা হোক ··· তবুও এ ঢের সময়!" এবার যেন স্বাভাবিক হয়ে এলো বৃদ্ধা। আবার সে বলতে লাগলো : "ডিঠিবি যতোক্ষণ না আসে ··· আমরা গল্প করি ··· কেমন ···। এখানে ভারতীয়রা অনেক আছে ··· কয়েক লক্ষ···তবে কি জানেন ··· তাদের মধ্যে ভারতীয়ত্ব নেই। তাই ভারত থেকে কেউ এলে আমরা খুবই আকর্ষিত হই। সম্প্রতি 'ভারত আবিষ্কার' বইখানা পড়লাম ··· এই বই···ভারতবর্ষ···আপনারা আমরা ··· সব মিলিয়ে জহরলালকে বুঝে উঠতে পারি না। মনে হয় কোথায় যেন এক বিরাট ফাঁক। হিটলার ··· চার্চিল ··· মুসোলিনী ··· জেনারেল স্মথ ··· ডাঃ ভেরউর্ড ··· এদের প্রত্যেককে বোঝা যায় চেনা যায় ··· অথচ ··· আপনি নিশ্চয়ই আরো ভালো বলতে পারবেন···"

বৃদ্ধা আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলো জিজ্ঞসার চোখে। কিন্তু এসব কথা আমার ভালো লাগছে না। আমি তো এখানে রাজনীতির বার্তা বয়ে আনি নি। কেন যে এই বৃদ্ধা আমাকে এসব বলছে আমি বুঝি না। নাবিকের কাছ থেকে কি এসব উত্তর তারা আশা করে।

"আপনি যে চুপ করে রইলেন ?" বৃদ্ধা বললো।

"আমার মত নাই বা জানলেন।" আমি বলি।

আমার কথায় যেন ক্ষুণ্ণ হলো বৃদ্ধা। তবু তার চোখ থেকে সে জিজ্ঞাসা সরে গেলো না।

"জানেন ··· নীটশে অথবা মার্কসকে বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু মিঃ গাঁধী ··· তাকে বুঝতে পারি না ··· বিশেষ করে গাঁধীর রাজনৈতিক দর্শন তো এখান থেকেই শুরু হয়েছিলো ··· কিন্তু সাধারণ মানুষ তাকে গ্রহণ করতে পারে নি ··· সে সংগ্রামের মূলে ঐক্যের নামে যে বিভেদের সৃষ্টি এ যেন তারা টের পেয়েছিলো। ব্ল্যাক্-অ্যাক্টকে কেন্দ্র করে জেনারেল স্মথকে সাহায্য করে। নিগ্রোদের আত্মাধিকার সেদিন হরণ করেছিলো শ্বেতাঙ্গরা ··· পরিবর্তে এখানকার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অনেকটাই সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলো। কিন্তু অনেক শ্রমজীবী সাধারণ ভারতীয় তা গ্রহণ করতে পারে নি ··· তাই একজন পাঠান ··· মীর আলম যার নাম ··· সে গাঁধীকে হত্যা করতে চেয়েছিলো ··· এবং মারাত্মক ভাবে আহতও করেছিলো ··· অবশ্য শ্বেতাঙ্গ পুলিশের সহায়তায় প্রাণ রক্ষা পায় ··· তারপরই তাকে দেখি ভারত ভূখণ্ডের রাজনৈতিক মঞ্চে ···"

বৃদ্ধা বলে চলেছে একমনে। সে সব কথা যদিও আমাকে টানছিলো ··· কখনো ইচ্ছে হচ্ছিলো আমিও আলোচনা করি ··· কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।

বৃদ্ধার কথায় বাধা পড়লো হঠাৎ। কে যেন ভেতরে এলো। দু'জনেই এক সঙ্গে চাইলাম। ডিঠিবি ···· ডিঠিবি এসেছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম মুহূর্তে। সে আমার দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসলো···নিরাসক্ত···শুকনো সে হাসি। আমার কাছে এলো সে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। তার বর্ণ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সমস্ত দেহে এক উজ্জ্বল লালিত্য।

এই কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতার মাঝে বৃদ্ধা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো।

"ডিঠিবি!" ধীরে ডাকলাম আমি।

"চলুন···যাই।" একান্ত আপন স্বর ধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠে ···দৃষ্টিতেও সেই আন্তরিকতা। ঘনিষ্ঠ চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে।

"চলুন যাই।" সে আবার বললো।

আমি নিঃশব্দে এগিয়ে এলাম। লাইফ-হেভেন ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

দশ ॥

পথে নেমেই ডিঠিবি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। আমার বাঁ-হাত তার হাতে নিয়ে চেপে ধরলো সে। জোরে ব্যস্ত হয়ে চলতে লাগলো। যেন এই পৃথিবী থেকে অন্য কোথাও অনেক দূরে আমাকে নিয়ে যেতে চায় সে। আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে বড় রাস্তাটা পেরিয়ে এলো। তারপর আরো খানিকক্ষণ আমরা হাঁটলাম। নিঃশব্দ সে হাঁটা ··· নির্বাক সে চলা। কোনো কথা আমরা বলি না কেউ।

"এই পার্কটা খুব নির্জন ··· ওখানে গিয়ে বসি।"

"চলো।"

আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই সে পার্কে ঢুকলো। নিয়ন লাইটের আলোয় বাগানের সবুজ আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। ঝোপ ··· ঝাপড়া আর বড় বড় গাছের সারি। তার মাঝেই ছোট ছোট বেঞ্চি ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। এই আবছা আলোয় আরো কতো জীবন ··· জীবন-স্বপ্নে বিভোর হয়ে বসে আছে। এক পাশে একটা ঝোপের আড়ালে খালি বেঞ্চিটায় এসে বসলাম আমরা দু'জনে। বসেই ডিঠিবি একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। যেন কোন এক বোঝার দায় থেকে মুক্তি পেলো। ডিঠিবি আমার কাছে···আরো কাছে সরে এলো।

"উফ্ ··· আমার কি ভয় লাগছিলো ··· ভাবছিলাম আর বুঝি আপনার সঙ্গে দেখা হলো না।" হঠাৎ বললো সে। সে স্বর এমন আন্তরিকতায় ভরা ··· মনে হলো ··· যেন কতো কালের চেনা আমরা দু'জন।

"জাহাজ যে হঠাৎ ভেসে যাবে ··· জানতাম না।" আমি বললাম : "কিন্তু ··· ডিঠিবি ··· আমাকে সত্যি করে বলবে···"

"কি ?"

"তা···তা কি সত্যি ডিঠিবি ··· তুমি !"

"আঃ ··· হ্যাঁ ··· সে কথা সত্যি ··· আমার দেহে নতুন জীবন এসেছে ··· আমি টের পাচ্ছি এখন ··· বেশ টের পাচ্ছি···"

"ডিঠিবি !"

"আপনি ভয় পাবেন না। আমার জীবনের সঙ্গে যে আজীবন জড়িয়ে থাকবেন আপনি। তাই আমার ভয় লাগছিলো ··· বুঝি আর আপনার সঙ্গে দেখা হলো না। বুঝি এক রাত্রির স্মৃতি সমস্ত জীবন ধরে বইব।"

কি এক অজানা আশঙ্কায় আমার দেহ কেঁপে উঠলো। হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেলো এই মুহূর্তে। ডিঠিবির দেহে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠবে যে জীবন ··· তার উৎসে আমি। কিন্তু আর্তনাদ আর হা-হুতাশে কি হবে এখন। অন্ধ উন্মাদনা যে কোথায় নিয়ে যায় মানুষকে ··· আমি আর ভাবতে পারি না।

"কি হবে ডিঠিবি ?" আমি বলি।

"ভয়ের তো কিছু হয় নি।" ও বললো শঙ্কাহীন কণ্ঠে : "শুধু আরেকটি সঙ্কর-জীবন এই দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বড় হবে ··· বেড়ে উঠবে। কিন্তু আশ্চর্য কি জানেন!"

"কি ··· কি ডিঠিবি?"

"সেদিন যখন আপনি চলে গেলেন ··· আমি শুধু অপেক্ষাই করলাম ··· তারপর ··· সেদিন যখন টের পেলাম নতুন জীবনের সাড়া ··· আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সে ভয় হঠাৎ কেটে গেলো ··· আর কোনো ভয় লাগছে না এখন। এক দুরন্ত মায়া জেগে উঠেছে— কেমন অদ্ভুত সব কল্পনা। বেশ লাগছে ভাবতে। এখনো তো কতো দেরী ··· তবু মনে হয় ··· এখুনি সে আসুক ··· এখুনি যেন দেখতে পেলে ··· কতো না আনন্দ। এমন ভাবনা কেন হয় ··· জানি না। কেমন হবে সে দেখতে যদি···ঠিক আপনার মত হয়! আঃ — আপনি এতো মুষড়ে পড়ছেন কেন ···"

"তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না ডিঠিবি।'

"আমার খারাপ কিছুই হবে না ··· কোনো ভয় নেই। আমার ভাবতে কেমন আনন্দ লাগে···জানেন হয়তো···একদিন দেখবেন ··· আপনার এই স্মৃতি দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের মুক্তি আনবে ··· আমার স্বপ্ন ··· আমার···আমার আকাঙ্খাকে ভরে তুলবে সে।"

"আঃ ··· ডিঠিবি ···"

"না ··· মিথ্যে হবে না। কতো খুঁজেছি ··· কিন্তু এমন

করে হারিয়ে যাই নি। যেন আপনারই অপেক্ষায় ছিলাম এতোদিন।

"ডিঠিবি ··· আমি চলে গেলে ···"

"চলে তো আপনাকে যেতেই হবে। আপনাকে যে রাখতে পারবো না ··· কিন্তু ··· তার আগে ··· স্মিমাংগো এলেই আপনাকে নিয়ে যাবো।"

"কার কথা বললে তুমি ডিঠিবি?"

"তাকে আপনি চেনেন না ··· চিনবেন না ··· সেই স্মিমাংগো না হলে আপনাকে আমি পেতাম না। কিন্তু ···"

"আমি বুঝতে ··· বুঝতে পারছি না ডিঠিবি।"

"সব বুঝতে পারবেন। স্মিমাংগোর সঙ্গে আলাপ হলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। হয়তো সব বলতাম ··· কিন্তু আমার নিজের কথা ছাড়া আর কিছু বলার নেই।"

আপন মনে ডিঠিবি বলে চলেছে। আমি ওর কথা শুনি··· কিন্তু আমার কোনো ভাষা নেই আজ। যে অনাগত জীবনের মায়ায় সে অধীর ··· অধীর ··· উতলা ··· সে জীবনের জন্যে আমি কোনো আকর্ষণ অনুভব করছি না। শুধু মনে হয় ··· এই সরল-প্রাণ জীবনের এ আমি কি করলাম। হায় নাবিক ··· তোমার উন্মাদনার পরিণাম ভেবেছো কখনো।

"আজ আমাকে ফেলে চলে যাবেন না তো?" ডিঠিবি বললো।

"না ··· যাবো না ··· আর কখনো যাবো না ডিঠিবি।"

"আ : ··· কতো ভালো আপনি" এক যুগের নিঃশ্বাস ছেড়ে ডিঠিবি বললো : "···বাংলা দেশে মেয়েদের নাম কেমন হয় ··· আমাকে তেমন একটা নামে ডাকুন ··· খুব সুন্দর একটা নাম।"

"তোমাকে নতুন নামে ডাকবো ··· হ্যাঁ তাই হোক তুমি যে আমায় নতুন করে জীবনকে দেখালে ··· কিন্তু।" ডিঠিবির মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ভাবলাম! মনে হলো বীথি বলে ডাকি তাকে। বললাম : "তোমাকে বীথিকা বলে ডাকবো।"

এ নামের কি কোনো অর্থ আছে ?"

"বীথি ··· হ্যাঁ ··· আছে ··· তুমি যে আমার জীবনের সেই পথ ··· যে পথকে আগে আমি জানতাম না বীথিকা।"

"আঃ ··· ওগো ··· আমাকে ডাকুন আবার।"

"বীথি ··· বীথিকা।" আমি ডাকলাম।

ডিঠিবি মুখ তুলে চাইলো আমার দিকে। তার চোখের দৃষ্টি আমার চোখে চোখে। কোন এক আনন্দের জোয়ারে যেন ভরে উঠলো সেই চোখ। কেমন ছলছল করে উঠলো চোখ দু'টো। অশ্রু কি ··· হ্যাঁ ··· তাই। ক'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো! যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে তার দেহ।

"বীথি ··· বীথিকা ··· তুমি কাঁদছো!"

"দোহাই ··· দোহাই ···"

এক নিবিড়তা ঘেরা কণ্ঠ। যেন এই নিঃসীম নির্জনতাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায় না। ধীরে তার হাত দু'খানা তুলে আমার দু'কাঁধে রেখে আরো কাছে এলো সে।

"বীথিকা … "

"উঃ … না না গো … সে আমি হারাতে পারবো না।…"

"বীথিকা …"

"হুঁউ …

সাড়া দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো সে। আমিও উঠে দাঁড়ালাম তার পাশে। নিঃশব্দে হঠাৎ সে এগিয়ে চলতে লাগলো।

পথঘাটে নেমে এসেছে নির্জনতা। দু একজন চলমান মানুষকে দেখা যায় এদিকে … ওদিকে। কখনো দু'একখানা মোটর চলে যায় আমাদের পাশ কাটিয়ে। আমাদের নিঃশব্দ চলায় বাধা আসে না কোনো। অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকি আমরা। শহরের সীমানা ছেড়ে এক সময়ে এক গভীর অন্ধকারে নেমে আসি। কোথায় চলেছি আমি … জানি না। আজ ফিরে যাওয়ার কোনো সংগতি নেই আমার। সামনে অফুরন্ত ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকারকে লক্ষ্য করে আমরা চলেছি … চির অন্ধকারের যাত্রী যেন দু'জন।

॥ এগার ॥

অন্ধকারে দেখা গেলো কতকগুলো লালচে আলো। যেন আকাশের কতকগুলো নিষ্প্রভ তারা। কিন্তু ওগুলো তারা নয় ··· পাহাড়ের ওপাশে যে সব ঘরবাড়ী তারই আলো। কখনো নড়ে ওঠে ··· কখনো হারিয়ে যায় অন্ধকারে।

পাহাড়ে হাঁটা পথ ধরে নীরবে চলতে থাকে ডিঠিবি। আমার হাতখানা আরো শক্ত করে ধরলো সে। পাহাড়ে চলা আমার অভ্যেস আছে ··· তাই হাঁপিয়ে উঠলাম না। উঁচু পাহাড়ের শীর্ষে এসে মুহূর্তকাল দাঁড়ালাম আমরা। চোখ ফিরিয়ে চাইলাম চারিদিকে ··· ওপাশে ডার্বান শহরের জ্বলজ্বলে আলো। এপাশে ঘোর অন্ধকার। এই আলো আর অন্ধকারের মাঝে আমরা দু'টি জীবন। পরস্পরকে যারা চিনত না কোনদিন।

"এই আমাদের রিজার্ভ।" ডিঠিবি বললো: "এখানে আমরা থাকি ··· আমি থাকি ··· একা ···"

নীচে সমতল উপত্যকা। ঘোর অন্ধকারে ঢাকা। কোথাও দু-একটি আলো অস্বচ্ছ। সে আলোগুলো চলাফেরা করে কখনো ··· যেন যমপুরীর অশরীরীদের চোখ। আর কিছু

দেখা যায় না। ঘরবাড়ী আছে কি নেই ··· বোঝা যায় না। ডিঠিবি কোনো কথা না বলেই নামতে শুরু করলো। আমাদের চলায় পাথর নুড়ি গড়িয়ে পড়ে কখনো। ধীরে এই উপত্যকায় এক সময়ে নেমে এলাম আমরা। ওপর থেকে যা দেখতে পাই নি ··· এবারে তা অস্পষ্ট হলেও দেখা গেলো। ঝোপড়ার মত বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা খানকতক চালা ঘর ··· চারপাশে একই রূপ ··· একই আবেশ। ঘরগুলোর বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে টিম টিম লালচে আলো দেখা যায়। আমার মনে হলো বুঝি বাংলারই কোনো গ্রামে এসে দাঁড়ালাম আমি। এতোই পরিচিত ··· এতোই চেনা মনে হলো। ওপাশে খানিক দূরে একটা ছোট্ট মশাল হাতে কে একজন এঘর থেকে ওঘরে গিয়ে ঢুকলো। কয়েক মুহূর্তমাত্র দেখা গেলো সে আলো ··· তারপর হারিয়ে গেলো অন্ধকারে।

ডিঠিবি হঠাৎ আমার হাত চেপে দিয়ে বললো : "চলুন।"

আবার চলতে লাগলাম আমরা। দু'পাশে চালাঘর। স্পন্দনহীন জীবন যেমন আচ্ছন্নতায় ডুবে থাকে ··· তেমনি এই ঝোপড়ারূপী ঘরগুলো। আমরা এসে থামলাম একটা চালাঘরের সামনে।

"বড় অন্ধকার!" ডিঠিবি হঠাৎ বললো আবার।

"সত্যি ··· খুব অন্ধকার।" সাড়া দিলাম আমি।

"এই একটু ··· আলোটা জ্বেলে নিই।"

আমার হাত ছাড়িয়ে অন্ধকারে এগিয়ে গেলো সে। আবছা

ছায়ামূর্তির মতো তাকে দেখতে লাগছে। ঘরের দোরখানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে খুলে গেলো। সেই অন্ধকারে হারিয়ে গেলো সে। দেশালাই-এর খস খস শব্দের সঙ্গে জ্বলে উঠলো আলো। তারপর একটি ছোট্ট লণ্ঠন হাতে নিয়ে দোরের সামনে এসে দাঁড়ালো ডিঠিবি।

"দাঁড়িয়ে রইলেন যে!" বললো ও।

নির্বাক আমি শিথিল পায়ে ভেতরে এলাম। ঘরখানা বাঁশ আর কাঠের সহযোগে তৈরী হলেও পরিপাটি করে গুছানো। একপাশে হাত দেড়েক উঁচু একটা টেবিল। তার নীচে-ওপরে গাদা গাদা বই ঠাসা। বেতের তৈরী উঁচু মোড়া একটা। ওপাশে এক কোণায় একটা স্টোভ ··· থরে থরে সাজানো বাসনপত্র। এপাশে বেড়ায় ঝুলানো একটা আয়না। তার পাশে বেড়ার দিক ঘেঁষে রঙ-করা চটের পর্দায় ঢাকা খানিক জায়গা। আমি চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলাম।

ডিঠিবি হঠাৎ হেসে উঠলো। তার এই প্রাণখোলা হাসিতে আর বিমর্ষতা নেই। এক উজ্জ্বল···আনন্দমুখর ডিঠিবি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমার হাসি পাচ্ছে।" হেসে হেসে বললো ও।

"কেন।" সাড়া দিলাম আমি।

"সেই ভোরে বেরিয়েছিলাম ··· পেটে দানা পড়েনি একটাও ··· আজ বুঝি আপনার বিরক্তি ভরা মুখ দেখবো শুধু।"

আমার কাছে এলো ডিঠিবি। দাঁড়ালো আমার বুক ঘেঁষে। আমি নির্বাক চোখে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

"আপনি কাপড় বদলে নিন...আমি খাবার তৈরী করি।"

"এ্যাঁ...অ...আচ্ছা।" আমি সাড়া দিলাম।

ডিঠিবি এগিয়ে পর্দার আড়ালে সরে গেলো। পর্দার আড়াল থেকে একটা স্লিপিং-গাউন এগিয়ে দিলো। গাউনটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম।

"গাউনটা পরে নিন ... ছোট হবে না ... বেজায় বড়।" পর্দার আড়াল থেকেই ডিঠিবি বললো : "স্মিমাংগো এলে এই গাউনটা পরেন।

গাউনটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে মোড়ায় বসলাম। বসেই রইলাম। প্রথম রাত্রির প্রত্যেকটি ঘটনা একটু একটু করে ভসে এলো। সেই কথাগুলো নতুন করে আবার বাজলো আমার মনে। কেমন এক রহস্য জট পাকিয়ে উঠলো ধীরে ধীরে। এই ডিঠিবি ক্যুমালো কে...কে সে!

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ডিঠিবি। পরনে ছোট্ট নিকার। বক্ষ আবৃত বক্ষ-আবরণীতে। সে প্রস্ফুটিত যৌবন আরো প্রখর হয়ে উঠলো।

"পুরো রাত বুঝি বসে থেকেই কাটিয়ে দেবেন।" বললো ও।

'না...না...এই তো।" বলে উঠে দাঁড়ালাম। কোণায় গিয়ে ডিঠিবি স্টোভটা জ্বালতে লাগলো।

"আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম...ইচ্ছে করেই...আপনার

অসুবিধে হবে জেনেও···ডার্বানেই সেই বিখ্যাত হোটেল দেখে তো আমাদের জানতে পারবেন না। আপনাদের দেশে হয়তো অনেকেই জানবে যে অসভ্য নরখাদক নিগ্রো ··· কতো না কাহিনী আমরাও জানি ··· সে সব কাহিনী নিয়ে বইও লেখা হয়, সিনেমাও তোলে ওরা ··· অনেকেই তা মেনে নেয় ··· কিন্তু জানেন, সে কাহিনীর বহু কিছু আজগুবি? সে কাহিনীর সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন মিল নেই। তবু শ্বেতাঙ্গরা তা-ই এখনো প্রচার করে। অথচ···আমরা আমাদের কাহিনী কাউকে শোনাতে পারি না। আমরা বলতে পারি না যে ··· আমরা নিগ্রোরাও মানুষ ··· সব অনুভূতি আমাদেরও রয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কোন অংশে আমরা কম ভাবি না··· অনেক ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে বেশীই ভাবি আমরা। শুনেছি যে আজকার ভারতমহাসাগর এককালে সেখানে ছিলো না··· আফ্রিকা আর ভারত মহাদেশের মাঝে এই দুস্তর ব্যবধান ছিলো না। সে নাকি কয়েক লক্ষ বছর আগের কথা। জানি না··· এসব কথা নাকি আবার অনেকে মানতে চায় না। তবে শুনেছি ···আপনাদের দেশেও নাকি আবার শ্বেতাঙ্গদের মতো অনেকেই নিগ্রো বলে ঘৃণা করে আমাদের···”

“না ··· না ··· কে বললো সে কথা। অন্ততঃ বাংলাদেশ পৃথিবীর কোনো মানুষকে···কোনো জাতিকে ঘৃণা করতে পারে না···বাংলা দেশ ঘৃণা করে তাদেরই···যারা মনুষ্যত্বকে অপমান করে ··· মানুষের জীবনকে শৃঙ্খলিত করে।”

"অঃ।" আমার দিকে চুপ করে চেয়ে রইলো ডিঠিবি।

"ডিঠিবি।" আমি ডাকলাম।

"কি!"

"এ সব রাজনীতির কথা কোথা থেকে তুমি জানলে?"

"আপনি জিজ্ঞেস করবেন তারই অপেক্ষায় ছিলাম···আজ আমি আনন্দিত···আমার অনুমান মিথ্যে হয় নি···ভুল আম হয় নি···এতোদিনে আমার দায়িত্ব মেটাতে পারলাম আমি।"

"তুমি কি বলছো ডিঠিবি!" আমি বললাম।

জবাব না দিয়ে সে হাসলো নীরবে। চোখ ফিরিয়ে মিয়ে আবার কাজে মন দিলো। আমি গাউনটা পরে মোড়ায় বসলাম আবার। আমি বিস্মিত হলাম ডিঠিবির এই সব কথা শুনে। এ সব কথা যে তার মানায় না যাকে মদের আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম!

চারিদিকে গভীর স্তব্ধতা। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা রব। কখনো কোনো ব্যাঙের ডাক ভেসে আসে। এই সব অতি পরিচিত পরিবেশ আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমার বাংলার এক একটি গ্রামের রাত্রি। এই থমথমে পরিবেশে ডিঠিবির হাত লেগে কাপ-প্লেটের শব্দ চামচের টুং টাং আওয়াজ এই নৈঃশব্দ্যকে গভীর অনুভূতিতে ভরে তোলে।

"তোমাদের এখানে যেন আর কেউ নেই ··· মনে হয়।"

"ছিলো ··· সব ছিলো।" ডিঠিবি বললো: "এখন দু'চার জন বৃদ্ধ আর আতুর রয়েছে। সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে

শ্বেতাঙ্গরা ··· মনে পড়ে সেই রাত্রি ··· সেই প্রথম রাত্রি ··· যে রাতে আপনাকে আমি পেয়েছিলাম।”

“হ্যাঁ ··· মনে আছে ··· সেই হিমালয় বার ··· আমরা অনেকেই গিয়েছিলাম সেখানে। তুমি আমাদের কাছেই বসেছিলে কোথাও। পুলিশ এসেছিলো এক সময়ে ··· সে পুলিশ হামলায় অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিলো। সেদিন তুলনা করেছিলাম ··· তোমাদের আর আমাদের দেশ এতো দূরে থেকেও যেন কতো কাছে।”

“তাই তো সে রাতে আমি ফিরে আসতে পারি নি। আপনাকে না পেলে কি যে হতো ··· জানি না।”

বলতে বলতে ডিঠিবি উঠে এলো। সে দেয়ালে হেলান-দেয়া কাঠখানা মেঝেয় বিছিয়ে বিছানা পাতলো তার ওপরে। তারপরে ··· আবার ফিরে গিয়ে খাবার নিয়ে এলো। স্যাণ্ডউইচ আর কফির কাপ দু'টো রাখলো বিছানার ওপরে। পা দু'টো জড়ো করে হাঁটুর ওপর চিবুকের ভর রেখে চাইলো আমার দিকে।

বললো: “সে রাত্রে তাই এখানে আসিনি। আপনাকে পেয়ে পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। সে রাতেই এখানেও ওরা হামলা করেছিলো ··· ধরে নিয়ে গেছে সবাইকে। আগুন যে লুকানো থাকে না ··· তাই ওরা চায় সে আগুন নভিয়ে দিতে। কিন্তু তা সম্ভব হবে না। একটা জাতিকে কি নিঃশেষ করে দেয়া যায়।”

"না ··· না ··· অসম্ভব ··· কোনো জাতিকে ধ্বংস করা যায় না ডিঠিবি।"

"কিন্তু ··· তাই ওরা চায়। ওরা চায় ··· আমরা ক্রীতদাস থাকি তাই তারা চায়। কিন্তু···হ্যাঁ···আমরা তা চাই না ··· তা চাই না ··· তাই আমাদের এই সংগ্রামও ততোদিন থামবে না ···"

"সংগ্রাম ··· সংগ্রাম থামবে না! কে তুমি ডিঠিবি!"

"কফি নিন ··· স্যাণ্ডউইচও। আজ বেশ শীত পড়েছে। জুলাই মাসে শীত আরো বাড়বে। কেপটাউন অনেক সময় বরফে ঢেকে যায়, জোহানেসবার্গেও বরফ জমে। ডার্বানে মোটামুটি শীত পড়ে। এই যে খাবারটা নিন।" প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বললো সে: "আমি যে বীথিকা···বীথিকা বলে আমাকে ডাকবেন না?"

"কিন্তু ···তুমি কে বীথিকা?"

"সারারাত কি বসে বসে কাটিয়ে দেবো?"

"ডিঠিবি ··· তুমি কথা ঘুরিয়ে দিও না।"

"না ··· না গো ··· সব বলবো ···।" ডিঠিবির কণ্ঠে আবেগ জেগে উঠলো: "তাই তো ··· না হলে যে আপনাকে পেতাম না।"

ডিঠিবি তেমনি প্লেটটা ধরে রইলো। একটা স্যাণ্ডউইচ তুলে নিলাম আমি। কিন্তু খেতে ইচ্ছে হলো না। এই রহস্যময়ী ডিঠিবির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কখনো শীতের দমকা হাওয়া এসে ঘরটাকে নাড়িয়ে দেয়। একটা কুকুর ডেকে ওঠে কোথাও ··· অনেকক্ষণ ধরে ডাকে। ডিঠিবি সে ডাক লক্ষ্য করে উঠে দাঁড়ায়। বাঁ-হাতে লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দেয়। কোন এক অজানা আশংকার বার্তা যেন বয়ে আনলো এই কুকুরের ডাক। ডিঠিবি কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি ওর দিকে চাইতেই হাত তুলে ইশারা করলো। আমি নিশ্চুপ রইলাম। তারপরও অনেকক্ষণ কুকুরটা ডেকে ডেকে থেমে গেলো এক সময়ে। তবুও ডিঠিবির আশংকা যেন যায় না। এক সময়ে গভীর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার এসে বসলো বিছানায়।

"না ··· এই পুলিশদের বিশ্বাস নেই। কখন আসে ··· কখন যায়।" বলতে বলতে কাপটা তুলে এক নিঃশ্বাসে কফিটুকু শেষ করলো সে। কাপটা নামিয়ে রেখে চাইলো আমার চোখে চোখে। বললো : "রাত যে বাড়ছে ··· আপনার ঘুম পায় নি। আমি বড় ক্লান্ত ··· দেহ জড়িয়ে আসছে।"

ডিঠিবির চোখ দুটো ঘোর হয়ে উঠেছে। হাই উঠছে বারবার। ঝিমিয়ে পড়ছে সে।

"তুমি ঘুমোও।" আমি বললাম।

"আর আপনি?" ডিঠিবি বললো অনুনয়ের স্বরে : "না··· গো না ··· কিন্তু আপনি আমার কাছে থাকুন।"

ডিঠিবি বিছানায় এলিয়ে পড়লো।

বিছানা খুব প্রশস্ত নয়। বালিশ একটাই। তাও রেখেছে

আমার জন্যে। একখানা কম্বল···আর চাদর। সে চাদর দিয়েই কোমর অবধি ঢাকলো সে। পাশ ফিরে চাইলো আবার। বললো : "আগের বারের মতো হঠাৎ চলে যাবেন না তো?"

"জানি না বীথিকা ··· হয়তো আমি যাবো না।" আমি বললাম : "কিন্তু ··· পরশুই হয়তো জাহাজ ভাসবে আবার।"

'পরশু ··· মানে ··· শুধু কালকের দিন!"

কথা শেষ হবার আগেই উঠে বসলো ডিঠিবি। কেমন এক ভীরু চোখে চেয়ে থাকলো আমার দিকে।

"কিন্তু ··· আমি ফিরে যাচ্ছি না।" আমি বললাম।

"অ্যাঁ ··· না ··· না ··· সে হয় না। পুলিশ আপনাকে ধরে ফেলবে। এ দেশকে তো জানেন না ··· আপনাকে ফিরে যেতেই হবে ··· হ্যাঁ ··· তবু ··· তবু আপনাকে ফিরে যেতে হবে।···"

ডিঠিবির গলা ধরে আসে।। আমি বুঝতে পারি ··· সে কাঁদছে। আর হয়তো এমনি সমস্ত জীবন ধরে সে কাঁদবেই শুধু। সে কান্না কেউ থামাতে পারবে না।

"বীথিকা ··· "

"উঁ।" ···

"তুমি ক্লান্ত ··· ঘুমোও।"

"হ্যাঁ ··· আমি ঘুমোচ্ছি।" ডিঠিবি সাড়া দিলো ধীরে।

॥ বারো ॥

ঘুম ভাঙ্গলো স্বাভাবিকভাবেই জাহাজে যেমনটি ভাঙ্গে রোজ। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে রোদের আলো। শন শন হাওয়ায় কেঁপে উঠছে ঘরখানা। বাইরে কথা বলছে কারা দুর্বোধ্য ভাষায়। আমি পাশ ফিরে চারপাশে তাকালাম। ডিঠিবি স্টোভের ওপর থেকে একটা বড় টিন দু'হাতে ধরে নামিয়ে রাখলো নীচে। তারপরে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলো ওপাশে। এতো ধীরে…এতো সাবধানে পা ফেলছে…কোনো শব্দ হচ্ছে না। হয়তো আমার ঘুমে কোনে বাধা আনতে চায় না বলেই ডিঠিবির এই সাবধানতা। আমি উঠে বসতেই সে ফিরে চাইলো আমার দিকে। বললো: "গুড মর্নিং।" আমি সাড়া দিলাম প্রত্যুত্তরে।

"বেশ শীত পড়েছে…না?" ও বললো।

"হ্যাঁ।" বলে উঠে বসলাম। তারপর গাউনটা বদলে আমার পোশাক পরে মোড়ায় বসলাম। দু'টো কাপ ভরে কফি নিয়ে এলো সে। বিছানায় বসে একটা কাপ এগিয়ে দিলো আমায়। তার মায়া-ঘেরা চোখ দু'টোর দিকে কোনো রকমেই তাকাতে পারি না।

"কি অদ্ভুত…জানেন…!" ও বললো।

"কি ?"

"আজ ২৯শে তারিখ।"

"হ্যাঁ।" আমি বললাম।

"আজ তিন মাস হলো···মনে পড়ে সেই প্রথম দিন।"

"একটুও ভুলি নি ডিঠিবি।" আমি বলি: "সেদিন আমরা অনেকেই ছিলাম সেখানে···মদের নেশা আর উদ্দামতায় ডুবেছিলাম আমরা। মদের নেশায় উইলিয়াম তোমাকে পাকড়াও করে এনেছিলো···"

"না···না।" বাধা দিলো ডিঠিবি। বললো: "পাকড়াও করে আমাকে কেউ আনেনি ··· আমি নিজেই এসেছিলাম··· আপনাদের পাশে বসে সব কথা শুনছিলাম ··· আপনার কথা শুনে শুনে ভাবছিলাম ··· আমার এতোদিনের পরিশ্রম বুঝি সার্থক হলো···স্মিমাংগোর কাছে আমার কথা আমি রাখতে পারবো। নাবিকদের তো দেখেছি···মেয়ে আর মদ নিয়েই তো সব···তার উপরে যে আসল জীবন···তার কথা তো ওরা ভাবে না···আমি আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম···কিন্তু স্মিংমাগোর কথাই সত্য···তিনি বলেন···এদের মধ্যেও অনেকে আছে··· যারা খুঁজে খুঁজে বের করে নেয় জীবনকে···এই দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্পর্কে আপনি যা বলেছিলেন···তা আজও ভুলি নি···"

"বীথিকা···এসবের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ?"

"আছে···আছে।" ডিঠিবি সাড়া দিলো: "জানেন··· আমি অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি···সে সময় কখন আসে···প্রাণ

খুলে সব আপনাকে বলি। সেদিন পুলিশকে বলেছিমাম, আমি বিজনেস গার্ল···দেহ আমার পেটের ক্ষুধা মেটায়··· আমরা যে শহরে থাকতে পারি না। আমি ইংরেজী শিখেছি ···তবুও নয়। শ্বেতাঙ্গদের দাসখতে নাম লিখিয়ে পারমিট নিয়েছি যে আমার দেহই হবে আমার ভরণপোষণের মূলধন। হয়তো তাই হতো··· যদি না স্মিমাংগোর দেখা পেতাম। লাইফ-হেভেনে আমি নাম মাত্র কাজ করি···মিসেস স্পাকও আমাদের আদর্শে বিশ্বাসী···স্মিমাংগোকে প্রাণ দিয়ে ভালো-বাসেন। কিন্তু জানেন···খুব কম শ্বেতাঙ্গ আর ভারতীয়রা আমাদের সঙ্গে মেশে···ভারতীয়রা কেন দূরে সরে থাকে?"

"আমি জানি না বীথিকা।"

"একমাত্র ডাঃ মীর···তিনি আপনাকে চেনেন ··· আপনার কথা তাঁকে বলেছি। তাঁর কাছে নিয়ে যাবো। এই ডাঃ মীর ছাড়া আর কেউ আসে না। স্মিমাংগোর কথাই সত্যি। শতাব্দীর ওপরে এখানে ভারতীয়রা রয়েছে···লক্ষ লক্ষ ভারতীয়। কিন্তু ···তারা শ্বেতাঙ্গদের অনুচর হয়েই আছে এই দেশকে শোষণ করতে। শ্বেতাঙ্গদের মতো ওরাও ঘৃণা করে আমাদের। কেন ···সে কথা আমরা জানি না। হয়তো আমরা শ্বেতাঙ্গদের দাসখতে হাজিরা দিতে চাই না বলে ··· তারা আমাদের সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকে।"

"এ সব কি বলছো তুমি।"

"হাঁ ··· তাই। আমাকে বাধা দিলো সে। ক্রমে সে

উত্তেজিত হয়ে উঠল ঃ "হ্যাঁ ... তাই ... এখানকার ইণ্ডিয়ানরা নিজের সুযোগ সুবিধের জন্যে কখনো কাছে আসে...সেটুকুও নেতৃত্বের জন্যে...এই যা...না হলে...তাদের ব্যবসা ... আর সুযোগসন্ধানী মনোভাব নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের সহায়তাই করে সর্বক্ষণ। আপনাদের গাঁধী...দেখুন তো... ভাগ্যিস..."

"বলো...থেমে যেও না বীথিকা।" আমি বললাম।

কিন্তু হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে গেলো সে। আমি লক্ষ্য করলাম তার উত্তেজনা কমে গিয়ে জেগে উঠছে আবেগ। তার চোখে দেখা গেলো সেই কাতর দৃষ্টি।

"জানি না...আপনাকে এমন করে কেন পেলাম। সব যেন কেমন হয়ে গেলো। নিজেকে কেমন করে হারিয়ে ফেলে-ছিলাম সেদিন...না...না...স্মিমাংগো যে আমাকে সেজন্যে পাঠান নি...তিনি চেয়েছিলেন একজন স্বাধীন ভারতীয়কে সংগ্রহ করতে ... সে দায়িত্ব আমার ওপরেই এসেছিলো... আমি সফলও হয়েছি ... কিন্তু ... আমি যে কি হারাতে বসলাম—"

"বীথিকা..."

"জানি না।" বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলো সে। বেশ খানিকক্ষণ কেমন নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো।

"বীথিকা!"

"আঃ—এমন কেন হয়...আমি নিজের কথা এতো কেন ভাবছি—স্মিমাংগো তার জীবনের সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন

…আর আমি … ওগো … আমাকে ও পাগল করে দিচ্ছে… আমার সমস্ত মন…সমস্ত দেহ জুড়ে সে…”

ডিঠিবি আর কথা বলতে পারে না। গলা ধরে আসে তার। দু'হাঁটুর ওপরে মাথা গুঁজে নেয়। সে বুঝি কাঁদছে… না…কান্নার কোনো শব্দ শুনতে পাই না আমি। আমি আমার সমগ্র সত্তা হারিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকি। মনে মনে ভাবি....ডিঠিবির এই বেদনা কি কেউ কোনদিন মুছে দেবে… জানি না।

॥ তেরো ॥

জাহাজে ফিরে এলাম অবসন্ন হৃদয়ে। শেষবারের মতো জাহাজকে দেখে চলে যাবো আমি। মনে আর কোনো বেদনা নেই···জিজ্ঞাসা নেই। আমি স্থির ··· অটল। এই আমার যাত্রার শেষ।

কেবিনে আসার সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়াম এসে ঢুকলো। তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলাম : "উইলি···আমরা কবে যাচ্ছি?"

কথার সাড়া দিলো না সে। কেবিনের দোর বন্ধ করে হো হো শব্দে হেসে উঠলো।

"হাসছিস যে উইলি!" আমি বললাম : "জাহাজ কবে যাচ্ছে···জানলি কিছু?"

"যদি বলি আজই।"

"যাঃ, হেঁয়ালি করিস নে।"

"তোর বরাত ভালো রে স্যানাল ··· আরো ছয়-সাত দিন হয়তো থাকবে। কিন্তু···বলতো···সেই নিগ্রো মেয়ের পাল্লায় কি এতো ডুবে গেলি!"

"বাজে বকিস না উইলি।"

"হবেই তো ··· ষোল সতেরো বছরের কাঁচা মেয়ে, হোক না নিগ্রো" ···

"তুই যে কি উইলি।"

"ও শ্যালা ··· এখন ন্যাকা সাজা হচ্ছে।"

"বস উইলি।" আমি বললাম: "অনেক কথা আছে ·· শোন।"

উইলিয়াম হেসে হেসে সেটীতে বসলো। আমি বসলাম চেয়ারে। ছ'জনে মুখোমুখি। একে একে ওকে সব কথাই বললাম। শুধু ডিঠিবির রাজনৈতিক জীবনের কথা ছাড়া। কেন না, উইলিয়ামও শ্বেতাঙ্গ ··· ডিটিবির সংগ্রামী চিন্তা হয়তো তার কাছে দেখা দেবে অন্যভাবে। তাই সে কথা চেপে রাখলাম। এই শ্বেতাঙ্গ জাহাজে আমিই একক কৃষ্ণাঙ্গ। যদিও সে বৈষম্য এখানে নেই। তাই আমাদের আন্তরিকতা বর্ণহীন গোত্রহীন। আমরা ভালোবাসি একে অন্যকে। উইলিয়ামম গম্ভীর হয়ে সব শুনলো। তারপর হঠাৎ বললো: "তাহলে এবারে তুই কি করতে চাস ··· বিয়ে করবি?"

"বিয়ে ··· বিয়ের আর কি বাকী রইলো উইলিয়াম!" আমি বললাম: "কিছু তো আর বাকী থাকলো না।"

"অঃ ··· তাহলে তোমার অধঃপতন কম হয় নি।" উইলিয়াম বললো: "তাহলে প্রত্যেক বন্দরে এক-একটা করে বিয়ে করবি বল। শোন স্যানাল ··· তোকে বলি ··· এই সব মেয়েরা এমনি কাহিনী তৈরী করে একশো পাউণ্ড হাতে তুলে দিলেও ন্যাকা-কান্না কেঁদে আরো খসাতে চাইবে। বুঝলি ··· ভালোয় ভালোয় সরে পড় ··· কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গিয়ে

ফাঁসাবে জানতেও পারবি না। এটা দক্ষিণ আফ্রিকা ··· জাহাজ নয় ··· নিগ্রোদের তো চিনিস না ··· ভয়ঙ্কর। ··· টাকা আছে তোর কাছে ··· না হলে আমার কাছ থেকে নিয়ে যা ··· গোটা কুড়ি-পঁচিশ পাউণ্ড দিয়ে কেটে পড় ··· ভালো চাস তো আর যাস নে ··· বলে দিলাম” ···

“উইলি ···”

“হ্যাঁ ··· তাই বলছি ··· তুই ফাঁদে আটকে পড়েছিস। কে জানে ··· কোন শালাকে দিয়ে কি করিয়েছে ··· এবার তোর ঘাড়ে দোষটি চাপিয়ে তার জীবন চালিয়ে নেবে। ওসব মায়া কান্নাতে কানটি দিস না ··· না হলে মরবি বলে দিলাম।”

“তোর কাছে টাকা আছে তো উইলি।”

“হ্যাঁ ··· কতো চাই।”

“দেখ ··· আমার এই মাসের পুরো মাইনে পাওনা আছে ··· তা এক কাজ কর ··· আমাকে একশ পাউণ্ড দে ··· আমি লিখে দিচ্ছি ··· আমার মাইনে থেকে টাকাটা নিয়ে নিস।”

“কেন রে ··· পালাবি বুঝি।”

“না ··· তা নয় ··· হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায় ··· তাই।”

“যাই বলো দোস্ত ··· তোমার মতলব ভালো নয়। টাকা তোমাকে দিচ্ছি ··· তবে ওই ফাঁদে যেও না। পালিয়ে-টালিয়ে যেও না ··· এই দক্ষিণ-আফ্রিকায় ঝামেলা অনেক।”

আমি আর কথা বাড়ালাম না। উইলিয়াম যা ভাবছে তার সঙ্গে ডিঠিবির কোনো মিল নেই। তাই কথা বলে

উইলিয়ামকে রাগাতে চাইলাম না। আমি তো জানি ··· ডিঠিবিকে ··· কি চায় সে।

উইলিয়ামের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার কেবিনের দোরের সামনে এসে দাঁড়ালো মিঃ লেসলী আর মিঃ নাইডু। তাদের এই হঠাৎ আগমনে আমি আশ্চর্য হলাম। তারা এসে জাহাজে ধাওয়া করবে ··· আমি ভাবিনি। উইলিয়ামও ফিরে চাইলো। গ্র্যাণ্ড হিমালয়ে সেদিন পুলিশ হামলায় তারা হু'জনেই পালিয়ে গিয়েছিলো। তাই আমরা বিস্মিত হলাম। কিন্তু ওরা হু'জনে হেসে হেসে বললো : "গুড ইভিনিং ······ গুড ইভিনিং। ···"

॥ চৌদ্দ ॥

"আপনাদের কাছেই এলাম ··· সেদিনের ঘটনায় আমরা পালিয়ে গেলাম। এর পর আপনারাও চলে গেলেন ··· আমরাও সময় করে যে আসবো ··· বড় ঝামেলা এখানে।" চেয়ারে বসতে বসতে লেসলী বললো: "কিন্তু আজ একটা বিশেষ মতলবে এসেছি।"

"কি মতলব হে!" উইলিয়াম শুধালো ওদের।

"বুঝলে উইলি ··· মিঃ স্যানালকে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা।" লেসলী বললো।

"নিয়ে যাবে ··· কোথায়?" উইলিয়াম বললো।

এবার আর সময় নষ্ট করছি না ···· হঠাৎ আপনারা আবার কখন চলে যান ··· তাই আমরা আগে থেকেই একটা পার্টির ব্যবস্থা করেছি।" নাইডু বললো: "আমাদের ক্লাবে ··· আপনাকে যেতে হবে।"

"ওয়াণ্ডার-ফুল।" বলে উঠলো উইলিয়াম: "এ তো আমাদের স্যানির লাইন ··· তা মাল-টাল থাকবে তো ··· মাল থাকলে আমি যেতে পারি।"

"না ··· না ··· তা থাকবে না।" হেসে উঠে নাইডু বললো: "ভারতবর্ষ থেকে সাধারণতঃ বেশী এখানে কেউ আসে না··· তাই মিঃ স্যানালের কথা শুনে আমাদের অনেকেই কিন্তু খুব

উৎসুক বোধ করছে … ভারতবর্ষ সম্পর্কে সবাই শুনতে চায় … এমনি সব ব্যাপার …”

“কিন্তু আমি যেতে পারবো না … আমার কাজ আছে।” বাধা দিয়ে বললাম।

“খুব বেশীক্ষণ লাগবে না মিঃ স্যানাল … আমরাই আপনাকে গ্র্যাণ্ড-হিমালয়ে পৌঁছে দেবো।” নাইডু অনুরোধ জানালো।

“না … আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে।”

“আমরা সব ব্যবস্থা করে এসেছি · সন্ধ্যের সময়েই সবাই আসবে … অবশ্য একটা ভুল হয়েছে আমাদের আপনার সঙ্গে আগে থাকতে একটা সময় ঠিক করে নেয়া উচিত ছিলো… কিন্তু ব্যাপারটা হলো এই … যে আপনাদের জাহাজের ব্যাপার কিছু বলা মুস্কিল আর আপনার খুব একটা জরুরী কাজ থাকবে বলে ভাবতে পারিনি। খুব বেশীক্ষণ লাগবে না মিঃ স্যানাল।” বিনয়ে ঢলে প'ড়ে নাইডু বললো।

“কিন্তু আমার কাজ আছে।” আবার বললাম আমি।

“কেন বাপু তুমি যাবে না!” আমার কথা শেষ হতেই বলে উঠলো উইলিয়াম: “তোমাকে যেতেই হবে স্যানি… এমন কি কাজ হে তোমার … বিদেশী বন্দরে কি এমন জরুরী কাজ তোমার … তুমি তৈরী হয়ে নাও স্যানি … ভালো পোষাক পরে নাও।”

“তুমি বুঝতে পারছো না উইলি।”

"খুব বুঝতে পারছি ··· তৈরী হায় নাও। আমাকে আর বলতে হবে না ··· ওরা এসেছে ··· বেচারারা · আর তুমি না করছো।" উইলিয়াম বললো: 'সময় যাই লাগুক ··· বুঝলে নাইডু ··· তাকে আবার জাহাজে পৌঁছে দিতে হবে কিন্তু।"

"তা তো নিশ্চয়ই।"

অগত্যা আমাকে তৈরী হতে হলো। উইলিয়াম তাই চাই · যাতে ডিঠিবির কাছে আমি না যেতে পাবি জাহাজ থেকে বেরিয়ে আসার আগে উইলিয়াম আমাকে ওদের সামনে থেকে সরিয়ে এনে বললো: "স্ট্যানি ·· তুমি আব ওই নিগ্রো মেয়েটির কাছে যেও না ··· কিছু বলা যায় না স্ট্যানি ·· তোমাকে বিপদে ফেলে দেবে। সোজা জাহাজে ফি'র এসো।"

"তুমি কি বাইবে যাবে না উইলি?" আমি শুধালাম।

"না স্ট্যানি ··· আমি যাবো না।" উইলিয়াম বললো: স্ট্যানি. আবার বলে দিচ্ছি ··· তুমি এই নিগ্রো মেয়ের কাছে যেও না ··· পরে পস্তাবে · স্ট্যানি ··· মনে বেখো ··· ও একটি আস্ত শয়তান "

উইলিয়ামের কথায় কোন সাড়া না দিয়ে আমি চলে এলাম।

সমুদ্র থেকে বয়ে আসা খালের উপরে একখানি প্রকাণ্ড সেতু পেরিয়ে এলাম আমরা ··· সেতুখানি আলোয় আলোয় আলোকিত। তারপর বাঁ-পাশে মোড় ঘুরে পাহাড়ের ওপর

আলোয় আলোয় ঝলমল করা ক্লাবে এসে পৌঁছলাম আমরা। চারপাশে উঁচু নীচু পাহাড় ··· আলো আর অন্ধকারে ঢাকা ··· চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে চারপাশে। এই চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের মতোই আমাকে অভ্যর্থনা জানালো ওরা প্রত্যেকে। কিন্তু এর কিছুই আমাকে কেন যে আকর্ষণ করলো না ··· জানি না।

লেসলী এবং নাইডু আমার দু'পাশে। আমাকে নিয়ে আসায় তারা যেন গর্বিত। এসেছে অনেকে। কেউ ব্যবসায়ী ··· কেউ রাজনীতিবিদ ··· কেউ অধ্যাপক ··· কেউ ডাক্তার। সবার সঙ্গে পরিচয় শেষ হতে অনেকক্ষণ লাগলো। অনেকেই উৎসুক হয়ে আমাকে ঘিরে আছে। আমি চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলাম। একখানা প্রশস্ত হলঘরকে কেন্দ্র করে চারপাশে আরো কয়েকখানা কামরা। গাঁধী এবং জিন্নার প্রকাণ্ড দু'খানা ছবি টাঙ্গানো রয়েছে দেয়ালে। ছবি দু'খানার নিচে গোটাগোটা অক্ষরে আশীর্বাণী লেখা রয়েছে। আমাকে ছবি দু'খানার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কে একজন এগিয়ে এলো আমার পাশে।

বললো : "এরা দু'জনেই আমাদের দুই জাতির জনক ··· কিন্তু কায়েদে আজম এখানে আসেননি ··· পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার পরই তাঁর কাছে থেকে এই আশীর্বাণী চেয়ে এনেছিলাম আমরা ··· আর গাঁধী ··· তার তো রাজনৈতিক জীবন-দর্শন এখান থেকেই শুরু হয় ··· ডার্বান ছেড়ে চলে

যাবার আগে তাঁকে আমরা আমন্ত্রণ করে এনেছিলাম ··· তখনই তিনি তা লিখে দিয়েছিলেন।"

"অঃ।" আমি নীরবে সাড়া দিয়ে চোখ ফেরালাম।

সুন্দর স্বচ্ছ আচ্ছাদন বিছানো টেবিল ··· চেয়ার ··· এই সব ঘিরে এখানে যাঁরা আছেন ··· প্রত্যেকেই ইউরোপীয় পোষাকে আচ্ছাদিত। ভাষার মাধ্যমও ইংরেজী। অবশ্যই তা দোষের কথা নয়। সবাই ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির মানুষ এঁরা ··· তাই একের মাতৃভাষা অন্যের কাছে অবোধ্য। সেই প্রকাণ্ড টেবিলের একদিকে বসলাম আমি। তারপর টেবিলের দু'পাশে সবাই বসলো একে একে। আমার পাসে বসলেন একজন বয়স্ক ··· প্রায় ষাটের কাছে বয়স। তিনি আমাকে বার বার চেয়ে চেয়ে দেখছেন। আমি তার দিকে চাইতেই তিনি বললেন: "আমি ডাঃ মীর।"

"অঃ ··· আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম।" আমি বলি।

টেবিলের ওপর পরিবেশিত হলো বিভিন্ন জাতীয় মদ। আমার সামনে এনে রাখা হলো হুইস্কি ··· স্যাম্পেন ··· ক্যাইন। কয়েক বোতল সোডা এবং একটি প্লেটে বরফের টুকরো। কিন্তু আজ আমার ওসব খেতে কোনো ইচ্ছে নেই। তাই আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দ বোধ করছি আমরা।"

ওপাশ থেকে সেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী বলতে লাগলেন : "আমরা ভারতীয় ··· অথচ হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান আজো দেখিনি ··· সে আমাদের স্বপ্নের দেশ ··· আমরা কতো শুনি ··· অথচ সে সব দেখতে পাচ্ছি না···আমরা শুনেছি আজ নাকি আমেরিকার চেয়েও আমাদের দেশ ধনে-সম্পদে উন্নত হয়েছে···আপনার কাছ থেকে আমরা সেই সব কথাই শুনতে চাই ···"

"হ্যাঁ ··· আপনাদের কথাই ঠিক ··· ধনে-সম্পদে খুবই উন্নত হয়েছে।" সংক্ষেপে আমি বললাম। এছাড়া তো বলার কিছু নেই।

তারপরই শুরু হলো প্রশ্নবান। আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। আমি তো রাজনীতির কোনো বাণী বয়ে আনিনি এখানে··· একথা এরা বুঝবেন না ·· আমি কি করে তাদের বোঝাই।

"আমরা যদি দেশে ফিরে যাই···তাহলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, চালিয়ে যেতে পারতো তো!" আরেক জন বললো।

"হ্যাঁ ··· পারবেন ··· অনেক ব্যবসায়ী রয়েছে সেখানে।" আমি বলি।

"তাহলে যে ওরা বলে দেশ সমাজতান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে ··· ব্যাবসা-বাণিজ্য সব গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিচ্ছে।"

অন্য একজন বললো : "জানেন···এখানে অন্য ধরনের সমাজতন্ত্র হচ্ছে··· শ্বেতাঙ্গ সমাজতন্ত্র ··· এই দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমাদের সব কিছুই খুইয়ে যেতে হবে।"

ওদের প্রশ্নের জবাব কখনো দিচ্ছি ··· কখনো চুপ করে

থাকছি … তারা তাদের স্বপ্নের হিন্দুস্থান-পাকিস্থান সম্পর্কে জানতে চায় আমার কাছ থেকে। এই দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজ তারা ভীত … সন্ত্রস্ত। কিন্তু আমার মন পড়ে আছে অনেক দূরে। বারবার আমি ঘড়ি দেখছি। তাদের কথার মাঝেই হঠাৎ তর্ক শুরু হয়ে গেলো তাদের মধ্যে।

"না…না…একথা ঠিক নয়।" কে একজন বললে: "শত চেষ্টা করলেও এই জঙলী জাতকে মানুষ করা যাবে না। আমরা তো আজ এখানে একশত বছর মাত্র … কিন্তু ইউরোপীয়রা গত পাঁচ শত বছরেও ওদের মানুষ করতে পারলো না। মনে নেই ১৯৪৮ সালের ঘটনা … যদি শ্বেতাঙ্গরা … বিশেষ করে ইংরেজরা আমাদের সাহায্য না করতো … তাহলে … জানেন মিঃ স্যানাল … আমরা তৈরী হয়েছিলাম সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ার জন্যে।"

"সত্যি।" ওকে সমর্থন জানালো আরেকজন: "একমাত্র পথ ছিলো সমুদ্রে ডুবে যাওয়া…লক্ষ লক্ষ জ্যুলু আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল … জানেন … এবারে আমাদের বিপদ আরো বাড়বে … ডাঃ ভেরউড কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসছেন … ইংরেজদের কাছ থেকে আর কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না… কে জানে, এই ভেরউড সরকার আমাদের কেমন দেখবে…আর জ্যুলু…এই জঙলী জাত তো আমাদের দেখতেই পারে না…এই গোলামের জাতকে মনে হয় পায়ে পিষে মেরে ফেলতে…"

"আঃ···কি সব বলছেন আপনারা।" তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন আমার পাশে বসে থাকা বৃদ্ধ···ডাক্তার মীর : "কি সব বলছেন ··· পায়ে পিষে একটা জাতকে নিঃশেষ করতে চান ··· ইংরেজরা আপনাদের বন্ধু হলো···বিগত একশত বছর ইংরেজদের সঙ্গে মিশে ওদের আমরা শোষণ করেছি ··· এই জ্যুলুরা যদি চাইতো তাহলে কি আমাদের নিঃশেষ করতে পারতো না! এদেশে থাকতে হলে ধারণা বদলান।"

"ধারণা বদলাবেন ··· কি বলছেন ডাঃ মীর।" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো সে : "জ্যুলুদের রীতিনীতি আপনার জানাই আছে ··· কাল এসে যদি কোনো জ্যুলু যুবক বলে তোমার মেয়েকে বিয়ে করবো ··· তাহলে কি আমাদের মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দিতে হবে!"

ডাঃ মীর নীরবে ওদের দিকে চাইলেন···ওর জবাবে কিছুই বললেন না তিনি। আমার দিকে ফিরে চেয়ে বললেন : "আপনাদের কাছ থেকে দেশের কথা শুনি ··· আমাদের সমস্যা তো ওকে জানিয়ে লাভ নেই। কি বলেন আপনারা?"

"তা ঠিক।" অনেকেই ডাঃ মীরকে সমর্থন করে বললো : "তা ঠিক ··· আপনি আমাদের দেশের কথা বলুন ··· হাজার হলেও এটা পরদেশ···আপনার কাছ থেকেই শুনি আমরা।"

আমি ওদের দিকে চোখ বোলালাম। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হলো। কিন্তু ওরা প্রত্যেকে উৎসুক চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। আমি কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

"আপনি যে কিছুই খেলেন না!" হঠাৎ ডাঃ মীর বলে উঠলেন: "আপনার গ্লাসগুলো যে একেবারে শুকনো … আপনি কি ওসব খান না!"

"তাই তো … তাই তো।" ডাঃ মীরের কথার প্রতিধ্বনি করলো অনেকে। কিন্তু আমি মনে মনে স্বস্তি বোধ করলাম। ডাঃ মীর আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ায় নিজেকে হালকা মনে হলো।

"খাই না যে তা নয় … তবে আজ আমার ভালো লাগছে না।" আমি বলি।

"না … না … তাহলে খাবেন না।" মীর বললেন: "মন না চাইলে খাওয়া উচিত নয়।"

"ধন্যবাদ।" আমি বললাম।

তারপর অনেকক্ষণ অনেক কিছুই আলাপ হলো…সে সবই ব্যক্তির জীবনের কথা, জাহাজী জীবনের কথা। অনেকে জানতে চাইলো যে এই দক্ষিণ-আফ্রিকা আমার কাছে কেমন লাগলো। কিন্তু এবার একটা কথা জানতে ইচ্ছে হলো আমার।

আমি বললাম: "এখানে এসে শুনলাম যে ১৯০৮ সালে একজন ভারতীয় … জাতিতে পাঠান … নাম তার মীর আলম … গাঁধীকে হত্যা করতে গিয়ে আহত করেছিলো … কিন্তু কেন … একথা আমি জানি না।"

"হ্যাঁ…কথাটা সত্যি।" সেই ব্যবসায়ী বলে উঠলেন: "আমরা মহাত্মা গাঁধীর কাছে কৃতজ্ঞ … তাই আমরা আজো

এখানে থাকতে পারছি ··· ঘটনাটা ঘটেছিলো ব্ল্যাক-অ্যাক্টকে নিয়ে ··· এই নিগ্রো বর্বররা আমাদের সমান অধিকার চাইছিল — সেদিন গাঁধী না থাকলে আমাদের ওই কালো-আদমী নিগ্রো হতে হতো···এদেশের মাটির ওপরে আমাদের কোনো অধিকার থাকতো না ··· সেদিন মহাত্মা সেই সংগ্রাম করে জেনারেল স্মথকে বাধ্য করেছিলেন আমাদের সে অধিকার দিতে। কোনো কোনো ভারতীয় সেদিন তার বিরোধিতা করেছিলেন··· তাঁরা নিগ্রোদের পাতে তুলতে চাইছিলেন ··· ওই মীর আলম তাঁদেরই একজন ··· বর্বর ··· খুনী।"

"অঃ।" আমি আর কিছু বলতে পারলাম না।

এরপর আর কোনো গভীর আলাপ জমলো না। যেমন উৎফুল্লতা নিয়ে শুরু হয়েছিলো এই আসর ··· তেমনি এক নিশ্চুপতার মাঝে তার সমাপ্তি হলো। আমি ঘড়ি দেখলাম··· রাত্রি দশটা। উঠে দাঁড়ালাম আমি।

"আমাকে যেতে হবে এবার।" আমি বললাম।

"হ্যাঁ···হ্যাঁ···অনেক দেরী হয়ে গেলো আপনার।" একজন বললো।

"আজ সন্ধ্যাটা বড় ভালো কাটলো।" আরেকজন বললো।

ভাবগদগদ কণ্ঠে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ডাঃ মীর আমার সঙ্গে সঙ্গে রইলেন। লেসলী ও নাইডু এগিয়ে আসতেই ডাঃ মীর বললেন: "এই বিদেশীকে আমিই পৌঁছে দিচ্ছি।"

॥ পনেরো ॥

ডাঃ মীরের গাড়ী অদৃশ্য হতেই আমি পা চালিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। চলতে চলতে ঘড়ি দেখলাম বার বার। যে বৈঠক সেরে এলাম ··· তার কিছুই মনে রাখতে চাই না আমি। কে ভালো ··· কে মন্দ···তার বিচারের ভার আমার নয়। বিভিন্ন জাতির হৃদ্যতা গড়ে উঠতে কোথায় বাধা ··· তার বিচারও আমি করতে চাই না। আমার মনে শুধু একই ভাবনা ··· ডিঠিবি কি এখনো অপেক্ষা করছে আমার জন্যে ··· যদি সে চলে গিয়ে থাকে ··· তাহলে? যাবো কি তার কলোনীতে? পথ চিনে যেতে পারবো একাই আজ।

স্তব্ধ নিঝুম পথ। এ পাশ থেকেই লাইফ-হেভেন দেখা যায়। কিন্তু দোকানটা বন্ধ। তবু আরো জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে চললাম আমি। অনেক দেরী হয়ে গেলো। কি জানি, ডিঠিবিকে যদি না পাই ··· তাহলে। না···না···সে অপেক্ষা করবে নিশ্চয়ই। আরো এগিয়ে যাওয়ার পর নজরে পড়লো দোকানটার সামনে কে একজন পায়চারী করছে একমনে। কৃত্রিম আলোয় পথচারীকে ছায়ামূর্তির মতো মনে হয়। কাছে এসেই আমি থমকে দাঁড়ালাম ··· মন আমার দুলে উঠলো আনন্দে।

"বীথিকা…বীথি।" আমি ডেকে উঠলাম।

আমার ডাক শুনে থমকে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো সে। চোখের পলকে ছুটে এলো … দমকা হাওয়ার মতো … ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকে। কয়েক পলক কোনো কথা বলতে পারলাম না কেউ। এক উষ্ণ আলিঙ্গনের জোয়ারে ডুবে গেলাম আমরা দু'জনে।

"আমার দেরী হয়ে গেলো বীথিকা।"

"আমি জানি … আমি জানি।" ধীরে ধীরে সে বললো। সে মিশে গেলো আমার দেহে। তার ঘন শ্বাসপ্রবাহ আবেগে দ্রুততর হলো … দেহ কেঁপে উঠলো থরথর করে।

"বীথিকা।" আমি ডাকলাম। ধীরে মুখ তুলে চাইলো সে।

"বড় ভয় লাগছিলো।" কোমল কণ্ঠে বললো সে: "বড় ভয়—"

"কেন…কেন বীথিকা?"

"জানি না, তবু মানতে পারছিলাম না…কেউ আমার সুখ কেড়ে নিতে পারে।"

"এমন কেন ভাবছ তুমি?"

"জানি না…তবু ভয় লাগছিলো।"

বলতে বলতে আমার বাঁ-হাত তুলে নিলো সে। তার বুকের কাছে শক্ত করে ধরে রাখলো। ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগলাম।

"বীথিকা…"

"হুঁ…উঁ।" নীরবে সাড়া দিলো সে : "সত্যি বড় ভয় পেয়েছিলাম … বুঝি আমার ছদিনের সুখ কেড়ে নেয় কেউ।"

"না…সে কেউ নিতে পারবে না।" আমি বলি : "আমি আর ফিরে যাবো না বীথিকা।"

"সে হয় না … আপনাকে ফিরে যেতেই হবে। আমার যে কতো কাজ … কতো দায়িত্ব। না…না এখানে আপনার থাকা হবে না … হতে পারে না!"

থেমে গেলো ডিঠিবি। এক গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। আমার হাতখানা আরো জোরে চেপে রাখলো।

"জানেন?" খানিকক্ষণ পর আবার হঠাৎ বললো সে : "আমার মন বলে অন্য কথা। যদি আজীবন এমনি থাকতে পারতাম আমরা। আমি জানি…আমার সে স্বপ্ন মিথ্যে। … কিন্তু … সেদিন … আমার সোনামণি যেদিন বড় হবে … যদি আমার সোনামণি জানতে চায়…আমি কি বলবো…ওগো…"

আবার থামলো খানিক। আবার বলতে শুরু করলো : "হয়তো এই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকে বলবো…সমুদ্রের ওপারে এক সুন্দর দেশ … কিন্তু সে দেশে তার কোনদিন যাওয়া হবে না … সে যেতে পারবে না। তারপর … আমার সোনামণি কি ভাববে তাহলে … ক্রোধ আর অশ্রদ্ধায় বিষিয়ে উঠবে তার মন … কিন্তু … সে তো মিথ্যে…"

"সে যে মিথ্যে নয় বীথিকা।"

"মিথ্যে তাকে বলতে পারবো না। আমিই তো চেয়ে

এনেছি …জানেন … সত্যি যেদিন সোনামণি বড় হবে…সেদিন …সেদিন…হঠাৎ যদি আবার এমনি আপনি এসে যান …. আঃ … কি চমৎকারই না হবে। তখন হয়তো আমরা বুড়িয়ে যাবো… তাই না!”

“বীথি…”

“কে জানতো … আপনি কি কোনোদিন ভেবেছিলেন … এই দক্ষিণ-আফ্রিকার মাটিতে আপনি আসবেন … আমি কখনো ভাবি নি … তবু তো তাই হলো … হয়তো আবার আপনি আসবেন … কে বলতে পারে …. ওগো … সেদিন আমাকে মনে থাকবে?”

“বীথি…এমন কেন বলছো তুমি?”

“মানুষ বড়ই ক্ষীণমনা … ভুলতে না চাইলেও ভুলে যায়।”

“হয়তো তাই…”

“না… না….আমার সোনামণিকে ভুলতে পারবেন না।”

ডিঠিবি আবার চুপ করলো। আমরা শহরের শেষ সীমান্তে সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাজ্যে চলে এসেছি। এখন আর বাঁধানো পথ নয়…কাঁচা মাটির কাঁকড় বিছানো পথ। সেই পথ ধরে আমরা চলতে থাকি নীরবে।

আমাদের নীরবতায় কোনো ভাঙন আসে না। ক্রমে পাহাড় পেরিয়ে পাহাড়ের শীর্ষে উঠে আসি আমরা। ড্রামের বিচিত্র ড্রিমড্রাম শব্দ আর মানুষের আনন্দমুখর কলতানে এই

সবুজ পাহাড় আর ঘুমিয়ে নেই। ডিঠিবিদের রিজার্ভে আজ যেন অফুরন্ত প্রাণস্পন্দন। রিজার্ভের মাঝখানে মাঠের মত যে প্রশস্ত খালি জায়গা ··· জ্বলছে প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ড ··· দাউ দাউ লকলকে শিখা ··· রক্তিম আলোয় ছেয়ে গেছে সব। সেই অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে বিরাট আসর। উদ্দাম নৃত্য ··· বাজনা ··· আর গান। আমরা নামতে শুরু করলাম এবারে।

"আজ যেন সব জমজমাট।" বললাম আমি।

"হ্যাঁ।" ডিঠিবি বললো : "আপনি চলে যাওয়ার পর ওরা এসেছে ··· জেল থেকে ছাড়া পাওয়া বন্দী এরা। এদের অনেকেই কুড়ি বছরের ওপরে জেলে কাটিয়েছে।"

"কেন ?" ডিঠিবির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললাম।

"কেন·· কেন ?" বলে হঠাৎ থেমে গেলো ডিঠিবি।

তার কথায় আমি চমকে উঠলাম। লজ্জিত হলাম। কেন না, আমার এই প্রশ্নে ডিঠিবি ব্যথা পেলো। এই সামান্য কথাটাও কি আমি বুঝতে পারি না।

"হ্যাঁ···বুঝেছি···আমি বুঝতে পেরেছি বীথিকা।" আমি বললাম। কিন্তু আমার কথার কোন সাড়া দিলো না সে। হয়তো কোন্ অনাগত ভাবনায় ডুবে আছে ডিঠিবি।

ততোক্ষণে আমরা নেমে এসে ডিঠিবির ঘরের সামনে দাঁড়ালাম।

"দেখতে যাবেন ?" ডিঠিবি বললো।

"না…কাজ নেই।" আমি বললাম। তবু এই উদ্দাম নৃত্যের দিকে চেয়ে রইলাম।

"চলুন…দেখে আসবেন।"

এগিয়ে গেলাম ওর সঙ্গে। আসরের কাছে এসে আমরা থামলাম। ওপাশে কাঠের বাক্সের ওপরে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বসে আছে একজন নিগ্রো। মুখমণ্ডলে গভীর চিন্তার আভাস। পরনে সহস্র বর্ণের এক অদ্ভুত পোশাক। মাথায় বিচিত্র বর্ণের কাপড়ে তৈরী পাখির পালক-গাঁথা এক আবরণ। এটা টুপিও নয়…পাগড়ীও নয়। শুধু মুখখানা দেখা যায় তার। সে মুখে হাসির কোনো ঝলক নেই।

ড্রামের গভীর ড্রিমড্রাম শব্দ সমস্ত দেহে এক মোহনীয় ছন্দ জাগায়। এই ছন্দের অনুভূতি আমার দেহে এসেছে আরো… ইউরোপের নগরে নগরে। আমার মনে হলো। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্কৃতির অন্তরে এই নিগ্রো ছন্দই গড়েছে ভিত্।

আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সেই নিগ্রোটি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। সমগ্র আসর ঘুরে এলো আমাদের সামনে। বড় বড় চোখ দু'টো মেলে কটমট করে চাইতে লাগলো আমার দিকে। চাইতে চাইতে নীচু গলায় ডিঠিবির সঙ্গে কথা বলতে লাগলো সে। সেই অবোধ্য জুলু ভাষার একটি শব্দও বুঝলাম না। যদিও জানি…ডিঠিবির কাছ থেকে জানতে চায় সে… কে এই জন। ডিঠিবির কথার পর তার ক্রুদ্ধ চোখ দু'টি ক্রমেই

কোমল হয়ে এলো···ক্রমেই। উৎফুল্ল হলো তার দৃষ্টি। আমার হাত ছ'টো চেপে ধরলো সে হঠাৎ।

"গোদ্ ইভিনিং···ওম্‌নম্‌জ্যানা। বলে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো বারবার।

আমিও হেসে সারা দিলাম ওর কথার। ওর শক্ত হাত আমি চেপে রাখলাম।

"আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।" ডিঠিবি বললো: "এই আমাদের ইয়্যান্‌ক্যোস্থান্‌না···বুঝতে পারলেন না তো··· আমাদের ছোট মোড়ল···সর্দার···কিন্তু···আসলে উনি শ্বেতাঙ্গদের ছ'চোখে দেখতে পারেন না। এই তিন বছর জেল খেটে বেরিয়ে এলেন। কম হলেও সতের বছর তাঁকে জেলে রেখে শ্বেতাঙ্গরা এতোটুকুও বদলাতে পারে নি।"

"অঃ।" আমি সাড়া দিলাম॥

"ইয়্যাপ···উম্‌ফ্যানডসি!" হাসি মুখে সাড়া দিলো সর্দার। তারপর আনন্দে কি যেন বললো ডিঠিবিকে। ডিঠিবিও সাড়া দিলো সেই একই ভাষায়। আমার হাত আরো শক্ত করে ধরলো সে:

"স্থিকক্যাল···ইয়াফ্‌রিকা!" বললো সে আনন্দে।

ওর কথা বুঝতে না পেরে ফিরে চাইলাম ডিঠিবির দিকে। আমায় বুঝিয়ে দিলো সে কথার অর্থ···"আফ্রিকার জয় হোক" তাই বলতে চায় সে অভিনন্দনসূচক আহ্বানে।

আমিও প্রতিধ্বনি করলাম তার কথায়: "ইয়্যান্‌ক্যোস্থান্‌না··· স্থিকক্যাল-ইয়াফ্‌রিকা···হে সর্দার···জয় হোক আফ্রিকার···"

॥ ষোল ॥

সে গান···ড্রামের ড্রিমড্রাম শব্দ থেমে গেছে কখন। চারদিকে স্তব্ধ নিঝুমতা। কিন্তু এই রাত্রির অন্ধকার যেন কথা বলতে জানে। দমকা হাওয়ার শিরশির শব্দ শোনা যায়। কখনো সমস্ত ঘরখানাকে নাড়িয়ে দেয়। কখনো কনকন শব্দে কানে কানে কথা বলে যায় সে হাওয়া। ডিঠিবি আমার পাশে ঘুমিয়ে আছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে। আমি অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ছ'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। উঠে বসলাম আমি। ডিঠিবির চেহারায় আজ ভরা সৌন্দর্যের পরশ লাগানো। বর্ণ আরো উজ্জ্বল। যৌবন যেন ঝিলিক দিয়ে উঠছে। কোঁকড়ানো চুল কয়েক গাছি এসে পড়েছে ললাটে। হাওয়ায় মৃদু মৃদু নড়ছে। বোজা চোখ ছ'টো নিঃসাড়। ওর ললাটে হাত রাখলাম ··· আদর করে হাত বুলিয়ে দিলাম তার মুখমণ্ডলে।

ধীরে চোখ মেলে তাকালো সে। অদ্ভুত নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকলো আমার দিকে। চোখ ছুটো ছলছলিয়ে উঠলো। ক্রমে ভরে উঠলো জল। আমার ডান হাতে মুখ গুঁজলো সে।

"বীথিকা!" নীরবে ডাকলাম।

"না .... না গো।" সে কথা বলতে পারলো না।

"বীথি…বীথিকা।" আমি ডাকলাম।

ঘুমন্ত হরিণী যেভাবে জেগে উঠে মুখ তুলে তাকায়… তেমনি জলভরা চোখে চাইলো সে।

"না … না গো … অর্থের জন্য এ আমি করি নি … বিশ্বাস করুন … অর্থ নয় … সে আমি ভাবতে পারি না।" কেঁপে ওঠে তার কণ্ঠ।

"সব জানি বীথিকা। এতো কিছুর পরও কি তোমাকে জানি না। জানি সব, আমি বুঝি।" আমি বলি।

"আমি জানি … আপনি ওকে পাঠান নি, পাঠাতে পারেন না।"

"কে … কার কথা বললে?"

"আপনার সেই শ্বেতাঙ্গ বন্ধুটি একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলো। আপনি তার বন্ধু … আপনাকে যেন কোনো বিপদে না ফেলি … সেই অনুরোধ জানিয়ে ও আমাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড দিয়েছিলো। ওগো....না…না…কোনো বিপদে আপনাকে ফেলতে পারবো না … সে যে হবে আমার বিপদ … কখনো আমি তা ভাবি নি। আমার প্রাণ থাকতে এই দক্ষিণ-আফ্রিকার মাটিতে আপনাকে কোনো বিপদে জড়িয়ে ফেলবো না।"

"ওঃ … তাই বলো, উইলিয়াম এসেছিল তোমার কাছে। আমাকে জোর করে বাইরে পাঠিয়েছিলো … এবার বুঝতে

পেরেছি।" আমি বললাম : "বীথিকা ··· আমি তোমার সব কথা তাকে বলেছিলাম।"

"কেন ওকে বললেন।" বাধা দিয়ে বললো সে।

"আমার কোন উপায় ছিল না ···· হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।"

"আঃ, কত ভালো আপনি।"

ডিঠিবি সরে এলো আমার কাছে ···· আমার বুকে।

॥ সতেরো ॥

দিনের পর রাত্রি এলো ··· আবার দিন ··· আবার সূর্য উঠলো। জাহাজ আমাদের ভেসে গেলো। আমি এখানেই রইলাম। ফিরে যেতে আমি চাই না। আবর্তিত স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চাই না। এই আবর্তনে ডিঠিবি ভীত হয়ে উঠলো। আমার ভাবনায় অধীর হয়ে পড়লো ডিঠিবি। পলাতক নাবিক আমি ··· আমাকে শ্বেতাঙ্গ শাসন কখনো ক্ষমা করবে না। আমি যেন তার জীবনের বাধা হয়ে দাঁড়ালাম এই মুহূর্তে।

"তিনি গেছেন অ্যাংগোলায়।" অধীর কণ্ঠে ডিঠিবি বললো: "এখনো ফিরতে দেরী হবে···অথচ··· তার সঙ্গে আপনার দেখা হওয়া একান্ত দরকার।"

"কার কথা বললে···স্মিমাংগো?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ ··· তবে জানেন···মিসেস স্পাক আমাকে বলেছেন··· যতোদিন খুসী আপনাকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে···স্মিমাংগোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে পর ··· আপনাদের দেশের কোন অ্যামবাস্তডর এখানে নেই ···ঈজিপ্টের এ্যমেবাসীই আপনাদের সরকারের দায়িত্ব এখানে নিয়েছেন ··· আপনি তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে ··· এখানকার পুলিশ আর আপনাকে ধরতে পারবে না ··· দোহাই···আপনি না করবেন না।"

"তুমি এতো উতলা হয়ো না বীথিকা।"

"না…না…ওদের তো চেনেন না…ওরা মানুষ নয়।" আতঙ্কিত হয়ে ডিঠিবি বলে: "আমাদের সঙ্গে আপনাকে পেলে … উঃ … আমি ভাবতে পারি না।"

"এতো ভয়ের কি ডিঠিবি…তোমাদের সবার যা হবে … আমারও তাই…এতে ভয় কিসের!"

"না…না…সে ভয় আমি করছি না…তবে আপনার কাজ যে এখানে নয়…সে হয় না…আপনাকে ধরা পড়লে যে চলবে না।" ডিঠিবি খুবই চিন্তিত হয়ে বললো: "আমি ডাঃ মীরের সঙ্গে কথা বলেছিলাম … তিনি বলেছেন … আপনাকে আমাদের গ্রামের আস্তানায় নিয়ে যেতে … ওখানে কোনো ভয় নেই…হ্যাঁ…হ্যাঁ সেই ভালো হবে…তাহলে…এখুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি…"

"কোথায়?"

"ডাঃ মীরের ওখানে … তিনি যদি বলেন … তাহলে গ্রামেই চলে যাবো।"

"তাই চলো বীথিকা।"

সেই অন্ধকারেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শহরের সীমানা অবধি আমরা পায়ে হেঁটে এলাম। ডিঠিবির ভয় … সে ভয়ে আমার বাঁ-হাতখানা ধরে রাখলো। আমরা নীরবে পথের কিনারা ঘেঁষে চলতে লাগলাম।

"শহর থেকে বেশ দূরে যেতে হবে।" ডিঠিবি বললো: "একখানা ট্যাকসি আনাতে হবে···ওই বার থেকে একটা ফোন করে দিচ্ছি।"

"আচ্ছা"

"আপনি ভেতরে আসবেন না।" বলে সে ভেতরে চলে গেলো।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। চারদিকে রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। শুধু শহরের কৃত্রিম আলোয় এখানকার অন্ধকার ওই দূরের আঁধারের সঙ্গে মিশে আছে। এই ক'দিনের মধ্যে আজই এই একটি মুহূর্ত পেলাম একক ভাবনার। জাহাজে যেমন মনে হতো যে জীবন আমাদের শুধু অনিশ্চয়তায় ভরা ··· এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না ··· যদিও অনাগত দিনকে আমি জানি না ··· তবু মনের মাঝে কেমন এক সাহস ··· এক অদম্য শক্তি। মনে হয় ··· যেন এই অনাগত দিন বয়ে আনছে এক নিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

এমনি সময়ে ফিরে এলো ডিঠিবি। কোনো কথা বলার আগেই পলকে একখানা ট্যাকসি এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভার ভেতর থেকে জানতে চাইলো যে আমরাই ট্যাকসিখানা চাই কি না। সম্মতি জানিয়ে দু'জনে উঠে বসলাম।

"মোড় ঘুরে সোজা।" ডিঠিবি বললো: "একে বলে দিন।"

আমি তাই বললাম। তারপর ট্যাকসিখানা মোড় ঘুরে

ছুটে চললো। আমরা দু'জনে নীরবে বসে রইলাম। ডিঠিবি একটি কথাও বললো না। শুধু মাঝে মাঝে আমাকে দিয়ে পথের নিশানা জানালো সে। এক সময়ে আমরা শহরের কৃত্রিম আলোর সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

"না, আর দূরে নয় ··· ওই পাহাড়ের ওপাশে।" ধীরে ডিঠিবি বললো: "আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে ··· না?"

"না···না···মোটেই নয়।" আমি জবাব দিলাম।

"আপনাদের দেশের মেয়েরা কি আমাদের মতো কষ্ট করতে পারে?"

"হ্যাঁ···অনেক আছে···তবে···"

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। ডিঠিবি আমাকে চিমটি কাটলো। সে চেয়ে আছে শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভারটির দিকে। আমি শুনতে পেলাম···আরেকটি তৃতীয় কণ্ঠ চেঁচিয়ে ডাকছে তাকে। মনে হলো যেন রেডিও-ফোন।

"আমাদের এখানে প্রত্যেক ট্যাকসিতে রেডিও-ফোন থাকে।" আমি কিছু বলার আগেই ডিঠিবি বলে উঠলো: "এতে খুব সুবিধে···ট্যাকসি কোথায় আছে···কোথায় যাচ্ছে··· মুহূর্তে জেনে ফেলা যায়।"

ততোক্ষণে ড্রাইভারটি তার ফোন তুলে কথা বলতে লাগলো। কথার মাঝেই সে আমাকে শুধালো যে কোথায় যাচ্ছি আমরা।

"ওই···নতুন কলোনী···ইণ্ডিয়ান রিজার্ভ।" আমার হয়ে ডিঠিবি বললো।

কথা কয়টি জানিয়ে ফোনটি রেখে দিলো ড্রাইভার। ততোক্ষণে একটি প্রকাণ্ড পাহাড় পেরিয়ে এলাম আমরা। তারপরই দেখা গেলো···দূরে···জনহীন আবছা আলো। যে আলোগুলো কোনো কোন বাড়ীর জানালায়।

"এখানেই আমরা নেমে পড়বো।" ডিঠিবি বললো: "ড্রাইভারকে বলুন।"

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারকে বলতেই ট্যাকসিখানা থেমে গেলো। দু'জনে নেমে এলাম আমরা। ডিঠিবিকে বাধা দিয়ে আমিই ভাড়াটা দিলাম। তারপর যতোক্ষণ না ট্যাকসিখানা আমাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হলো আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম।

"কাউকে বিশ্বাস করা যায় না এখানে।" ডিঠিবি বললো: "শহরের মানুষকে চিনে ওঠা বড় মুস্কিল ··· ব্যক্তিস্বার্থ শহরে বড় বেশী। এখানে নেমে পড়লাম ··· যাতে ড্রাইভার বুঝতে না পারে যে কোথায় যাচ্ছি আমরা। যদি ডাঃ মীর এখনো থেকে থাকেন ··· তাহলে এখান থেকেই পাহাড়ী পথে চলে যাবো ··· শ'তিনেক মাইল যেতে হবে ··· চলুন ··· এবার হাঁটি।"

আমরা নীরবে হাঁটতে লাগলাম। এখানে অন্ধকার আরো গাঢ়। পথ-ঘাট ডিঠিবির চেনা ··· তাই আমাদের চলতে

অসুবিধে হচ্ছে না। কাঁচা মাটির নতুন পথ ··· আমাদের চলায় কেমন এক বিচিত্র শব্দ উঠছে। কোনো জন-মানুষের সাড়া নেই। আকাশে মিটমিটে তারাগুলো জ্বলছে। অন্ধকার জীবনে যেন এরাই সাক্ষী।

আমাদের সামনে হঠাৎ যেন একটুকরো অন্ধকার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমরা দু'জনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বোঝা গেলো যে পাহাড়ের মোড় ঘুরে কোনো মোটর-গাড়ী ছুটে আসছে। একটু পরেই আমরা দেখতে পেলাম একখানা জীপ।···কাছে এলে দেখলাম পেছনে একটা ট্রেলার বাঁধা··· এবং তা ভালো করে আচ্ছাদিত। আমরা এবার পথের কিনারা ধরে চলতে লাগলাম। কিন্তু জীপখানা আমাদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে থেমে গেলো।

"কে জানে কে ··· পা চালান।" ডিঠিবি বললো।

"ম্যাফেকেন!" বলে জীপগাড়ীর ভেতর থেকে পুরুষ-কণ্ঠে কে যেন ডেকে উঠলো। দু'জনে থমকে দাঁড়ালাম। ডিঠিবি বললো : "ও যে হোসিয়া ··· আপনি এখানে দাঁড়ান··· আমি আসছি।"

বলেই ডিঠিবি ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গেলো। এই অন্ধকারে ওদের কাউকে আমি দেখতে পেলাম না। কিছুই বুঝলাম না। তারা দু'জনে খানিক কথা বললো। তারপর জীপখানা চলতে শুরু করতেই ফিরে এলো ডিঠিবি।

"চলুন।" ডিঠিবি বললো : "ডাঃ মীর এখনো রয়েছেন ....

আর খানিক আগে এলেই আমরা এই জীপে করে চলে যেতে পারতাম।" ও আমাদেরই একজন সহযাত্রী ··· সাংঘাতিক সাহস ওর। এই জীপ নিয়েই ও চলে যায় অ্যাংগোলার সীমান্তে। স্মিমাংগোও সেখানেই আছেন···"

"কবে আসছেন তিনি?" বাধা দিয়ে বললাম আমি।

"সব না সামলে তিনি আসতে পারবেন না ··· কবে যে আসবেন ··· আমি জানি না···তিনি আমাকে খবর দেবেন··· আমিও যে খবর পাঠিয়েছি। স্মিমাংগো না হলে এসব কাজ সবাই করতে পারে না। সব অস্ত্রশস্ত্র ··· ও নিয়ে গেলো সীমান্তে ··· আমাদের ঘাঁটিতে। এবার আমরা অনেক অস্ত্র পেয়েছি···জানেন কোথা থেকে?"

"কোথা থেকে?" আমি শুধালাম।

"রোডেশিয়া থেকে।" হেসে উঠে ডিঠিবি বললো: "রয় উইলনস্কির গভর্নমেণ্টও আমাদের ঘৃণা করে ··· ওরাও এই ভেরউড গভর্নমেন্টের মতো ··· অথচ ওদের শ্বেতাঙ্গ সৈন্যবাহিনী থেকে এগুলো আমরা পেয়েছি। ওদের যতোটা শক্তিশালী মনে হয় ··· আসলে ততোটা নয়!··· ভেতর ফাঁপা ··· খানিক জোরে আঘাত করলে ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা। জায়গা বুঝে আঘাতটা হানা চাই।"

"তোমরা কি সশস্ত্র সংগ্রাম করবে?" আমি যদিও আশ্চর্য হই না। তবু বললাম: "যদিও তোমাদের কিছুই জানি না··· তবু এক সন্দেহ আমার মনে ··· এতো বড় একটা শিক্ষিত

সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তোমরা এই সামান্য অস্ত্র নিয়ে কি করে লড়বে! তাই আমার মনে সন্দেহ।"

"সন্দেহ কেন রাখবেন!" দীপ্তকণ্ঠে ডিঠিবি বললো: "অস্ত্রের ওপর সন্দেহ থাকলে ··· ভয় থাকলে অবশ্যই সে অস্ত্র চালানো যায় না। তবে কি জানেন ··· দেশপ্রেমের সামনে··· জাতীয় মুক্তির সামনে ··· যতোই শিক্ষিত হোক না কেন··· ভাড়াটে সৈন্য দাঁড়াতে পারে না ··· এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয় ··· কৌশলের প্রশ্ন ··· সেখানে যদি আমাদের ভুল হয় ··· তাহলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো ··· এ কথা জানি ··· আপনি জানেন ···এই শিক্ষিত সৈন্যদের মধ্যে দেশপ্রেম নেই··· শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে ওরা সৈন্য হয়েছে ··· এ শুধু জীবিকা ··· বাইরে থেকে যতোটা শক্ত মনে হয় ··· ভেতরটা ততোটুকুই ফাঁপা···"

ডিঠিবির কথার মাঝেই আমরা একটি অন্ধকার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকার হলেও আবছা দেখা যায়। বাড়ীর ভেতর থেকে বয়ে আসা আলোর আভায় দেখতে পেলাম ··· দু'খানা জীপ দাঁড়িয়ে আছে ট্রেলার সহ। জন কতক লোক ব্যস্ত হয়ে যাওয়া-আসা করছে। অবশ্য আমার বুঝতে কষ্ট হলো না যে ওরা ব্যস্ত কেন।

আমাদের এই অন্ধকারে দেখে ওরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। জনকয়েক ছুটে এলো আমাদের সামনে। আবছা হলেও ওদের চেনা যায় ··· প্রত্যেকেই নিগ্রো। ওরা কাছে আসার

আগেই ডিঠিবি কি যেন বলে উঠলো। তারপরই তাদের ব্যস্ততা বা ভয় দু'ই মিলিয়ে গেলো। ওরা দু'পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিলো আমাদের জন্যে। আমরা এগিয়ে গেলাম। বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়ালাম দু'জনে। আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ ডাক্তার মীর। তাঁকে এখানে দেখে এতোটুকুও বিস্মিত হলাম না আমি। তার পরিচয় তো আমি আগেই পেয়েছিলাম। ডাঃ মীর ডিঠিবির দিকে চেয়ে চোখ ফেরালেন আমার ওপরে।

"আমাকে কি চিনতে পারলেন?" ডাঃ মীর বললেন।

"হ্যাঁ···কিন্তু আমি ভাবিনি যে আপনাকে এখানে পাবো··· তবে আমি আশ্চর্য হইনি ডাঃ মীর।"

"ঠিক একই কথা আমিও বলতে চাইছি ··· আপনি নাবিক হয়ে কোথায় চলে এলেন ··· এ জীবন যে সমুদ্র থেকে অনেক দূরে।"

"আমার মনে হয় দুই-ই এক কেন্দ্রবিন্দুতে।" আমি বললাম।

"ডিঠিবির কাছ থেকে আপনার কথা আগেই শুনেছিলাম··· তাই সেদিন আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। তা ভেতরে আসুন ··· আমি একটু ব্যস্ত আছি···বেশীক্ষণ কথা বলতে পারবো না।"

ডাঃ মীরকে বাধা দিয়ে জ্যুলু ভাষায় ডিঠিবি যেন কি বললো। ডাঃ মীর সায় জানালেন মাথা নেড়ে। ততোক্ষণে আমরা ভেতরে এলাম। ঘরের ভেতরে চারপাশে ছড়ানো

রয়েছে ডাক্তারী সরঞ্জাম। যে কেউ দেখলে বলবে এটা কোনো ডাক্তারের গবেষণাকেন্দ্র। কল্পনাও করতে পারবে না কেউ যে এই গবেষণাকেন্দ্র থেকেই পরিচালিত হবে এক স্থখী-সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ গড়ার সংগ্রাম। ষাট বছর বয়সের বৃদ্ধ ডাক্তারকে দেখে কেউ ভাবতে পারবে না যে তার মন ভরা চিরসবুজে।

"আচ্ছা···আচ্ছা···সব ঠিক আছে···আর দেরী করবো না। ডিঠিবির জবাবে ডাক্তার মীর ইংরাজীতে বললেন: "আমি যেতে পারবো না···ন্যাকাডিমেউ তোমাদের নিয়ে যাবে··· তাহলে এখুনি তোমাদের চলতে হয়···ভোরের আগেই তোমাদের পৌঁছতে হবে।" তারপর আমার দিকে ফিরে চাইলেন ডাঃ মীর। বললেন: "আপনার কাপড়-চোপড় বদলে নিন····ভালো কাপড় পরে না যাওয়াই উচিত···বেশ মাইল কয়েক আপনাকে হাঁটতেও হবে।"

"আমার অভ্যেস আছে।" আমি সাড়া দিলাম।

"তাহলে আর দেরী করা উচিত নয়।" ডাঃ মীর বললেন। তারপর তিনি বেরিয়ে এলেন। আমরাও তাকে অনুসরণ করলাম। আরেক অজানা পথে এবার চলতে শুরু করবো আমরা।

কিন্তু আমার সত্যিই আনন্দ লাগছে।

॥ আঠারো ॥

পৃথিবীর আবর্তনের মতোই আমাদের জীবন রইলো বাঁধা··· অন্তহীন···সীমাহীন। এই ক'দিন সহস্র জীবনের মাঝে থেকেও আমরা দু'জনে রইলাম একক। পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে-ডিঙ্গিয়ে ঘুরলাম আমরা। ক্রমেই এক মহাদিগন্ত আমার কাছে উন্মুক্ত হয়ে উঠলো। কখনো আমি ভুলে যাই আমার নিজের কথা···আমার মনে হয়···যেন এদেরই একজন আমি···মনে হয় এ যেন আমারই সংগ্রাম।

আমার ভাবনায় ডিঠিবি আর অধীর নয় এখন। ডিঠিবি যেন কোন এক দুর্দম শক্তির অধিকারী। আর ··· আমাদের এই আশ্রয় যেন এক অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার।

সেদিন যখন পাহাড়ের ভেতরে গভীর অরণ্যে আমি রাইফেল চালালাম···বিস্মিত হয়ে ডিঠিবি এলো আমার কাছে। আমার হাতের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। আমি হাত থেকে রাইফেলটা নামিয়ে রাখলাম।

"কি দেখছো এতো ?" বললাম আমি।

কিন্তু ডিঠিবি সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিলো না। ঝুঁকে রাইফেলটা নিয়ে আমার হাতে তুলে দিলো আবার।

বললো : "আবার চালান দেখি।"

আমি ম্যাগাজিন ভরে আবার ফায়ার করলাম। ডিঠিবির চোখ রইলো আমার হাতে ··· আমার আঙ্গুলে ··· আমার ট্রিগারে। আমি রাইফেলটা আবার নামিয়ে রাখলাম।

"আপনি শিখলেন কি করে?" বিস্মিত কণ্ঠে শুধালো সে।

"হ্যাঁ···শিখেছিলাম আমি।" আমার সৈনিক জীবনের কথা তাকে বললাম না। যদিও আমি জানি ডিঠিবি অনুমান করবে অন্য কিছু।

"ওঃ···আমি বুঝতে পেরেছি।" ডিঠিবি বললো।

এবার বিস্মিত ডিঠিবির বিস্ময় বাড়লো আরো। সে আমাকে কুরে-কুরে জানলো আমার দেশের কথা। এই মেয়েটি কেমন···যে শুধু জানতে চায়···শুধু দেখতে চায়···দূর থেকে নয় ··· কাছে থেকেও নয় ··· একেবারে মিশে গিয়ে··· তবেই না জানা ··· এই হলো ডিঠিবির বিশ্বাস। এই ডিঠিবি যার কাছ থেকে জেনেছে সব ··· সে কেমন হবে। আমি মনে মনে ভাবি ··· এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হবে সেই অদেখা স্মিমাংগো।

সেদিন বিকেলেই খবর এলো ··· আমাদের ফিরে যেতে হবে। স্মিমাংগো আসছেন। আমরা তৈরীই ছিলাম ··· তাই একটু পরেই আমরা চলতে শুরু করলাম।

রাতের আঁধার যখন হালকা হয়ে এলো আমরা ডার্বানের সীমান্তে এসে পৌছলাম। গাড়ীখানা আমাদের নামিয়ে দিয়ে

সেখান থেকেই ফিরে গেলো। ভোরের আগেই ফিরে এলাম সেই কলোনীতে ··· ডিঠিবির আস্তানায়।

ডিঠিবির আজ আর আনন্দ ধরে না। স্মিমাংগোর সঙ্গে আমার দেখা হবে···সেই ভাবনায় কেবলই তার আনন্দ। কিন্তু তার এই আনন্দের মাঝে কোথায় যেন এক গভীর ব্যথা। কখনো দু'চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে থাকে ··· আমি চোখে চোখে চাইলে সে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

দিনের আলো বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কেমন চঞ্চল ··· অস্থির।

"চলুন ··· বেরিয়ে যাই।" কাছে এসে হঠাৎ বললো সে।

আমি সম্মতি জানালাম। তার দিকে চেয়ে দেখলাম। এ যেন আর সে ডিঠিবি নয় ··· যেন ঘরকন্নার আকর্ষণে ব্যস্ত একটি সাধারণ মেয়ে। এই ডিঠিবিকে দেখে কেউ ভাবতে পারবে না যে এ সেই মেয়ে ··· আমার চোখও যেন একথা বিশ্বাস করতে চায় না।

আমরা দু'জনে হেঁটেই চলেছি। আমাকে সে আগলে রাখছে। আমার বাঁ-হাতখানা আগের মতো শক্ত করে ধরে রেখেছে। তার ডান হাতে একটা ঝুলোনো থলি।

শহরের ভেতরে চারদিকে এক থমথম নিঃসাড়তা। মিলি-টারীর গাড়ী ··· পুলিশের গাড়ী রাইফেল উঁচিয়ে টহল দিচ্ছে। আমরা চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। ফুটপাথগুলো খালি ··· এতোটুকু ভীড় নেই। কিন্তু এই প্রশস্ত পথ ধরে

কয়েক হাজার শ্বেতাঙ্গ যুবক রাইফেল হাতে মিছিল করে এগিয়ে আসছে। ওদের দেখে ডিঠিবি ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে একটি ছোট পথে নেমে বড় দালানের আড়ালে চলে এলো। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ওদের। অনেকক্ষণ ধরে সে মিছিল চলতে লাগলো। ওরা প্রত্যেকে নির্বাক···মৌন ··· কিন্তু এই মৌনতার প্রতিনিধিত্ব করছে ওদের হাতের মৌন রাইফেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর যখন ওরা চলে গেলো ··· আমরা বেরিয়ে এলাম। ডিঠিবির সঙ্গে আমিও ব্যস্ত হয়ে ছুটে চললাম। একটি কথাও কেউ বলছি না। বাজারের ভেতরে আসার পর ফিসফিসিয়ে বললো: "ওরা সিটিজেন ফোর্স ··· বলতে পারেন শ্বেতাঙ্গদের ঝটিকাবাহিনী। ২৯শে মে ভেরউড গভর্নমেণ্ট বৃটিশ কমনওয়েলথ ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ··· এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাকে শ্বেতাঙ্গ রিপাবলিক গঠন করবে ··· তারা ভাবছে ··· হয়তো সেই মুহূর্তে আমরাও আঘাত হানতে পারি ··· তাই ভয় দেখাতে চাইছে।"

হঠাৎ আবার থেমে গেলো সে। যেন আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো এই পৃথিবী থেকে। চলতে চলতে কখনো চোখ ফিরিয়ে দেখলো আমাকে। কখনো আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরলো। এলোপাতাড়ি অনেকক্ষণ ঘুরলাম আমরা। তবু কোনো কথা নেই ··· নির্বাক ··· নিঃশব্দ রইলাম দু'জনে। আপন মনে মনভরে জিনিসপত্র কিনলো সে।

"এতো খাবার দিয়ে কি হবে বীথিকা!" আমি বললাম।

সে ইশারা করলো আমাকে নিশ্চুপ থাকতে। আমি কোনো বাধা দিলাম না।

ফিরে এসে আরো ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। রাঁধলো তার আপন নিয়মে। কখনো আপন মনে সে কথা বললো···কখনো আবেগ ভরা চোখে চেয়ে থাকলো আমার দিকে। এমনি বয়ে গেলো সমস্ত দিন। আমাকে ছেড়ে সে একটিবারও নড়লো না। আমাদের দেখে কেউ ভাববে না যে সহস্র মাইল ব্যবধানের দু'টি জীবন এরা।

"বীথিকা।" আমি ডাকলাম।

"উঃ।" মুখ তুলে তাকালো সে। বললো : "আজ আর কোনো কথা নয়···না···না···আজ আর কোনো কথা নয়।"

ডিঠিবির গলা ধরে এলো। সে মাথা গুঁজলো তার দু'হাটুতে। আমি কাছে গিয়ে তার মুখখানা তুলে ধরলাম। তার ছল ছল চোখ থেকে ক'বিন্দু জল গড়িয়ে পড়লো। আমি নীরবে সরে এলাম···নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলাম।

॥ উনিশ ॥

সন্ধ্যে নেমে এলো। রাত্রির মৌনতার মতোই এখনো নির্বাক সে। তার বেদনা ভরা মুখের দিকে তাকানো যায় না। এতোক্ষণ ধরে আমরা পাশাপাশি বসে রয়েছি ··· তবু যেন দুই পৃথিবীর দু'জন। টানা রিকসা আপন মনে চলেছে। রিকসার চালক একজন জ্যুলু ··· ডিঠিবির চেনা। কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে ··· তা জানে সে। তাই তাকে দেখানোর কোনো তাড়া নেই ডিঠিবির। এ পথ ··· ও পথ ··· অনেক পথ ঘুরে এক নির্জন নিঃসীমতার রাজ্যে এসে নামলাম আমরা। পাহাড়ের আড়ালে ডার্বানের আলো ঢাকা পড়ে গেছে। এখানে বৈদ্যুতিক আলো নেই। মশাল আর কুপির লালচে আলো অন্ধকারের কালিমা মুছতে পারে নি। এদিকে ওদিকে মশাল হাতে কেউ যায় ··· কেউ আসে। রাস্তার এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে আছে কুঁড়েঘরের মতো ঘরবাড়ী। কখনো কোথাও থেকে ভেসে আসে চিৎকার। কখনো কুকুরের ডাকে ক্ষণিকের জন্যে কেটে যায় নির্জনতার প্রলেপ। সব যেন যন্ত্রের মতো প্রাণহীন।

আমরা এসে দাঁড়ালাম একটা দোতলা বাড়ীর সামনে। দালান নয়···টিনের আর কাঠের সহযোগে লম্বা মিলিটারী

ব্যারাকের মতো। স্তব্ধ···নিথর। যে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম ··· তা আবছা ··· অন্ধকার। এক কোণায় একটা মিটমিটে আলো শুধু। ভেতরে জনকয়েক বসে আছে। ওরা কথা বলছিল নীচু গলায় ··· আমরা ভেতরে আসতেই কথা বন্ধ করে চাইলো আমাদের দিকে। ডিঠিবি কি যেন বললো। প্রত্যুত্তরে ওরাও সাড়া দিলো।

"আমাদের সঙ্গে চলে আসুন।" বলে হাত বাড়িয়ে দিলো ডিঠিবি। আমি ওর হাত ধরে এগিয়ে গেলাম।

পেছনের দরজা পেরিয়ে এলাম অন্ধকারে। দোতলার পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। ডিঠিবি আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললো যে সামনেই সিঁড়ি রয়েছে। ততো-ক্ষণে অন্ধকারকে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি আমি। তবু ডিঠিবির হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওপরে। পায়ে পায়ে প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে এলাম দু'জনে। ডিঠিবি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো: "এই যে···এখানে।"

তারপরই সে টকটক শব্দ করলো বারকয়েক। ভেতর থেকে কে যেন এগিয়ে এলো পায়ে পায়ে। আমাদের সামনে দোর খুলে গেলো হঠাৎ। ভেতরে আবছা আলো। টেবিলের ওপরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। জনকয়েক বসে আছে সেই টেবিল ঘিরে। যে দোর খুললো ··· সে সেই জ্যুলু সর্দার। আনন্দে সে হাত মেলালো আমার সঙ্গে। আমরা ভেতরে এলাম। যারা বসেছিল—উঠে দাঁড়ালো। ডাঃ মীরকে দেখতে

পেলাম। হাসি মুখে আমাকে অভ্যর্থনা করলো ওরা প্রত্যেকেই। ইউরোপীয় পোষাকে আচ্ছাদিত এক নিগ্রো জ্যুলু …হাত মেলালেন আমার সঙ্গে। আমি অনুমান করলাম…ইনিই স্মিমাংগো। আমি আর ডিঠিবি দু'জনে বসলাম দু'পাশে। আমি চোখ বুলিয়ে নিলাম ঘরের চারপাশে মুহূর্তে। আসবাব-পত্র তেমন কিছুই নেই। একপাশে একটা প্রশস্ত খাট…একটা ময়লা বিছানা। মশারিও রয়েছে ওপরে টাঙ্গানো। এক কোণায় জড়ো করা কতকগুলো কাঠের বাক্স। জানালা নেই একটিও। একটি মাত্র দোর। লণ্ঠনের আলো অনুজ্জ্বল। তাই এখানে আমরা প্রত্যেকেই অস্পষ্ট…আবছা।

"ইনিই স্মিমাংগো।" ডিঠিবি বললো। আমারও পরিচয় করিয়ে দিলো নীরব লাজুক কণ্ঠে।

স্মিমাংগো যেমন লক্ষ্য করছেন আমাকে…তেমনি আমারও গভীর দৃষ্টি তাঁর ওপর। স্মিমাংগো খুব লম্বা নন। কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন। মাথার চুলগুলো যেন পেঁজাতুলো কালো রঙ করে এঁটে দেওয়া হয়েছে। প্রশস্ত ললাট। মিশমিশে কালো বর্ণ। আলোর লালচে আভায় কেমন উজ্জ্বল। নাক চেপটা নয় … তীক্ষ্ণও নয় … কিন্তু লম্বা একটু। চোখে গভীর দৃষ্টি। নাকের নীচে সামান্য গোঁফ। গোলগাল মুখমণ্ডল।

"আপনার কথা এতো শুনেছি যে আগে থাকতেই পরিচিত হয়ে আছেন আপনি।" কোনো ভূমিকা, কোনো অহঙ্কার ছাড়াই স্মিমাংগো বললেন : "আপনাকে এমন এক সময় পেলাম

··· যখন সত্যিই প্রয়োজন এসেছে। অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করছি ··· এমন একজনকে চাই ··· যিনি ভারত ভূখণ্ডের কন্দরে কন্দরে পৌঁছে দেবেন আমাদের আবেদন!"

"আবেদন! কিসের আবেদনের কথা বলছেন?" আমি বলি।

"হ্যাঁ ··· সেই আবেদনই আমরা জানাতে চাইছি ··· এই জন্যে যে এই দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়েক লক্ষ ভারতীয়কে এখনো আমরা বন্ধু বলেই মনে করি ··· যদিও বন্ধুত্বের প্রতিদান এখনো আমরা পাই নি। ভারত ভূখণ্ডের বিভিন্ন জাতিকে আমরা শ্রদ্ধা করি ··· শোষণ থেকে এখনো হয়তো মুক্ত হতে পারেন নি আপনারা ··· তবু যে আত্মত্যাগের কাহিনী রচনা করেছেন ··· তার প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা রয়েছে। ভারত ভূখণ্ডে বিভিন্ন জাতীয় জীবনে যে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে উঠেছিলো ··· সে সব সংগ্রামকে আমরা খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখি। এক শতাব্দী আগে এই দক্ষিণ-আফ্রিকায় সেই চেতনাই ছিলো দুর্বার। অথচ শ্বেতাঙ্গরা যাতে শতচ্ছিন্ন করে দিতে পারে সে চেতনা ··· তাই তারা ভারতীয় ও মালেশিয়দের আমদানী করেছিলো এই দেশে। এক শতাব্দীতেই তারা দক্ষিণ-আফ্রিকার জীবনের সংগ্রামী চেতনা বদলে দেয়। ··· সে সব বিস্তৃত ইতিহাসের কথা না তুলে বলি, শুধু ব্ল্যাক অ্যাক্টকে কেন্দ্র করে ১৯০৭ এবং ১৯০৮ সালের নির্লজ্জ চুক্তি ভারতীয়দেরই সুবিধা করে আমাদের জীবনকে শৃঙ্খলিত করেছিলো যা কেবল ব্যক্তির

সুবিধাবাদকে গড়ে তুলেছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। সে দর্শন শোষকদের ভিতভূমিকে আরো শক্ত করে গড়তে সহায়তা করলো। শ্বেতাঙ্গদের আইন আরো কঠোর হলো। ব্যক্তির সুবিধাবাদ সংগ্রামী জীবনে আনলো বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু বলতে গর্ববোধ করছি যে এতো নির্যাতনের পরও আমাদের জাতি এই দর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। আমি জানি না ··· অপ্রাসঙ্গিক হলেও একথা বলছি যে আপনাদের দেশে এই দর্শন কতোটুকু মুক্তি এনেছে জীবনের। আমার মনে হয়, আপনাদের দেশেও জীবন-সংগ্রাম শেষ হয় নি ··· যে তত্ত্বে গঠিত হয়েছে আপনাদের দেশ ··· সেখানে বিরাট ফাঁক রয়েছে বলে আমরা অনুমান করি। কেন না, এখানকার লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের এক বৃহৎ অংশ আজো আমাদের পাশে এসে না দাঁড়িয়ে শ্বেতাঙ্গদেরই সহায়তা করছে। তাতে আমরা ভীত নই। কেন না, শত্রুর প্রতি আমাদের কোনো মোহ নেই। সাপের বিষ-দাঁত ভেঙ্গে দিলেও সে ছোবল দেয়।”

“তা নিশ্চয়ই।” আমি বললাম।

“অথচ সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রচারিত হচ্ছে একই কথা ··· অসভ্য নিগ্রো ··· তাদের কোনো ইতিহাস নেই। এবং তাই তারা মানুষ বলে গণ্য করতে চায় না আমাদের। আশ্চর্য কি জানেন ··· কেউ কি ভেবে দেখতে চায় না যে ইউরোপীয় সভ্যতা অথবা ভারতীয় সভ্যতার কষ্টিপাথরে বিচার করে কি একথা বলা যায় যে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা নিকৃষ্ট। আমরা

তা মানি না। জাতি বলতেই আমরা বুঝি এক ক্রমবর্ধমান ইতিহাস ও সভ্যতা। ইন্‌কার মায়া সভ্যতা অথবা সিন্ধু-সভ্যতা তার নিদর্শন। সে সব সভ্যতা আবিষ্কৃত না হলে এই বিংশ শতকেও ইউরোপীয় সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের মুহূর্তে আমরা অসভ্য। অর্থাৎ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে যেন আমাদের অবলুপ্তি ঘটে।"

"না ··· না ··· অসম্ভব ··· কোনো কালে তা সম্ভব হলেও আজ আর কোনো জাতিকে নিঃশেষ করা সম্ভব নয়। কোনো ষড়যন্ত্র কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে পারে না।" উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ বললাম আমি।

এতোক্ষণ তন্ময় হয়ে স্মিমাংগোর কথা শুনছিলাম। তাঁর ভাষা ··· কণ্ঠ ··· এতো স্পষ্ট যে তাঁর স্বচ্ছ অন্তর যেন দেখতে পেলাম। তাতে কোনো ভণিতা নেই, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। স্বচ্ছ সরল আগ্নেয়গিরির মতো নিরুদ্বেগ। ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন স্মিমাংগো।

"সে কথা আমরা জানি। জানি বলেই আজো আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে নি ওরা। আমরা আমাদের ধরনেই গড়ে তুলছি আমাদের জীবন। কিন্তু এ থেকে আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমরা পৃথিবীর কোনো জাতিকে অশ্রদ্ধা করি না। ঘৃণা করি না। এমন কি শ্বেতাঙ্গদেরও নয়। আমরা বিশ্বাস করি, জাতীয় মুক্তিই আনতে পারে চিরমুক্তি ··· চিরশান্তি। এক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে যারা

আসবে, সহযাত্রী বলে গ্রহণ করবো তাদের। এ কথাও সত্য যে শত্রুর প্রতি আমরা মোহগ্রস্ত নই।"

হঠাৎ থেমে গেলেন স্মিমাংগো। ডুবে গেলেন এক গভীর ভাবনায়। আমরা প্রত্যেকেই সচকিত হয়ে চেয়ে রইলাম স্মিমাংগোর দিকে।

"মাফ্ করবেন।" কোমল কণ্ঠে স্মিমাংগো আবার বললেন: "হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম ··· কিছু মনে করবেন না।"

"আমি বুঝি ··· বুঝি আপনাদের হৃদয়ের বেদনা।" আমি বলি।

"তাহলে ··· আপনি ফিরে গিয়ে আপনার দেশবাসীকে একথা জানাবেন যে এই দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের নির্দেশ দিতে এক অহেতুক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে নিজের সুবিধার কথা না ভেবে ··· ব্যবসায়ী লালসার মনোবৃত্তি ত্যাগ করে ··· এই সমাজের সক্রিয় সহায়ক হতে হবে তাদের। অন্ধ দর্শনের প্রভাবে স্বীয় সুখ সুবিধার কথা ভেবে শত্রুকে ঐক্যবদ্ধ হতে যেন সহায়তা তাঁরা না করেন।"

"সে বড় কঠিন দায়িত্ব মিঃ স্মিমাংগো", আমি বললাম। "আমি জানি না যে আমার কণ্ঠস্বর সবার কাছে পৌঁছবে কিনা···তবে আপনাদের বেদনাকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা আমি করবো, মিঃ স্মিমাংগো।"

"করবেন ··· করবেন মিঃ স্যানাল?" উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন তিনি: "হ্যাঁ ··· বাংলার বিপ্লবী চেতনাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই।

যদি কখনো সম্ভব হয় ··· আমি নিজে গিয়ে আমার ··· এবং আমাদের সকলের অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবো। শ্রদ্ধা জানাবো ভারত ভূখণ্ডের অন্যান্য বিপ্লবী জাতিকেও।"

"সেদিন নিশ্চয়ই আসবে মিঃ স্মিমাংগো। আমি বলি।

কথার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করলাম ডিঠিবিকে। তার মুখখানা ভরে উঠেছে গর্বে। সে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে।

"আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে।" উঠে দাঁড়িয়ে স্মিমাংগো বললেন: "আরো কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকতে পারলে ভারত ভূখণ্ডের জীবন সম্পর্কে জানতে পারতাম। আজ তো কেবল আমাদের কথা বললাম আপনাকে। কিন্তু ··· আমার সময় নেই আজ।" ব্যস্ত হলেন তিনি।

"না ··· দেরী করবেন না আপনি।" আমি বললাম।

"ডাঃ মীর রইলেন ··· ওরা রইলো। আমি বিদায় নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে।" বলে হাত বাড়ালেন স্মিমাংগো।

আমরা উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতে লাগলাম। এমনি সময় সব স্তব্ধতাকে ভেঙ্গেচুরে এক অবোধ্য ভাষার ব্যস্ত কণ্ঠ ভেসে এলো। ফিরে চাইলাম সেই শব্দ লক্ষ্য করে। বাক্সের গাদার মাঝখানে একটি নিগ্রোমুখ দেখা গেলো। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো সে মুখ। বোঝা গেলো যে ঘরের মেঝেতে রয়েছে গুপ্তদ্বার। মুহূর্তের মধ্যে এক ব্যস্ততার সাড়া

পড়ে গেলো। স্মিমাংগো মুহূর্তে ফিরে দাঁড়ালেন আমার মুখোমুখি।

বললেন: "আপনাকে বোধহয় বিপদেই ফেলে যাচ্ছি। জানি না ··· পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাবেন কিনা। এরা বড় নির্দয় ··· বড় নির্মম ··· ডিঠিবি ··· ওকে দেখো ··· কিন্তু ··· নিজে ধরা দিও না ··· অনেক কাজ ···"

"পুলিশ!" মুহূর্তে ভেবে নিয়ে বললাম: "আপনার যাত্রা শুভ হোক ··· আর দেরী করবেন না।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই বাক্সের গাদার মাঝে গুপ্ত দ্বারপথে নেমে গেলেন স্মিমাংগো। ডাঃ মীর এবং জুলু সর্দার—তাঁরাও এই গুপ্তদ্বারের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন।

একটা বাক্স ওপর থেকে গড়িয়ে পড়লো নীচে।

॥ কুড়ি ॥

যেন শুরু হলো নাটকের শেষ অঙ্ক। এই স্তব্ধতার মাঝে ডিঠিবি পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে গুপ্তদ্বারের ঢাকনা বন্ধ করে দিলো। কয়েকটা বাক্স সরিয়ে রাখলো তার ওপরে। তারপর মুহূর্তে সরে এলো আমার কাছে। তার লাল গাউনটা খুলতে খুলতে ফিসফিসিয়ে বললো: "আপনারও কাপড়-চোপড় খুলে নিন।"

আমিও দেরী করলাম না। একে একে কোট শার্ট খুলে ফেললাম।

ডিঠিবি বললো: "যদি ওরা আসে, দোরটা খুলে দেবেন আপনি, আপনি নাবিক ··· একটা মেয়েকে নিয়ে মজা লুটতে এসেছেন ··· মনে রাখবেন। দেখুন তো, কেমন আশ্চর্য ··· আপনিও জড়িয়ে পড়লেন আমাদের সংগ্রামে!"

ডিঠিবির কথা শেষ হলো না। ভেসে এলো হুইসেলের আওয়াজ। তারপর দুমদাম ভীষণ শব্দ। বাড়ীখানা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওরা আসছে। পরমুহূর্তে একখানা মোটরের শব্দ ভেসে এলো। এসে থামলো এই বাড়ীর সামনেই যেন। ডিঠিবি আমাকে নিয়ে খাটের ওপরে এসে বসলো। তার পরনে শুধু একটা বক্ষ-আবরণী আর ছোট্ট নিকার।

দোরের ওপরে দুমদাম লাথি পড়ছে। থরথর কেঁপে উঠছে সমস্ত ঘর ··· সমস্ত বাড়ী। কয়েকটা বাক্স গাদার ওপর থেকে গড়িয়ে পড়লো নীচে। লণ্ঠনের আলো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে আবার কমে এলো। ডিঠিবি ইসারা করলো আমায়। সে শুয়ে পড়লো। আমি দু'চোখ কচলে কচলে এগিয়ে গিয়ে দোর খুলে দিলাম। পলকে জনকয়েক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ···যেন তাড়া-খাওয়া কুকুর ··· ছড়িয়ে পড়লো ঘরের ভেতরে। তাদের টর্চের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো এই কামরা। ডিঠিবি ঝট করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

"আপনারা কি ভদ্রতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন!" আমি বলি।

ডিঠিবি আমার পাশে এসে দাঁড়ালো নীরবে।

কিন্তু পুলিশের কেউ আমার কথায় সাড়া দিলো না। এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার সরে এলো আমার সামনে।

বললো: "আপনাকে বিদেশী মনে হচ্ছে ··· ইণ্ডিয়ান অর পাকিস্থানী?"

"আমি একজন জাহাজী অফিসার", বললাম আমি। "এসেছিলাম জীবনটাকে ভোগ করতে ··· কিন্তু ··· আপনারা তা ··· "

বলতে বলতে আমার জাহাজী কাগজপত্র ওদের দেখালাম। ভাবলাম, এ সব দেখে শুনে তারা চলে যাবে। পলাতক নাবিককে হয়তো বা চিনে উঠতে পারবে না। কিন্তু আমার

কথা যেন ওর কানে গেলো না। ডিঠিবির দিকে তাকিয়ে বক্রোক্তি করলো সে।

বললো : "ডিঠিবি ক্যামালো ··· বিজনেস গার্ল ··· তোমাকে এখানে এসে পাবো ··· আমরা ভাবি নি। ভালোই হলো ··· কিন্তু ওরা কোথায় গেলো ?"

"কারা ?" যেন ভয়ে জড়িয়ে এলো ডিঠিবির কণ্ঠ। তবু বিস্ময়ে ঢলে পড়ে বললো : "আমি রাত কাটাতে এসেছি এখানে ··· এর সঙ্গে ··· বিজনেস গার্ল ···"

"উই নো ··· উই নো।" পুলিশ অফিসার বললো "তোমার সব খবর আমরা পেয়েছি ডিঠিবি ক্যামালো ··· বিজনেস গার্ল !"

"হেই ··· হিয়্যার।"

অন্য একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ চেঁচিয়ে উঠলো ওপাশ থেকে। যারা ছড়িয়ে পড়ে তল্লাসী করছিলো তাদেরই একজন আবিষ্কার করেছে সেই গুপ্তদ্বার। এরপর ··· সব শ্বেতাঙ্গ পুলিশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি আর ডিঠিবি।

"কমিউনিজম সাপ্রেসন্ অ্যাক্ট অনুসারে আপনাদের গ্রেপ্তার করা হলো", পুলিশ অফিসার বললো : "আপনাকেও, জাহাজী অফিসার।"

"আমাকে !"

"হ্যাঁ, কেন না ··· গোপন আড্ডায় আপনাকেও পাওয়া গেছে"। পুলিশ অফিসার বললো। 'লেটস্ গো গাইজ্।"

ট্রাকখানা চলতে শুরু করেই আবার থেমে গেলো। মশাল হাতে দু'জন পথচারী নিগ্রো আমাদের পাশ কাটিয়ে যেতে তাদের পাশেই থামলো ট্রাক খানা। দু'জন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ নেমে গিয়ে ওদেরও ধরে আনলো। মশাল দু'টো হাত থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললো পথের পাশে। ট্রাকে তুলেই ধাক্কা দিলো ওদের। আছড়ে পড়লো পথচারী দু'জন। কেঁদে উঠলো হাউমাউ করে। জুলু ভাষায় বলতে লাগলো কাতর অনুনয়ের স্বরে। কিন্তু তাদের দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে ট্রাকখানা আবার চলতে শুরু করলো।

খোলা ট্রাক। কোনো আচ্ছাদন নেই। দুপাশে কোমর অবধি উঁচু রেলিং। আমি আর ডিঠিবি সেই রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি। শ্বেতাঙ্গ পুলিশ দু'জন আমাদের দুপাশে। অন্যেরা সামনের দিকে। ড্রাইভিং-সিটের ওপরে ছাদের দু'পাশে দুটো সন্ধানী-আলো। সেই আলো ··· সেই আলোর মাঝখানে একটি ব্রেনগান। কখনো সন্ধানী-আলো জ্বালিয়ে চারপাশ দেখে নিচ্ছে ওরা। ওদের জনাকয়েকের কাঁধে রাইফেল কখনো রেলিং-এ লেগে টকটক শব্দ হচ্ছে। আমি আর ডিঠিবি ··· দুজনে নিশ্চুপ আমরা।

সেই অন্ধকার নিঃসীম রাজ্য পেরিয়ে এলো ট্রাকখানা। আমরা এসেছিলাম যে পথে ··· এ সে পথ নয়। পাকা বাঁধানো ঢালু পথ শেষে আবার চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করলো ট্রাকখানা। ভীষণ হয়ে উঠলো ট্রাকের গোঁ গোঁ শব্দ।

এ ছাড়া কোনো শব্দ নেই ··· কোথাও জনপ্রাণীর কোনো সাড়া নেই। ডিঠিবি হঠাৎ আমার দেহ ঘেঁষে মুখোমুখি দাঁড়ালো।

বললো: "আপনার জাহাজ কবে ছাড়বে?"

"জাহাজ?" কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললাম: "অঃ হ্যাঁ ··· কাল পরশুই ভেসে যাবো অষ্ট্রেলিয়ার পথে।"

ডিঠিবি তার মুখখানা এগিয়ে আনলো। বললো: "আবার কবে দেখা হবে জানি না। এখানে এলে আবার দেখা করবেন নিশ্চয়ই।" বলে দৃঢ় আলিঙ্গনে আমাকে আবদ্ধ করলো। পুলিশ দুজন খানিক সরে গেলো আমাদের পাশ থেকে! হয়তো এই প্রেমালিঙ্গনের সুযোগটুকু তারা দিতে চায় আমাদের।

চুম্বন শেষে আমার কাঁধের ওপর মুখ এনে খানিকক্ষণ মাথা এলিয়ে রাখলো সে। তারপর ফিসফিসিয়ে বললো: "সামনেই আমি নেমে যাবো ··· ভয় পাবেন না।"

আবার মুখ তুলে সেই দৃঢ় চুম্বন। এ চুম্বনের আর কোনো অর্থ নেই ··· আমাকে কথা বলতে না দেওয়া। আমি তাকে বলতে চাইলাম ··· এই চলন্ত ট্রাক থেকে নামবে কি করে ··· তারপর? কিন্তু কথাটুকু বলতে দিলো না সে। দৃঢ় ··· আরো দৃঢ় ··· বুঝি এই আমাদের শেষ ··· আলিঙ্গন।

ট্রাক খানা ওপরে উঠে ডান দিকে মোড় ঘুরে নামতে লাগলো। ট্রাকের গতি অনেকটা কমে এলো। প্রচণ্ড ঢালু বেয়ে ধীরে ধীরে ট্রাক খানা নেমে চলেছে। দু' পাশে ঘন অন্ধকার। হঠাৎ আমাকে পেছনে ঠেলে রেলিং-এর ওপর দিয়ে চোখের পলকে লাফিয়ে পড়লো ডিঠিবি। আমি নিজেকে সামলাবার আগেই ফিরে চাইলাম ··· গভীর অন্ধকার হলেও এ কথা অনুমান করতে পারলাম যে এই পাহাড়ের ঢালু বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ডিঠিবি। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। খানিক নেমেই ট্রাক খানা দাঁড়িয়ে পড়লো। হুড়মুড় করে নেমে গেলো শ্বেতাঙ্গ পুলিশরা। ট্রাকের ওপরে জ্বলে উঠলো সন্ধানী-আলো। হুইসেল বাজতে লাগলো ঘন ঘন। সেই সন্ধানী-আলোয় দেখা গেলো বড় বড় বৃক্ষরাজি পাহাড়ের ঢালু বেয়ে সৃষ্টি করেছে গভীর বনানী। সে সন্ধানী-আলো ঘুরপাক খায় চারদিকে। কিন্তু ডিঠিবিকে দেখা যায় না কোথাও। কয়েক পলকমাত্র।

"ফায়ার!" চেঁচিয়ে উঠলো একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ। মুহূর্তে এক সারে গর্জে উঠলো ব্রেনগান সবুজ বনানীকে লক্ষ্য করে।

"গুলি করো না ··· গুলি করো না।" চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

পাশের শ্বেতাঙ্গ পুলিশটি আমার মুখ চেপে ধরলো। আমি আর কোনো কথা বলতে পারলাম না ··· ঘন সবুজ আর

এই রাত্রির অন্ধকারকে তাকিয়ে দেখলাম। আমি কান পাতলাম। গুলির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরও কোনো চিৎকার ভেসে এলো না। তাকালাম সন্ধানী-আলোর রেশ লক্ষ্য করে ... সেখানে শুধু সবুজ ... আর তার মাঝে অন্ধকার। সে অন্ধকারেই হারিয়ে গেছে ডিঠিবি ... আমার বীথিকা !